গঙ্গা আমার মা
পদ্মা আমার মা

গঙ্গা আমার মা
পদ্মা আমার মা

প্রকাশ

২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন্‌
কোলকাতা-৭০০ ০১২

GANGA AAMAR MAA
PADMA AAMAR MAA

প্রথম প্রকাশ

ডিসেম্বর ২০০০

প্রকাশক

সিদ্ধার্থরঞ্জন চৌধুরি, উবুদশ

২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কোলকাতা-৭০০ ০১২

অক্ষর বিন্যাস

মুদ্রাকর, ১৮-এ রাধানাথ মল্লিক লেন, কোলকাতা-৭০০ ০১

মুদ্রক

সিদ্ধার্থরঞ্জন চৌধুরি, ইউডি প্রিন্টার্স

২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কোলকাতা-৭০০ ০১২

প্রচ্ছদ সিদ্ধার্থ বসু

নৈবেদ্য

প্রয়াতা মাতৃদেবী রাধারানী দেবীর শ্রীচরণে
এবং
অগ্রজা ও অনুপ্রেরণাদাত্রী
শ্রীমতী শিবানী চট্টোপাধ্যায়ের চরণে
আমার গানের বই 'গঙ্গা আমার মা-পদ্মা আমার মা'
শ্রদ্ধার নৈবেদ্য অর্পণ করলাম

আশীর্বাদপ্রার্থী
শিবদাস

'রাধাশ্রী'
রায়নগর, মধ্যপাড়া, বাঁশদ্রোণী
কলকাতা - ৭০০ ০৭০

ইতিহাসের ইতিকথা

বই প্রকাশ করতে গেলে, লেখকের এবং তার লেখার 'পশ্চাৎপট' পাঠকদের জানাতে হয়, এটাই নাকি চিরাচরিত নিয়ম। প্রকাশকের নির্দেশে, বিধান অনুযায়ী, আমি "Down Memory Lane" দিয়ে চলতে শুরু করে দিলাম।

খুলনা শহরে আমার জন্ম। খুলনা শহর আমার জন্মভূমি। জন্মভূমি থেকে এখন আমরা বিতাড়িত। খুলনা পররাষ্ট্রের অন্তর্গত। মনের ফ্রেমে বাঁধানো আছে, শৈশব-কৈশোরে দেখা দেশের ছবি। খুলনাকে ঘিরে রেখেছে 'ভৈরব নদ'। আর রূপসী 'রূপসা' নদী। ছোট, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, সবুজে সাজানো যেন এক রঙিন ছবি। সেই ছবির দেশ জানি না এখন কেমন আছে।

কৈশোর তখনও তার নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করতে পারেনি। জ্ঞান-বুদ্ধি তখনও শীতের কুয়াশার মতো আচ্ছন্ন, চাদর মুড়ি দিয়ে ঢাকা। কখনও কখনও রোদ্দুরের আঁচ অনুভব করতে পারছি। কৈশোর ছাড়িয়ে তারুণ্যের দিকে হাত বাড়ানোর সন্ধিক্ষণে বুঝতে পারলাম, দেশ অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে। মহাত্মাজীর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশের চোখে ধুলো দিয়ে স্বাধীনতার উদগ্র কামনায় দেশান্তরী হয়েছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ লোকান্তরিত হয়েছেন। সারা দেশ দুঃখে-শোকে মুহ্যমান। সুভাষচন্দ্রের জন্যে চিন্তান্বিত। কৈশোরের অবুঝ-মন দিয়ে সব কিছু বোঝার চেষ্টা করছি। কিছু বুঝতে পারছি না। তবুও ছোট বয়সে মনে হল, কিছু একটা অঘটন ঘটতে চলেছে।

এ-জীবনে কত কি দেখলাম। স্বাধীনতা আন্দোলন, বিশ্বযুদ্ধ, ৪৩-এর মন্বন্তর, দেশ বিভাগের জন্য ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা, দেশ বিভাগ। দেখতে দেখতে কৈশোর পেরিয়ে তারুণ্যের ছায়া মাড়িয়ে, যৌবনের দোর-গোড়ায় এসে পৌঁছেছি। খুলনা-যশোর, পাকিস্তান-আনসার বাহিনীর দানবীয় ধ্বনিতে আমরা ভয়ে কম্পমান। বাড়ি-ঘর, সহায় সম্বল ছেড়ে, জন্মভূমিকে শেষবারের মতো প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিলাম।

'নতুন ইহুদী' হয়ে গেলাম যাকে বলে 'বাস্তুহারা'। সভ্য ভাষায় 'রিফিউজি'। সময় দাঁড়িয়ে থাকে না। সময়ের হাত ধরে যৌবনে পৌঁছে গেছি। দুঃসহ যৌবন, দুর্বিষহ জীবন। জীবনের আর এক নাম 'সংগ্রাম'। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে লড়াই শুরু হয়ে গেল। এখানে-ওখানে-সেখানে লড়াই করতে করতে যুদ্ধক্ষেত্রে শেষ হল দক্ষিণ টালিগঞ্জের বাঁশদ্রোণীতে।

বাঁশদ্রোণীতে একটা ছোট-খাটো স্কুলে, যৎসামান্য দক্ষিণার একটা চাকরি পেলাম। আর, খুঁজে পেলাম এক নতুন জগৎ। চিত্রতারকাদের উপনিবেশ। এখানে তখন বসবাস করছেন, ছবি বিশ্বাস, কানন দেবী, মঞ্জু দে, অভী ভট্টাচার্য, মীরা মিশ্র, প্রণতি ঘোষ, ছায়া দেবী, বসন্ত চৌধূরী প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ এবং গানের জগতের 'বড়দি' সুপ্রভা সরকার ও শিল্পী-দম্পতি অপরেশ-বাঁশরী লাহিড়ী।

আমার অগ্রজা শিবানী চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে আশ্রয় পেলাম। দিদির পাশের বাড়িতে অপরেশ-বাঁশরী থাকতেন। প্রতিবেশী সূত্রে প্রথমে আলাপ-পরিচয়, পরে ঘনিষ্ঠতা। ঘনিষ্ঠতার থেকেই 'দাদা-ভাই'এর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল প্রায় সমস্ত শিল্পী-তারকাদের সঙ্গে। বিশেষ করে, ছবি বিশ্বাস ও অভি ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার অগ্রজা শিবানী চট্টোপাধ্যায় লেখা-লেখি করতো। প্রাবন্ধিক ও চিত্র-গ্রাহিকা হিসাবেও খ্যাত-নামী ছিল। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। দিদির দেখাদেখি আমিও লেখালেখি শুরু করি। দিদিই আমার অনুপ্রেরণাদাত্রী। তাঁরই নির্দেশে আনন্দবাজার, যুগান্তর, দৈনিক বসুমতী প্রভৃতি পত্রিকার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাই। এই সব পত্রিকা ছাড়া অন্যান্য সাময়িকীতে নিজের নাম প্রকাশিত হতে দেখে আনন্দ উপভোগ করেছি। যৎসামান্য পারিশ্রমিকও ভাগ্যে জুটেছে। ইচ্ছা ছিল, আরও অগ্রসর হ'ব। কিন্তু, তা আর হল না। হ'ল না অপরেশদার জন্য।

স্কুল মাস্টারী করছি, সঙ্গে এ-বেলা ও-বেলা টিউশানী। না করলে, পেট চল্‌বে কি করে? মা-ভাইদের বাঁচিয়ে রাখব কি করে? তবু, এরই মধ্যে অবসর পেলে, অপরেশদার গানের আসরে গিয়ে বসতাম। গান শুনতে ভাল লাগতো। কতজনকে ওই বাড়িতে আসা-যাওয়া করতে দেখেছি। উত্তমকুমারকে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করতে দেখেছি। উত্তমকুমার তখন সবেমাত্র তাঁর পিতৃদত্ত নাম পরিত্যাগ করেছেন। অরুণকুমার থেকে হয়েছেন 'উত্তমকুমার'। দেখেছি আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রপরিচালক মৃণাল সেন-কে। তিনি অপরেশদার বাড়িতে বসে চিত্রনাট্য লিখছেন অপরেশদার নতুন ছবির জন্য। স্মৃতি এখন নিয়ন্ত্রণে নেই, তবুও সম্ভবত ছবিটার নাম ছিল—'জনতার আদালত'। দেখা পেয়েছি, কিংবদন্তি পুরুষ

পন্ডিত কাম্‌তাপ্রসাদজির। গান শুনে, লোক দেখে বেশ সময় কাটছিল। কিন্তু, বাদ সাধলেন অপরেশদা।

স্কুলের চতুর্থ পিরিয়ড শেষ হতে আর কিছুক্ষণ বাকি। অপরেশদার ভগ্নদূত এসে খবর দিল—'দাদা, দেখা করতে বলেছেন, এখুনি।' স্কুলের অপর ফুটপাতে অপরেশদার বাড়ি। টিফিনের ছুটিতে ছুটলাম অপরেশদার বাড়ি। গিয়ে জানতে চাইলাম, 'কিসের জন্য জরুরী তলব?'

অপরেশদার বাইরের ঘর। ঘর-ভর্তি লোক। সবই অচেনা মুখ। অপরেশদা আমাকে বসতে বললেন। তার পর যথাবিহিত নিয়ম-মাফিক সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। পরিচিত হলাম নাট্যকার সলিল সেন, চিত্রাভিনেতা নেপাল নাগ, চিত্রাভিনেত্রী বাণী গাঙ্গুলি প্রমুখের সঙ্গে। কালক্ষেপ না করে অপরেশদা বলতে শুরু করলেন, আর.এস.পি. অর্থাৎ বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের সাংস্কৃতিক সংগঠন 'ক্রান্তি-শিল্পী-সংঘের' সদস্য এরা। বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের পাঁচদিন ব্যাপী সম্মেলন হবে, পার্ক সার্কাস ময়দানে। আমাকে ও বাঁশরীকে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে প্রতিদিন অনুষ্ঠানের শুরুতে গান গাইতে হবে। তুমি একটা 'উদ্বোধনী সংগীত' লিখে দাও। অপরেশদা হুকুম করে থামলেন। এটা পাঁচের দশকের প্রথম দিকের কথা। অপরেশদা থামলেন, কিন্তু আমার বুকের ভিতর 'হাতুড়ি' পেটার শব্দ শুরু হয়ে গেল। সেতারের ছেঁড়া-তাবের মতো গুটিয়ে গেলাম। ভাবছি, অপরেশদার একি ব্যবহার? একঘর লোকের সামনে আমাকে ডেকে এনে, এমনভাবে অপদস্থ করা! তিনি ভাল করেই জানেন, আমি গান লিখিনি কোনোদিন, লিখতেও জানি না। পরিস্থিতির হাত থেকে রক্ষা পেতে আমি বিনীতভাবে বললাম—'গান লিখতে আমি জানি না'। তা-ছাড়া, আর.এস. পি'র আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কি বক্তব্য তাঁদের তাও আমার অজানা। মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সলিল সেন বললেন, দুঃসহ, অসহায়, নিপীড়িত মানুষদের কথা লিখুন। তাদের জীবন-যন্ত্রণার কথা লিখুন। লিখুন হ্যাভস আর হ্যাভ নট্‌সদের কথা নিয়ে। আপনিও তো তাদেরই একজন। সলিল সেনের রাজনৈতিক ইনজেকশন-এ কাজ হল। সমস্ত শরীর জ্বলে উঠ্‌ল। চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু। দেশ হারানোর ব্যথা মনের ভিতর মোচড় দিয়ে উঠল। অপরেশদা বললেন—'তুমি কবিতাই লেখ। তাতে আমি সুর দেব।'

যন্ত্রণা বুকে নিয়ে স্কুলে ফিরলাম। স্কুল থেকে বাড়িতে। টিউশনি করতে গেলাম না। ছটফট করছি। ভাবছি, এই কি সেই স্বাধীনতা? যে স্বাধীনতার জন্য 'মুক্তির মন্দির সোপানতলে/কত প্রাণ হ'ল বলিদান'। মোহিনী চৌধুরীর লেখা গান মনেব যন্ত্রণাকে আরও উস্কে দিল। সেই রাতেই একটা কিছু লিখে ফেললাম। হয়তো বা সেটা গান,

কবিতা বা পদ্যও হতে পারে। যাই হোক্, অপরেশদা সুর সংযোগ করে সদলবলে পার্ক সার্কাস ময়দানে পরিবেশন করলেন। সেই থেকে শুরু। গানের জগতে প্রবেশের প্রথম ধাপ।

একটা কুঁড়েঘর বানাতে গেলে চারটে খুঁটির দরকার হয়। দালান বাড়ি বানাতে গেলেও চারটে থামের দরকার হয়। আমার গানের কুঁড়েঘরের চারটে খুঁটি—অপরেশ লাহিড়ী, ভি.বালসারা, ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যারের প্রাণ-প্রতিমা শ্রীমতী রুমা গুহঠাকুরতা ও জগৎবিখ্যাত গায়ক কিশোরকুমার। এঁদের সহানুভূতি ও সহায়তা, আশ্রয় ও প্রশ্রয় না পেলে আজ আমি যেখানে এসে পৌঁছেছি, সেখানে কখনও পৌঁছতে পারতাম না। এঁদের কাছে আমার ঋণের শেষ নেই। অপরিশোধ্য ঋণ। অপ্রকাশিত থাক্ কৃতজ্ঞতার ভাষা।

অপরেশদার দৌলতে গান লেখার নেশা আমাকে ধরে বসল। কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের সস্নেহ আহবানে 'আকাশবাণী' কলকাতার তালিকাভুক্ত গীতিকার হয়ে গেলাম। 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' রেকর্ড কোম্পানি থেকে গানের রেকর্ড প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। বন্ধুবর অনল চট্টোপাধ্যায়ের সুরে, সনৎ সিংহের গাওয়া গান 'সরস্বতী বিদ্যেবতী' বাণিজ্যিক ভাষায় 'সুপার-সুপার হিট' করল। 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস'এর কর্ণধারদের নজরে পড়ে গেলাম। আগে করুণার পাত্র ছিলাম। শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের সুরে শ্রীমতী ইলা বসুর কন্ঠদানে সমৃদ্ধ 'কত রাজপথ জনপথ ঘুরেছি' গানের সুপ্রচারিত রেকর্ড আমাকে গানের জগতের আরও কাছে টেনে আনল। তবুও আমি হোল টাইমার হয়ে উঠতে পারিনি। পার্ট টাইম কাজ করে যতদূর এগিয়ে যাওয়া যায়, ততদূব পর্যন্ত এগিয়েছি। বিচিত্র এই সংগীত জগৎ। বাইরে থেকে যত সুন্দর মনে হয়, ঠিক তা নয়। গোলাপ ফুল দেখতে সুন্দর কিন্তু তা'তে কাঁটা আছে, পোকা আছে। উদ্ভিত বিজ্ঞানীরা বলেন, 'গাঁদা ফুল' ফুল না। তাই তার কাটা নেই, পরাগের মধ্যে পোকাও নেই। আমি গানের জগতের 'গাঁদা ফুল'। তখন, সংগীত জগতে যাঁরা গীতিকার হিসাবে রাজত্ব করছেন, তাঁরা সবাই 'বিত্তবান', খাওয়া-পরার চিন্তা নেই। গায়ক-সুরকারদের বশ করার সব রকম মন্ত্র জানা আছে। আমার কিছুই নেই। আমি নিধিরাম সর্দার।

রবীন্দ্রনাথের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলছি তাঁর মত 'আমার মাথা নত করে দাও .....' আমি বলতে পারিনি। ক্যানভাসের মতো গানের খাতা বগলদাবা করে নিয়ে সুরকার বা গায়কদের বাড়ির দরজায় দরজায় ঘুরতে পারিনি। আত্মসম্মান বোধে দিন-রাত্রি ছোটাছুটি করতে পারিনি, হত্যে দিয়ে পড়ে থাকতে পারিনি। মাথা নত করতে পারিনি। তাই, আমাকে বিলম্বিত লয়ে চলতে হয়েছে।

বোম্বাই থেকে এক ভদ্রলোক এসেছেন কলকাতায়। ছোট্ট-খাটো, সুন্দর দেখতে। জাতিতে পার্শী। নাম ভি.বালসারা। সঙ্গে এনেছেন একটা বাদ্যযন্ত্র - 'ইউনিভকস্'। তারই আওয়াজে কলকাতার সুরের জগৎ মাতোয়ারা। সমস্ত সুরকারের সংগীত রচনায় সেই বাদ্যযন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী ব্যবহার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। ভি.বালসারা তখন বাদ্যযন্ত্রী হিসাবে প্রখ্যাত হয়ে পড়লেন। অপরেশদা এইচ.এম.ভি. ছেড়ে 'মেগাফোন রেকর্ড' কোম্পানিতে যোগ দিয়েছেন। পুজোর গান করতে হবে। ডাক পড়ল আমার- গান লেখার জন্য। গান লিখলাম। অপরেশদা বললেন, ভি.বালসারাকে দিয়ে এসো। তিনি সুর করবেন। আমি আকাশ থেকে পড়লাম। সে কি? তিনি ভাল বাংলা জানেন না! অপরেশদা বললেন 'যাও গান দুটো দিয়ে এসো'। উনিই সুর করবেন। আমি বললাম, 'যথা আজ্ঞা'। তারপরের ঘটনা সবই ইতিহাস। ইতিহাস হয়ে আছে সেই গানের কথা : 'লাইন লাগাও, লাইন লাগাও'। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত 'হাসপাতাল থেকে শ্মশানঘাট' পর্যন্ত সর্বত্র লাইন লাগাতে হবে। আমার লেখায় সুর দিয়ে ভি.বালসারার বাদ্যযন্ত্রী থেকে সুরকার হিসাবে উত্তরণ, পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠা। এরপর ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যারের' সব বিখ্যাত বিখ্যাত গানের সুর সংযোজনা করেছেন তিনি। ফিল্মেও একসঙ্গে কাজ করেছি।

মানুষের সামনে আমাকে প্রতিবাদী ও প্রগতিশীল গীতিকার হিসাবে তুলে ধরবার কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন একমাত্র শ্রীমতী রুমা গুহঠাকুরতা, ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যারের অধিনায়িকা। দেশে-বিদেশে, শহরে-হাটে-মাঠে-ঘাটে যেখানেই তিনি অনুষ্ঠান করতে গেছেন, সেখানেই তিনি এই নগণ্য গীতিকারের নাম উচ্চারণ করেছেন। পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন মানুষের সঙ্গে। রুমাদি-র কারণেই অমিতকুমারের সঙ্গে পরিচয়। এবং পরিচয়ের সূত্রে তার জন্য, বহুবছর ধরে পুজোর গান লেখা। আর সেই সূত্র ধরেই কিশোরকুমারের সান্নিধ্যে আসা, স্পর্শ পাওয়া।

সাত সাগরের সীমানায় বন্দী এই ভূ-মণ্ডল। আমি আর একটা সাগরের সন্ধান পেয়েছিলাম। বিয়াল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতির মধ্যে সেই সাগর। সেই সাগর কখনো বিরহের, কখনো বেদনার, কখনো আনন্দের, কখনো উচ্ছলতার। আরব সাগরের তীরে সেই সাগরের অবস্থিতি। হ্যাঁ, কিশোর কুমারের কথা বলছি। সুরের সাগর কিশোর কুমার। সব সাগর বারবার, কিশোর কুমার একবার। সমস্ত সাগরের জল লোনা, কিন্তু, এই সাগরের জল মিষ্টি। যে-যাই বলুক, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ভিন্ন। রুমাদি ও অমিতের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। কেননা, এই সাগরতীর্থে তাঁরা আমাকে পৌঁছে দিয়েছেন। এতদিন পরে, এমন কি আজীবন মনে থাকবে প্রথম দিনের সেই অভ্যর্থনার বাণী : "Well Come to Kishore Kumar, Well come to

Bombay" কিশোরকুমারের সুমধুর কণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল দূরভাষে। আমি তখন আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট হোটেলে এসে সবেমাত্র পৌঁছেছি।

আমার লেখা গানের বই কোনওদিন সংকলন আকারে জনগণের হাতে গিয়ে পৌঁছবে তা, কল্পনা করতে পারিনি। ভাবতে পারিনি। সেই অসম্ভবও সম্ভব করে তুলেছে আমার মেজ-ভাগ্নে, স্নেহের শ্রীমান পার্থ চট্টোপাধ্যায়, এম.এল.এ. (বেহালা)। আমার বই-এর প্রকাশের ব্যবস্থা সে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। তারই প্রচেষ্টায় বিশিষ্ট পুস্তক প্রকাশক, দে'জ পাবলিশিং-এর প্রীতিভাজন সুধাংশুশেখর দে সাগ্রহে এগিয়ে এসেছেন আমার 'গানের বই' প্রকাশের দায়িত্ব নিতে। অনুজপ্রতিম সুধাংশুর জন্য, আমার শুভকামনা ও সস্নেহ ভালবাসা ছাড়া আর কিছু নেই। তার শ্রীবৃদ্ধি হোক।

আমার একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যারের সব্যসাচী কল্যাণ রায়চৌধুরী, সর্বক্ষণের সাথী আমার হারিয়ে-যাওয়া গানগুলোকে সংগ্রহ করতে সাহায্য করে, বিভিন্নভাবে উপদেশ দিয়ে উপকার করেছে। তবুও আরো অসংখ্য গান অন্ধকারেই থেকে গেল—উদ্ধার করতে পারলাম না। ক্ষমা প্রার্থনীয়।

আমার গানের গুণমুগ্ধ শ্রোতা, পাঠকদের হাতে এই সংকলন তুলে দিলাম। তাঁদের যদি ভাল লাগে তবে, শ্রম সার্থক মনে করব।

শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

'মনে রেখ, লিখে রেখ, এই নাম'

শীতের অলস দুপুর। টিফিনের পর ক্লাস সবেমাত্র শুরু হয়েছে। হঠাৎ ছেলেটির ডাক পড়ল প্রিন্সিপালের কাছে। ছেলেটির পা পাথর, হাঁটু কাঁপছে, জিভে মরুভূমি, মাঘের শীতের কপালে ঘাম। দরজা ঠেলে বিরাট হল ঘরে ছেলেটি ঢুকল, একটা বড় টেবিলের ওপাশে প্রিন্সিপাল বসে, পাশে মাথা নীচু করে বাংলার মাস্টার। প্রিন্সিপালের চোখ দুটো বুলেটের মতো জ্বলছে। ছেলেটির চোখ মাটির দিকে। হলঘরটা গম্‌গম্‌ করে উঠল, 'পরীক্ষায় অঙ্কে কত পেয়েছো?' ছেলেটির সব শব্দ পথহারা। ক্ষণিক নিঃস্তব্ধতা। দেওয়াল ঘড়িটা কিন্তু কথা বলেই চলেছে। বাংলার মাস্টার মশাই একবার মাথা তুলে ছেলেটির দিকে তাকাল। এই চোখের ভাষা কতদিন ছেলেটি পড়েছে। বুকের মধ্যে একটা দমকা হাওয়া শব্দকে ভাসিয়ে দিয়ে বলে উঠলো, '৪২'। 'কবিতা লেখো?' ছেলেটি মনে করতে পারলো না, তার এই গোপনে বদ অভ্যাসের কথা বাইরে এলো কী ভাবে। প্রিন্সিপাল বলে উঠলেন, আনন্দবাজার থেকে তোমার চিঠি এসেছে। আনন্দমেলায় কবিতা লিখে তুমি প্রথম হয়েছো। বলেই বেল বাজিয়ে বড়বাবুকে ডাক পাঠালেন। বললেন, 'একে নিয়ে গাড়ি করে আনন্দবাজারে নিয়ে যাবেন'। ছেলেটি দুজনকে নমস্কার করল। প্রিন্সিপাল মাথায় হাত রেখে বললেন, 'অঙ্কে খারাপ করলে স্কুল থেকে বার করে দেবো'।

ছেলেটির সাথে আনন্দমেলার পরিচালক মৌমাছির সাথে সম্পর্কের সেতু বেঁধে গেলো। যতদিন বিমল ঘোষ বেঁচে ছিলেন, ছেলেটি সাহিত্যের মধু পান করতে নিজেই মৌমাছি হয়ে গুনগুন করে ছুটে গেছিল। ছেলেটি আমাদের শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ছেলেটি ওই বয়সেই লিখেছিল—

"অনেক দূরে যাচ্ছি চলে আজি
তোমায় ছেড়ে মাগো
মন ভুলানো কত কি যে দেখি
তোমায় আমি ভুলতে পারি নাগো"

বাংলাদেশের খুলনায় ২৭.১২.১৯৩২ সালে শিবদাসের জন্ম। বাবা পুলিশের দুঁদে অফিসার শচীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মা পি.সি.রায়-এর মেয়ে স্বদেশি

আন্দোলনের একজন রাধারানী দেবী। ৪০ দশকের ঝোড়ো সময়ে শিবদাস বেড়ে উঠেছিল। ডানা ভাঙা স্বাধীনতা, দেশভাগ, দেশের সীমান্তে কাঁটাতার, রাতের অন্ধকারে সব খুইয়ে রিফিউজি উপাধি নিয়ে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার আস্তানা গেড়েছিল বাঁশদ্রোণীতে। আশুতোষ কলেজে স্নাতক, পরে খানপুর স্কুলে শিক্ষকতা, এরই মধ্যে লেখালেখির জগতে বিচরণ। আনন্দবাজারের রবিবাসরীয়তে, দেশ পত্রিকায়, বসুমতী পত্রিকায় লেখা বেরুতে শুরু হয়েছে। প্রবন্ধ, রম্যরচনা, কবিতা....। এই লেখার অনুপ্রেরণার পেছনে দিদি শিবানী চট্টোপাধ্যায়। যিনি চিত্র সাংবাদিকতা করেছেন দাপটের সাথে। শিশির বসুর সম্পাদকের অধীনে নিয়মিত লিখেছেন। রবি ঠাকুরের গভীর অনুরাগিনী চিত্রা দেবী বুক দিয়ে আগলে রেখে, পাশে সাহস জুগিয়ে, জীবনের চড়াই-উতরাই সব পথে সহযাত্রী হয়ে আজও শিবদাসকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। শিবদাস সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মেতেছেন। আজও জীবনের সায়াহ্ন এসে মা, আর দিদির কথা বলতে গেলে শিবদাস বৃষ্টিতে ভেজেন।

ষাটের দশকে বাংলার রাজনীতির পরিবেশ তখন উত্তাল। মানুষের অধিকার যেখানেই খর্ব হয়েছে, শিবদাস সেখানেই প্রতিবাদে, প্রতিরোধে, শামিল। খাদ্য আন্দোলনে পুলিশের লাঠির বাড়ি খাওয়া, ট্রাম আন্দোলনে জেলখাটা, এসবই স্বেচ্ছায় সে বরণ করে নিয়েছিল। হয়ত তার শিল্পীসত্ত্বার রসায়নের পেছনে ৪০-৭০ দশকের বিদেশ ও সারা পৃথিবীর রাজনীতি, অর্থনীতির পালাবদলের অনেকটা ভূমিকা আছে। ৫০ দশকের প্রথমদিকে একদিন ক্লাসে বড় ব্ল্যাকবোর্ডে চক্ নিয়ে যখন শিবদাস পড়ুয়াদের সাথে ব্যস্ত, তখন অপরেশ লাহিড়ী খবর পাঠালেন তাঁর সাথে দেখা করার জন্য।

টিফিনে শিবদাস স্কুল লাগোয়া অপরেশদার বাড়িতে দেখা করলেন। অপরেশ লাহিড়ীর আদেশে আর.এস.পি-র পাঁচদিনের সম্মেলনে, তাদের সাংস্কৃতিক সংগঠন 'ক্রান্তি শিল্পী সংঘ' যে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করবে পার্ক সার্কাস ময়দানে, তার জন্য গান লেখার দায়িত্ব শিবদাস কে নিতে হবে। গানের বিষয় 'হ্যাভ আর হ্যাভ নটস্‌দের' নিয়ে। শিবদাস লিখলেন, 'এই কি পৃথিবী সেই / যেথায় আশার আলো শুধু ছলনা করে / চোখের তারায় যে আশা কেঁদে মরে / পৃথিবীর বুকে তবু কি মমতা নেই?' কে জানত বাংলা গানকে ঋদ্ধ করতে নিঃশব্দে এক কারিগর বাংলা গানের অঙ্গনে পা রাখল।

দমদম মতিঝিলে এক সাহিত্য সভায় কবিতা পড়তে গেছেন শিবদাস। সাহিত্য সভায় সভাপতি কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র। সভা শেষে ট্যাক্সি করে ফেরার পথে প্রেমেন্দ্র মিত্র বললেন, 'তুমি গান লেখো না কেন?' কদিন পরে প্রেমেন্দ্র মিত্র নিজেই

শিবদাসকে বুকে তুলে আকাশবাণীতে নিয়ে গিয়ে আকাশবাণীর গান তালিকাভুক্ত গীতিকার করে দিলেন। এইচ.এম.ভি-তে অনল চট্টোপাধ্যায়ের সুরে সনৎ সিংহের কণ্ঠে 'সরস্বতী বিদ্যাপতি, তোমায় দিলাম খোলা চিঠি' জনপ্রিয় হয়ে উঠল। ইলা বোসের কণ্ঠে 'কত রাজপথ, জনপথ ঘুরেছি'। ইলা চক্রবর্তী, বানী ঘোষাল ও জপমালা ঘোষের ছড়ার গান শিবদাস লিখেই চলেছেন। অপরেশ লাহিড়ী এইচ.এম.ভি. ছেড়ে মেগাফোনে যোগদান করলেন। এই সময় ফর্সা ছোটখাটো এক পার্সি যুবক ইউনিভকস নামক এক নতুন বাদ্যযন্ত্র নিয়ে সুরের মূর্ছনায় সবাইকে মোহিত করে তুলেছেন। মেগাফোন থেকে পুজোর গানে এই তরুণ পার্সি যন্ত্রী বন্ধুকে সুরকারের দায়িত্ব দেওয়া হল। মহান সুরকার সংগীত আয়োজক ভি.বালসারার সুর, শিবদাসের কথা, অপরেশ লাহিড়ীর কণ্ঠ সব মিলিয়ে পুজোর গান সুপার হিট। খাদ্য আন্দোলনের সময় খাদ্য বস্ত্র সব কিছুতেই দীর্ঘ লাইন। স্বাধীন রাষ্ট্রের মানুষের এই অবমাননা দেখে শিবদাস লিখলেন, 'যেখানে যাও লাইন লাগাও, লাইন লাগাও ....' স্বদেশের সংকট দেখে লিখলেন—'আমি জন্মে মুখে কান্না নিলাম / তোমার কোলে এসে / দুচোখ ভরে অশ্রু নিলাম / তোমায় ভালবেসে'। গানটি শুনে শিবদাসের মায়েব দুচোখে জল। তার খোকন কে ভাল করে মানুষ করতে পারি নি বলে, তার খোকন এই গান লিখছে। শিবদাস যতই বোঝায় যে, 'মা এ আমার খুলনা - আমার জন্মভূমির গান'। দুই মা মিলে মিশে এক নদী, এক সুর এক ভাষা হয়ে ওঠে।

শিবদাসের বাড়ির চারপাশে চাঁদের হাট। সিনেমা জগতের সব দিকপালেরা রাধা ফিল্মস, ইন্দ্রপুরী, ইস্টইন্ডিয়া, ইন্দ্রলোক ও হাতি মার্কা প্রখ্যাত নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও পাশে নিরালা নিস্তব্ধ অঞ্চল হিসেবে বাঁশদ্রোণীকেই বেছে নিয়েছিলেন। কাননদেবী, ছায়াদেবী, মঞ্জু দে, ছবি বিশ্বাস, দেবী মুখার্জী, বসন্ত চৌধুরী প্রমুখ শিল্পী থাকতেন। থাকতেন গানের জগতের বড়দি সুপ্রভা সরকার। বাংলা ফিল্মে শিবদাস গান লিখবে তার ভীষণ ইচ্ছে। কিন্তু নিজের জন্য বলার ইচ্ছে তাঁর কোনওদিন ছিল না। সেই ইচ্ছে পূরণ করলেন অভি ভট্টাচার্য। প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের 'মা' ও 'মমতা' বইতে গান লিখলেন শিবদাস। মমতা বইতে অভিনয় করেছিলেন বলরাজ সাহানী ও অরুন্ধতী দেবী। প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের মতো একজন ঋদ্ধ ব্যক্তিত্বের খুবই স্নেহের ছিলেন শিবদাস। আদর করে তিনি শিবদাসকে 'মাকড়া' বলে ডাকতেন। তিনিই স্টুডিও এভারেস্টে নিয়ে গিয়ে অসিত সেনের পরিচালনায় প্রথম বই চলাচলের গান লেখার জন্য শিবদাসকে দায়িত্ব দেন। ১৯৬০ সালে নির্মল কুমার, অরুন্ধতী দেবী ও অসিতবরণ অভিনীত সাহিত্য 'চলাচল' মুক্তি পায়। চারমূর্তি ছবিতে শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা, অজয় দাসের সুরে, মান্না দে-র ওজস্বী কণ্ঠে গাওয়া 'ভারত

আমার ভারতবর্ষ' আজকেও অমলিন হয়ে আমাদের স্মৃতিতে প্রাজ্জ্বল। বাংলা সংগীতের অঙ্গনে আজও শিবদাস নীরবে আল্পনা এঁকে যাচ্ছেন।

পুত্রের গান লিখতে গিয়ে পিতার অকৃত্রিম বন্ধু হয়ে উঠলেন শিবদাস। বম্বেতে উড়িয়ে নিয়ে গেলেন শিবদাসকে। পারিবারিক সুখ-দুঃখের বন্ধুত্ব ছাপিয়ে সৃষ্টির সহযাত্রী হয়ে উঠলেন শিবদাস। যিনি আমাদের বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক- সেই কিশোরকুমার শিবদাসকে সৃজনে টেনে নিলেন। সালটা ১৯৮৩। 'জীবন কত মধুর', 'সেই রাতে রাত ছিল পূর্ণিমা', 'আমি দুঃকে সুখ ভেবে সইতে পারি' -এই সব অসাধারণ গানের শব্দ গাঁথলেন শিবদাস। তাঁর রচনায়।

'রাখাল চন্দ্র মাতাল' গীতি আলেখ্যে কিশোরকুমার একাই গান ও অভিনয় করেছেন। ৭৫ বছরের শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আজও বলেন, 'আমার সংগীত জীবন বৃথা হয়ে যেত যদি কিশোরজির সাথে আলাপ না হত'। এই টুকরো টুকরো স্মৃতি নিয়ে আজও তিনি বেঁচে আছেন। তাঁর নোনা ধরা বুক চাপা ঘরের দেওয়ালে একই ফ্রেমে বাঁধানো কিশোরকুমার ও তাঁর হাসির দ্যুতি আজকেও ঘরটাতে তারা ঝিলমিল করে তোলে।

ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যারের অধিকাংশ গণসংগীত, শিবদাস বন্দোপাধ্যায় লিখেছেন। ওয়াই.এস.মুলকি'র সুরে 'ভারতবর্ষ সূর্যের এক নাম' গানটি স্বদেশ পর্যায়ের গানের মর্যাদা পেয়েছে। জীবনের গভীর মূল্যবোধ থেকে লিখলেন 'মানুষ মানুষের জন্য', 'হে দোলা', 'আমি এক যাযাবর', 'বিস্তীর্ণ দুপারে', 'মোর গাঁয়ের সীমানায়', 'গঙ্গা আমার মা / পদ্মা আমার মা', 'আজ জীবন খুজে পাবি', 'সবার হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ', ইথিওপিয়ার খরা কে মনে রেখে 'কৃষ্ণকায়া আফ্রিকা মোর', পল্ রবসনের গানের অনুবাদ- 'মোরা যাত্রী এক তরণী' প্রভৃতি অসংখ্য গানের শব্দ তিনি নীরবে সৃষ্টি করে চলেছেন।

লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া 'ভালো করে তুমি চেয়ে দেখ / দ্যাখো তো চিনতে পারো কিনা', সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে নচিকেতা ঘোষের সুরে 'মায়াবতী মেঘে এল তন্দ্রা', মৃণাল চক্রবর্তীর কণ্ঠে 'একদিন চলে যাব / অন্যপথে', নির্মলা মিশ্রের কণ্ঠে 'যাওয়ার আগে যাব না আমি / তোমাকে না বলে', মাধুরী চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'আনন্দ আজ ধরে না আর', বনশ্রী সেনগুপ্ত'র কণ্ঠে 'মনে রেখ, লিখে রেখ এই নাম', দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের 'তারা ঝিলমিল ঐ নীল আকাশে', হৈমন্তী শুক্লার কণ্ঠে 'এই তো এলে এখন প্রিয় / যাওয়ার কথা বলো না'। এতো গান তার দীর্ঘ তালিকা দিলে আপনারা বিস্মিত হবেন। বেতারে শিবদাসের অনেক নাটক সম্প্রচারিত হয়েছে। তাছাড়া মঞ্চে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের নাটকও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এই বিশ্বায়নের

পৃথিবীতে মিডিয়ার ফোকাস থেকে অনেক দূরে এমনি একজন মহান শিল্পী অনাদরে পরে আছেন। এ আমাদের লজ্জা। আমাদের কাঁধের উপর জিজ্ঞাসা।

ডিরোজিও লণ্ঠন হাতে রাতের অন্ধকারে মানুষ খুঁজতে বেরোতেন। এই মানুষ খোঁজার সন্ধানে বেরিয়ে আমরা থমকে দাঁড়িয়েছি, বাঁশদ্রোণীর মধ্যপাড়ায়। যে মানুষ মাথা তুলে সূর্যোদয় দেখে, সে মাটিতে কখনো মাথা নামিয়ে নিয়ে আসবে না। শত প্রলোভনকে সে উপেক্ষা করতে পারে। মানুষটার ভেতর তাঁর দিদি চেতনার ময়ূরপঙ্খী। হৃদযন্ত্রে অস্ত্রোপচার হয়ে মানুষটা আজ খানিকটা থমকে দাঁড়িয়েছে। চোখের দৃষ্টি অস্পষ্ট। একটা বড়ো ম্যাগ্‌নিফ্লাইং কাচ দিয়ে ডাক্তারের বড় প্রেস্‌ক্রিপশন থেকে ওষুধের তালিকা, ওষুধের পরিমাণ সে মিলিয়ে নেয়। কলম তখনও যুদ্ধক্ষেত্র। একটা কাঠের চৌকিতে বসে স্মৃতি রোমন্থনে যখন চলে যান, তখন তাঁর মুখের উপর কত রঙের আঁকিবুকি দেখলেন রামধনুও লজ্জা পাবে।

শিবদাসবাবুর বাইরের বজ্রকঠিন ব্যক্তিত্বের ও ভেতরের শিশুর মতন সারল্যের যুগলবন্দী আমরা দারুণভাবে উপভোগ করি। শিবদাসের এত বর্ণময় সঙ্গীত জীবন, এই কম পরিসরে তুলে ধরা অসম্ভব। তবু টুকরো টুকরো ঘটনা দিয়ে মালা গাঁথার চেষ্টা। আমরা শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘ সঙ্গীত জীবন আশা করি। আসুন সবাই মিলে এই মহান গীতিকার কে মাথা নীচু করে সম্মান জানাই। আসলে এই সম্মান জানানো বাংলা গানকে—যার মধ্যে কবি কবি ভুবন দেখতে চেয়েছিলেন।

কৌশিক সেনগুপ্ত

আমার জীবনই আমার গান
শব্দে সাজানো
ছন্দে বাজানো
দুঃখ-সুখের গীত-বিতান।।

আমার এ-গান কবিতা নয়
আমার এ-গান অশ্রু ঝরানো
ব্যর্থ-প্রাণের ছবি তা' হয়
কান্না-হাসির সুরের দোলায়
দোলাতে চেয়েছি হাজারো-প্রাণ।।

নয়তো এ'গান শুধুই সুরের খেয়া
আমার এ'গান জীবন-থেকে নে'য়া।।

আমার এ-গান বোশেখী-ঝড়
আমার এ-গান প্রতিবাদে ভরা
বঞ্চিতদের কণ্ঠস্বর
অচেনা অজানা অনামী ফুলের
বুক-ভরা-ব্যথা স্বরবিতান।।

আমি জন্মে' শুধু কান্না নিলাম
তোমার কোলে এসে
দু' চোখ ভ'রে অশ্রু নিলাম
তোমার ভালবেসে।।

তোমার আকাশ-বাতাস কান্না ঝরায়
ওগো জননী
চোখ মেলে চাইতে মন চলে না
কাঁটায়-ছাওয়া দেশে।।

ধানসিঁড়ি এই নদীর তীরে
আবার আসি ফিরে
আবার ভাসাই নতুন ক'রে
গাঙের জলে ভেলা
তোমার কোলে যাওয়া-আসা
চিরন্তনের খেলা।

শাপ্‌লা-শালুক বকুল ফোটার
নেই তো অবসর
ঝোড়ো-হাওয়ার মাঝে যখন
বাঁধতে হবে ঘর
চোখের জলে স্বপ্ন যে আজ
ব্যথায় গেল ভেসে।।

সুর : ভি. বালসারা
শিল্পী : অপরেশ লাহিড়ী
১৯৫৫

সামনে পিছে
ডাইনে বামে
চলতি বাসে
কিংবা ট্রামে
এখানে যাও
সেখানে যাও
লাইন লাগাও
লাইন লাগাও।।

হাট-বাজারে
পথে-ঘাটে
হাসপাতালে
খেলার মাঠে
ঘরের থেকে
পা বাড়িয়ে
দেখবে আছে
লোক দাঁড়িয়ে।
রেলের গাড়ির
টিকিট কাটে
বায়োস্কোপে
শ্মশানঘাটে
এ দিকে চাও
যে দিকে চাও
লাইন লাগাও
লাইন লাগাও।।

ছোট-বড়
আট বা আশি
মিষ্টি-মুখের
মুচ্‌কি হাসি
চল্‌বে না আর
চল্‌বে না আর
চল্‌বে না আর।

সব খানেতে
লাইন আছে
লাইন রাখার
আইন আছে
চল্‌তি পথে
সবার কাছে
আইন ভাঙার
'ফাইন' আছে
নিয়ম কানুন
নয়তো মিছে
আসলে পরে
সবার পিছে
পিছনে যাও
পিছনে যাও
পিছনে যাও।।

সুর : ভি. বালসারা
শিল্পী : অপরেশ লাহিড়ী
১৯৫৫
ভি. বালসারার জীবনের প্রথম সুর দেওয়া গান।

সিঁড়ি-ভাঙা-অঙ্কের মত এ-জীবনে
যোগ-গুণ-ভাগে পূর্ণ
ভাগ্যের সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামা যত করি
ভাগফল মিলবেই শূন্য।।

দু'য়ে দু'য়ে চার হ'লে
জীবনের ভাণ্ডারে তবুকিছু হ'ত সঞ্চয়
এ-যুগের ধারাপাতে
হিসাবের গরমিল সব কিছু করে নয়-ছয়
তাই, হিসাবের খাতাখুলে দেখি, কিছু জমা নেই
খরচেই সব পরিপূর্ণ।।

এই জীবনটা অঙ্কের ধাঁধা
ভাগ্যটা কারো তাই, যোগে, গুণে বড় হয়
কারও ভাই, বিয়োগেই বাঁধা।

সরলের মত এই
জীবনের জট্ গুলো যতখুশি তত ফিরে জড়াবেই
সংখ্যার নিয়মে
নামতার নেই মিল আছে, তবু যেন কিছু নেই
তাই, হিসাবের খাতা খুলে দেখি, কিছু জমা নেই
খরচেই সব পরিপূর্ণ।।

সুর : ভি. বালসারা
শিল্পী : অপরেশ লাহিড়ী
১৯৫৬

'টক্কা-টরে' 'টক্কা-টরে'
খবর এসেছে ঘর ভেঙেছে দারুণ ঝড়ে
তারের ভাষায়, সংকেত-'টরে-টক্কা-টরে'।।

খবর এসেছে থৈ-থৈ-থৈ দেশ বন্যা জলে
খবর দিয়েছে হাবু-ডুবু-লোক অতল তলে
খবর দিয়েছে পেরিয়ে শহর গ্রামান্তরে
তারের ভাষায়, সংকেত— 'টরে-টক্কা-টরে'।।

সাগর বেঁধেছে, দুরন্ত নদী দিয়েছে পাড়ি
'সাদা আর কালো' যুদ্ধের সাথে দিয়েছে আড়ি

মাটির মানুষ চাঁদ জয় করে তুচ্ছ নয়
তুচ্ছ হয়েছে হিমালয়, সে তো উচ্চ নয়
এ-যুগের জয় ইতিহাস হবে যুগান্তরে।।
তারের ভাষায়, সংকেতে— 'টরে-টক্কা-টরে'।।

সুর · ভি. বালসারা
শিল্পী : অপরেশ লাহিড়ী

এ-দুনিয়া চিড়িয়াখানা
রঙ-বেরঙের মানুষ নানা
'হ-য-ব-র-ল' এর দেশে
হাসবে হাসি? হাসতে মানা।।

ও ভাই, ঘূর্ণি চাকায় ঘুরছে মানুষ
কেউ বা বেশি, কেউ কিছু কম
কেউ বা খোঁজে চাল-চিনি-গম
এ-দেশ সে-দেশ বিদেশ জুড়ে
খুঁজছে কী যে? নেই তো জানা।।

আজব দেশের আজব ব্যাপার
ঘটছে কত পথে-ঘাটে
এই দুনিয়ায় কাটিয়ে যাব
আমরা দু'দিন হাসির হাটে।

ও ভাই, রকম-সকল হরেক রকম
উড়ছে মানুষ, ফানুস্, ঘুড়ি
কেউ পায়ে পায়ে পথ চল্‌ছে হেঁটে
মোটরে কেউ মারছে তুড়ি
মনের মানিক হারিয়ে মানুষ
হারায় পিছে দিচ্ছে হানা।।

সুর : ভি. বালসারা
শিল্পী : অপরেশ লাহিড়ী

এই জীবন্ত নাটকের নাট্যশালায়
কেউ হা-হা হি-হি হাসছে
এই ঘুরন্ত মঞ্চের অন্তরালে
চোখের জলে কেউ ভাসছে।।

রূপকথা নয় তবু রূপকথা মনে হয়
আছে কত কাহিনীর লজ্জা
কেউ রাজা 'হবু' আর কেউ 'গবু' মন্ত্রী
চক্‌মকি বাহারের সজ্জা
হাসি আর কান্নার হৈ-চৈ হল্লার
একটানা সুর ভেসে আসছে।।

এই কানামাছি জীবনের ভোজবাজী নাটকের
নায়ক আর নায়িকার গল্প
হায় চোখ বাঁধা রয় কারো চোখ থেকে অন্ধ
শোন, শোন তার কাহিনী অল্প।

কেউ 'আলাদীন' সেজে ভাই, যতটুকু মন চায়
সবটুকু তার খুঁজে পাচ্ছে
কেউ 'আলিবাবা' হয়ে ভাই, হিজিবিজি রাস্তায়
ঘুরপাক্‌ খেয়ে শুধু মরছে
এত ব্যথা পেয়ে মন তবু কেন অকারণ
মনকেই ফিরে ভালোবাসছে।।

সুর : ভি. বালসারা
শিল্পী : অপরেশ লাহিড়ী

আমি যদি কালো হলাম
কোকিল কেন হলাম না
তাহলে, মনের বলে মুহু মুহু কুহু কুহু ডাকতাম
আমি যদি কালো হলাম
কাজল কেন হলাম না
তাহলে, প্রিয়ার চোখের সোহাগ হয়ে
ভালোবাসায় থাকতাম।।

আমার সাধ জেগেছে কালো হতে
কৃষ্ণকলি ফুল
ভালোবাসায় কাছে পেতাম
ভ্রমর-কালো চুল
তাহলে, মনের মাঝে খুঁজে পেলে
হৃদয় ভরে রাখতাম।।

আমি যদি কালো হলাম
কেন যে হায় হলাম না
দূর আকাশের 'কালপুরুষে'র মত
তাহলে, মেঘের মেয়ে চুপি চুপি গান শোনাতো কত।।

আমার সাধ জেগেছে কালো হতে
কালিন্দীর ঐ জল
ভালোবাসায় কাছে পেতাম
অবুঝ মনের তল
তাহলে, শ্রীমতীর ঐ পরশ নিয়ে
স্বপ্ন চোখে আঁকতাম।।

সুর : ভি. বালসারা
শিল্পী : অপরেশ লাহিড়ী

এ-জীবনে যেন কয়েক পাতার
ছোট গল্পের মত
শুরুতেই শেষ হতে চায় অবিরত।।

এ-শুধু আমার একার ব্যথার কাহিনী
অঝোরে ঝরেছে দু'চোখে মেঘের বাহিনী
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় সজল বাতাস
ব্যথায় অশ্রু নত।।

ভুলের ভেলায় পাল তুলে আমি
পথহারা যাযাবর
হৃদয়ের তীরে ঢেউ তুলে মিছে
খুঁজিয়া মরেছি ঘর।

আমার জীবনে বেজেছে সুরের সোহিনী
সয়েছি আঘাত পাইনি ফুলের মোহিনী।
আলো চেয়ে শুধু পেয়েছি আলেয়া
ছলনা সয়েছি যত।।

বুঝিনি তো আগে ভালবেসে এত সুখ
এই বোধ হয় প্রথম বুঝলাম
কেন যে এমন উতলা হয় যে-বুক
এই বোধ হয়, প্রথম বুঝলাম।

বড় ভাল লাগে আকাশ-বাতাস-মাটি
বৃষ্টিতে ভেজা ছোট, সে দোপাটি
প্রেম এসে বুঝি জীবনে এমন হয়
এই বোধ হয়, প্রথম বুঝলাম।।

বড় ভাল লাগে শান্ত ঝিলের জলে
পূর্ণিমা-চাঁদ একা একা ভেসে চলে।

ভালবাসি আজ আমার আমাকে আমি
দু'চোখে সুখের স্বর্গ এসেছে নামি
প্রেম এসে বুঝি জীবনে এমন হয়
এই বোধ হয়, প্রথম বুঝলাম।।

সুর : পবিত্র চট্টোপাধ্যায়
শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

ফুলের বুকে মুখ
রাখতে চায় যদি
রঙিন প্রজাপতি
রাখতে দাও
একটু কাছাকাছি থাকতে দাও।।

বাতাসে বাঁশি শুনে
পাখিরা নির্জনে
দু'জনে মুখোমুখী থাকতে চায়
কি কথা চুপি চুপি বলতে চায়
পাখির স্বপ্ন যে
আমার স্বপ্ন যে
দু'চোখ ভ'রে শুধু দেখতে চাও।।

আবেশে মুখ ঢেকে
কাজল মেঘে মেঘে
থাকতে চায় যদি রুপোলী চাঁদ
থাক্‌না কিছুক্ষণ রূপসী রাত!

তোমাকে ভেবে যদি
এ-মন নিরবধি
প্রেমের কবিতা লিখতে চায়
বলো তো, আমি কী করি উপায়?
তোমাকে কাছে পেলে
এ-দু'টি বাহু মেলে
আপন করে শুধু বাঁধতে দাও।।

"Some in light and some in darkness
That, the kind of world we mean
Those you see are in the light part
Those in darkness don't get seen."

এই কি পৃথিবী সেই?
এখানে আশার আলো ছলনা করে
চোখের পাতায় কান্না যে শুধু ঝরে
তবু কি মমতা পৃথিবীর বুকে নেই?
এই কি পৃথিবী সেই? ॥

উপরে আলোর দুরন্ত শুধু খেলা
নিচে মানুষের হাহাকার সারাবেলা
অন্তবিহীন ব্যথা শুধু ছড়াতেই
এই কি পৃথিবী সেই?

বোঝনি কি তুমি নিজেকে কাঁদাও নিজে
আঁধার যে রয় প্রদীপ শিখার নিচে।

কতদিন আর শুধে যেতে হবে দেনা
প্রাণের মূল্যে জীবনের বেচা-কেনা
অশ্রু সাগরে দু'টি চোখ ভরাতেই
এই কি পৃথিবী সেই?

সুর ও শিল্পী : অপরেশ লাহিড়ী

শোন বন্ধু শোন
প্রিয়জন যত শোন
কথা দিয়ে এতো মালা গাঁথা নয়
রূপকথা নয় কোনও
'তিলোত্তমা মহানগরী'র অন্য কাহিনী শোন।।

তুমি কি দেখেছো,
'উলঙ্গ-যীশু' ফুটপাতে শুয়ে রাতে
মাতামেরীদের বুকে মুখ রেখে
অনাহারে শুধু কাঁদে
সমবেদনার হাত বাড়াল না তবু, কেউ একজনও।।

তুমি কি দেখেছো,
'অন্নপূর্ণা' ভিখারিনী বেশে, হায়
'এক মুঠো ভাত' হাত পেতে চায়
মানুষের দরোজায়
তবু, কেউ তা'র কান্না মোছাতে এল না তো কোনও দিনও।।

তুমি কি দেখেছো,
মৃত্যুর চোখে অসহায় যন্ত্রণা
কুঁড়িতেই যারা ঝরে গেল, আর—
ফুল হয়ে ফুট্‌ল না
সহানুভূতির কথা শোনাল না তবু, কেউ একদিনও॥

একটা গল্প লিখো আমায় নিয়ে তুমি
বলেছিলাম অনেক অনেক বার
অল্প কথায় অতি সহজ করে
গল্প তোমার হয়নি লেখা আর॥

কথার পরে অনেক কথার সারি
ভীড় করেছে তোমার লেখনীতে
তোমার চোখে যে আজ প্রথম নারী

সে আমি নই, — তোমার পৃথিবীতে
মনের রঙে ভাবের তুলি দিয়ে
আঁকছো ছবি, অন্য নায়িকার ॥

গল্প হলেও সত্যি মনে হত
লিখতে যদি ভালবাসার কথা
হৃদয় দিয়ে হৃদয় পেল না যে
এই সাধারণ মেয়ের মনোব্যথা।

মুখের কথা শুধু দিয়েছিলে
মনের কথা চাওনি কেন দিতে
তাই তো, আমি শূন্য হাতে ফিরি
পারোনা কি 'আপন' করে নিতে?
তোমার মনে আমার ছবি খুঁজে
ভুল করেছি হয়তো বারেবার ॥

সুর . ভূপেন হাজারিকা
শিল্পী : ইলা বসু
১৯৬৩ সাল

আকাশের সিঁড়ি বেয়ে
যখন সন্ধ্যা-মেয়ে
এক-পা এক-পা করে নামতে থাকে
তখন আমার মন
মনে হয় ফুলবন
একটি একটি ফুল ফুট্‌তে থাকে।।

বিন্দু বিন্দু ঐ তারার আলো
ছন্দে গন্ধে মন আজ ভরালো
অল্প অল্প করে তোমার ছবি
একটু একটু করে হৃদয় আঁকে।।

লজ্জা লজ্জা রাঙা সন্ধ্যা এলে
লক্ষ লক্ষ তারা সাজায় গগন
স্বপ্ন স্বপ্ন মনে হয় যে তখন।

মন্দ মন্দ ঐ ফাগুন হাওয়া
লগ্ন মগ্ন করে কাছেই চাওয়া
আস্তে আস্তে তাই কখন জানি
এক্‌লা এক্‌লা মন ভাবতে থাকে।।

সুর : ভূপেন হাজারিকা
শিল্পী : ইলা বসু
১৯৬৩ *সাল*

আকাশ কাঁদিলে বৃষ্টি ঝরে
বাতাস কাঁদিলে ঝড়
আর, মনে ব্যথা বাসা বাঁধিলে
কাঁদে যে অন্তর।।

সাগর ডাকিলে কাছাকাছি
গাঙে উজান বয়
পাখিরা ডাকিলে আঁধার রজনী
হয় গো প্রভাত হয়
কেন, মন ডাকিলে দেয় না সাড়া
মনেরই দোসর?

শিকল ছিঁড়িলে পোষা-পাখি
যায় যে অনেক দূর
মন টা ভাঙিলে মনের 'দোতারা'
বাজায় কি আর সুর?
হায়, কপাল পুড়িলে কপাল দোষে
আপনজন হয় পর।।

সুর : ভূপেন হাজারিকা
শিল্পী : অনুপ ঘোষাল

(কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে মনে রেখে)

কবিতা কি তাই?
কবিতা কি শুধু তাই?
মনের খেয়ালে কাগজে-কলমে
শব্দ সাজাই?

কবিতা কি শুধু রম্য-রচনা
ফুল পাখি আর চাঁদের জ্যোছনা
প্রিয়ার সঙ্গে জল-তরঙ্গ
নৌকো ভাসাই?

কবিতা কি শুধু 'ওমর খয়াম'
অথবা বিরহী যক্ষের নাম
প্রেমের অনলে একাকিনী জ্বলে
বিরহিনী 'রাই'?

কবিতা বন্দী চার-দেওয়ালে
তোমার আমার চোখের আড়ালে
কবিতাকে আনো রাজপথে আজ
মিছিলে চাই॥

সুর : অলোকনাথ দে
শিল্পী : ভূপেন হাজারিকা

('বল্টু'কে মনে রেখে)

সরস্বতী বিদ্যেবতী
তোমায় দিলাম খোলা চিঠি
একটু দয়া কর মা-গো বুদ্ধি যেন হয়
এ-সব কথা লিখছি তোমায়, নালিশ করে নয়।।

শুনলে তোমার দুঃখ হবে মা-গো
কোন্ দেশেতে ধান বেশি হয়, কোন্ দেশেতে গম
মনে আমার থাকে না যে, কোথায় হনলুলু
'ভূগোল' দেখে তাই মনে হয়, বুক-ঢিপ্ ঢিপ্ যম
দোষ বলো কার পরীক্ষাকে যদি করি ভয়
এসব কথা লিখছি তোমায় নালিশ করে নয়।।

সত্যি কথা বলছি তোমায় মা-গো
গুরুমশাই যখন-তখন কানটা ধরেন এসে
বলেন, পাজী, হা-ডু-ডু-ডু, কেবল খেলা খেলা
অঙ্ক ভূগোল ইংরাজীতে গোল্লা খাবি শেষে

শুনলে তোমার দুঃখ হবে মা-গো
অঙ্ক মাথায় ঢোকে না যে নতুন ধারাপাত
কিলো-মিলো হেক্টা-ডেকার ধাক্কা খেয়ে শেষে
লিটার-মিটার-গ্রাম নিয়ে সব ধুলোয় কুপোকাৎ
ছোট, মাথায় কত ধরে তাইতো লাগে ভয়
এ-সব কথা লিখছি তোমায় নালিশ করে নয়।।

সুর : অনল চট্টোপাধ্যায়
শিল্পী : শিল্পী

একদিন চলে যাব অন্যপথে
যে পথে গেলে আর কেউ ফেরে না
যেতে হবে
যেতে দাও সময় যখন
এসে গেছে পৃথিবীর শেষ স্টেশন।।

জীবনের রেলগাড়ি বহুপথ ঘুরে
চলে গেছে দূর থেকে আরও বহু দূরে
ঝড়-জল-বৃষ্টিতে আর রোদ্দুরে
সময় পেরিয়ে গেছে সন্ধ্যা এখন
যেতে হবে
যেতে দাও সময় যখন
এসে গেছে পৃথিবীর শেষ স্টেশন।।

মানুষের হাটে হাটে শেষ বিকিকিনি
আমি তবু রয়ে গেছি আরও বেশি ঋণী
হিসাবের খাতা খুলে কখনো দেখিনি
শোধ করা গেল না তো কি হবে এখন?
যেতে হবে
যেতে দাও সময় যখন
এসে গেছে পৃথিবীর শেষ স্টেশন।।

সুর : কল্যাণ সেন বরাট
শিল্পী : মৃণাল চক্রবর্তী

সবার হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ
চেতনাতে নজরুল
যতই আসুক বিঘ্ন-বিপদ
হাওয়া হোক্ প্রতিকূল
এক হাতে বাজে অগ্নিবীণা
. কণ্ঠে গীতাঞ্জলি
হাজার সূর্য চোখের তারায়
আমরা যে পথ চলি॥

এই সেই দেশ একদা যেখানে উপনিষদের ঋষি
সমতার গান গেয়েছিল আর শুনেছিল দশ-দিশি
প্রপিতামহের ভাষাতে আজও আমরা যে কথা বলি
হাজার সূর্য চোখের তারায় আমরা যে পথ চলি॥

এই সেই দেশ এখনও এখানে শুনি আজানের ধ্বনি
গীতা বাইবেল ত্রিপিটক আর শোনা যায় রামায়ণী
কবি কালিদাস ইকবাল আর গালিবের পদাবলি
হাজার সূর্য চোখের তারায় আমরা যে পথ চলি॥

সুর ও শিল্পী : ভূপেন হাজারিকা
১৯৭০ সাল

আজ জীবন খুঁজে পাবি ছুটে ছুটে আয়
মরণ ভুলে দিয়ে ছুটে ছুটে আয়
হাসি নিয়ে আর বাঁশি নিয়ে আয়
যুগের নতুন দিগন্ত সব ছুটে ছুটে আয়
ফাগুন ফুলের আনন্দে সব ছুটে ছুটে আয়।।

মনের চড়াই পাখিটির বাঁধন খুলে দে
শিকল খুলে মেঘের নীলে আজ উড়িয়ে দে
যত, বন্ধ হাজার দুয়ার ভেঙে আয়রে ছুটে আয়
আজ নতুন যুগের দিগন্তে সব ছুটে ছুটে আয়
মরণ ভুলে গিয়ে সব ছুটে ছুটে আয়॥

সময় ধারাপাতে দেখ নেই বিয়োগের ঘর
চলার পথের পথের বাঁকে নেই তো আপন-পর॥

কি আর পাবি, কি আর দিবি, আঙুল গুনে কি
লাভের খাতায় হিসাব করে জীবন ভরে কি
আজ, পাওনা-দেনা মিটিয়ে দিয়ে আয়রে ছুটে আয়
এই, ফাগুন দিনের আনন্দে সব ছুটে ছুটে আয়
আর, ভালোবাসার পান্না-হীরে কুড়িয়ে নিবি আয়
ছুটে ছুটে আয়॥

সুর ও শিল্পী : ভূপেন হাজারিকা

চলুন বেড়িয়ে আসি ॥

বাতাসিয়া লুপ্
মিরিকের ঝিল
পশুপতি পথ
টাইগার হিল্
নাই বা গেলাম কুলু-মানালি
নাই বা গেলাম কাশী
কান্না যেখানে নদী হয়ে যায়
মানুষের বানভাসি
সেখানেই ঘুরে আসি
চলুন, বেড়িয়ে আসি।

কালো আকাশের নিচে যেখানে
রাস্তার কালো পিচে সেখানে
মানুষ আর পশু একাকার হয়ে
শুয়ে আছে পাশাপাশি
সেই ছবি দেখে আসি
চলুন, বেড়িয়ে আসি।

ক্ষুধার অন্ন, মেলে না যেখানে
খাদ্য-মেলা'র আসর সেখানে
শীর্ণ শিশুরা কাঁদে অনাহারে
মানুষেরা উপবাসী
সেই দেশ দেখে আসি
চলুন, বেড়িয়ে আসি।

সুর ও শিল্পী : ভূপেন হাজারিকা

Everyday on fundred occasions : I remind my..... That my mental and physical life depends on the toil of other persons - living or dead.
The food that novrishes me is grown by other people. The house, I live in has been bhitt by other people. Likewise, whatever knowledge i have gathered since my childhood days - has been acquired from other people. So, ... to repay whatever I have received and receiving"—Allert Einstein.

আকাশ থেকে আলো নিলাম
বাতাস নিলাম নিঃশ্বাসে
পাহাড় দেখি দাঁড়িয়ে আছি
আমার অটল বিশ্বাসে।
আকাশ বাতাস মাটির থেকে আমরা শুধুই নিয়েছি
বিনিময়ে 'মাটির মা'কে আমরা কি আর দিয়েছি?

সাগর থেকে সাহস নিলাম
নদীর কল-উচ্ছ্বাসে
মজুর দিল সোনালী ধান
সবুজ ফসল উল্লাসে
খেত-মজুরের কাছে শুধু হাত পেতে যে নিয়েছি
বিনিময়ে তাদের হাতে কি আর দিতে পেরেছি?

ভাঙার খেলায় মেতেছি আজ
আমরা সবাই এই দেশে
মায়ের চোখের জল মোছাবে
বলো তো, আজ কে এসে
বেশ-ভূষাতে সাজায় যারা তাদের কথা ভুলেছি
এবার সমাজ বদলে দেব, আমরা শপথ নিয়েছি॥

সুর : ভি, বালসাবা
শিল্পী : রুমা গুহঠাকুরতার পরিচালনায়
ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার।

'নয়ন'— আমার বারণ মানে না
শুধুই খোঁজে তারে
মনের মানুষ নিয়েছে মন
মন সে দিল নারে।।

ঠিকানা তার বিদেশ-বিভুঁই
জানি না তার নিবাস কিছুই
বাউল-মেলায় দেখেছিলাম
অজয় নদের ধারে।।

পথ চলেছে পায়ে পায়ে ঘরকে দিয়ে ফাঁকি
বাহুলতায় বাঁধেনি সে শিকল-কাটা পাখি।

মাথার উপর আকাশী নীল
সাঁতার কাটে পাখির মিছিল
নিরুদ্দেশেই দেশ বুঝি তার
কোথায় পাব তারে।।

সুর : মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়
শিল্পী : স্বপ্না চক্রবর্তী

(ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ আরব সাগরে উপস্থিত আই-এন-এ 'তলোয়ার' যুদ্ধ-জাহাজের নৌ-সেনানীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সময় : ১৯৪৫। মহা-বিদ্রোহের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে রচিত।)

'ঝড়' উঠেছিল— 'ঝড়'
নীল-সমুদ্রে ঝড়
আরব-সাগর থেকে উঠে আসা
ছেচল্লিশের ঝড়
ঝড়ের দাপটে কেঁপে উঠেছিল শাসক-ভয়ংকর॥

ঘুমন্ত-লাল রক্ত হয় দুরন্ত রণসাজে
বিদ্রোহ,— নৌ-বিদ্রোহ জাগে 'তলোয়ার' জাহাজে
বিদেশী শাসন, আসন সভয়ে
কেঁপে ওঠে থরো থরো॥
নাবিক-বন্ধু সেনানী তোমরা পরাধীনতার কালো
জল-তরঙ্গে জ্বালিয়ে ছিলে স্বাধীনতার আলো।

শৃংখল ভাঙো, শৃংখল ভাঙো সারাদেশে সাড়া জাগে
বিপ্লব, মহা-বিপ্লব দেশে মুক্তির দোলা লাগে।
ঝোড়ো-হাওয়া এসে ভেঙে দিয়ে গেল
সাজানো তাসের ঘর॥

সুর ও শিল্পী : অজিত পান্ডে
১৯৯৬ সাল

আমার কচি ছানাটা বড় পাকা হয়েছে
যখন তখন বইল্‌বে আমায়— মা
'বাবা তোমার কে'?
উ বড় পাকা হয়েছে॥

আমি যত করি মানা
আমার কথা শোনে না
গলাটা জড়াই ধরে
কেবল শুধায় সে
বেশি ভালবাসো কা'কে? আমাকে না বাবাকে?

রেতের বেলা আঁচলটাকে
জড়াই ধরে' শুয়ে থাকে
ই-পাশ ফিরে থাইক্‌লে ডাকে
উ-পাশ থিকে সে
কার ডাকে সাড়া দিব
বড় জ্বালা হয়েছে॥

সুর : অংশুমান রায়
শিল্পী : স্বপ্না চক্রবর্তী
১৯৮১ সাল

(১)

কাঠকুড়াতে বেলা যায় মা-গো, মা
পেটের মধ্যে আগুন জ্বলে
খরায় পোড়ে গাঁ
খয়রাতিতে পেটের জ্বালা আর তো জুড়ায় না
কেউ খেতে দিলেক না॥

মোদের পেটে ভাত নাই
বল্ না কারে শুধাই
বড়লোকের সবই জোটে, মোদের জোটে না
ক্যানে মোদের জোটে না মা-গো, মা

পুকুরঘাটে পানি নাই
খেতের ফসল পুড়ে ছাই
নুন্ আইন্‌তে পান্তা ফুরায় দুঃখ ঘোচে না
হায় গো দুঃখ ঘোচে না, মা-গো, মা॥

সুর : অংশুমান রায়
শিল্পী : স্বপ্না চক্রবর্তী
১৯৮৬

(২)

('মাও সে তুং'-এর কবিতা অবলম্বনে)

সব কুঁড়ি ফুল হয়ে ফুটুক
মনে মনে এই শুধু চাওয়া
সব চারা-গাছ বেঁচে উঠুক
চাই শুধু, সেই আবহাওয়া।।
ঝড় যেন নাহি ওঠে আর
উড়ে যাক্ মেঘ হিংসার
ঊষর ধূসর মরুভূমি
সবুজে সবুজে হোক ছাওয়া।।
জীবনের যত মরা-নদী
ভালবাসা ভরে দেয় যদি
পৃথিবী হবেই মধুময়
তবেই হবে তো সব পাওয়া।।

সুর : ভি, বালসারা
শিল্পী : শ্রাবন্তী মজুমদার

ও ঠাকুর পো,
আমার মাথা খাও
পোস্টাপিসে যাও
তোমার দাদার চিঠি এল কি-না
একটু খবর নাও।।

পাড়ায় পাড়ায় চিঠি বিলোয়
পোস্টাপিসের পিওন
আমার কে দেয় না চিঠি
পোড়া কপাল এমন
বছর ঘুরে পার হতে যায়
বোঝ না কি তাও?

বিয়া-সাদি করলে না, ভাই
বুঝবে কেমন করে
বুঝতে তুমি বউটি তোমার
গেলে বাপের ঘরে
দেখে নিতাম এক্‌লা তুমি
কি করে কাটাও?

সুর : ভূপেন হাজারিকা
শিল্পী : ললিতা ধরচৌধুরী

'দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর'
লোকে তোমায় বলে,
তাই তোমাকে চুপি চুপি মনের কথা কই
একটু সহজ করে কেন লিখলে না গো বই?

সহজ করে লিখলে কিছু হত কি-গো ভুল
কঠিন কঠিন বানান ভরা 'বর্ণপরিচয়ে'
পড়ার সময় দেখি শুধু, চোখে সর্ষে ফুল
'য' ফলারা জড়িয়ে ধরে লাগে শুধু ভয়
ঠাকুরমায়ের আঁচলে তাই মুখ লুকিয়ে রই॥

'জাড্য' বানান করতো দেখি,— বড়দা এসে বলে,
বিজীগীষা বানানে ভুল কানটা যে দেয় মলে'
সকাল-বিকাল শাসন করে দেখো না-কি তাও
'ফটো'র থেকে নেমে এস, দেখতে যদি চাও।

রাখাল বড় দুষ্টু ছেলে পালায় যে ইসকুল
ইচ্ছে করে পড়াশোনায় কেবলি দেয় ফাঁকি
সন্ধ্যেবেলায় তাইতে দু'চোখ ঘুমে ঢুল্ ঢুল্
দয়ার সাগর এসব খবব তুমি রাখো না কি
সুবোধ হতে চাই না আমি রাখাল যেন হই॥

সুর : অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
শিল্পী : সনৎ সিংহ

(১)

যতদূরে যাও যেখানেই থাক
মনে রেখ এই আমি আছি
তোমার মনের কাছাকাছি ॥

ঘুম যদি ভাঙে মাঝরাতে
আমাকে না-পেয়ে মন কাঁদে
চেয়ে দেখো, বন-জ্যোছনাতে
আলো হয়ে আমি মিশে আছি ॥

পাখি-ডাকা কোনও নিশি-ভোরে
শেফালি ফুলেরা পড়ে ঝরে'
মনে কোরো, ঝরা-ফুল হয়ে
ভালোবাসা নিয়ে ঝরে গেছি ॥

সুর : ভূপেন হাজারিকা
শিল্পী : ঊষা মঙ্গেশকর

(২)

ভালোবেসে মালা পরায়ো না
কথা দিয়ে ব্যথা আর ছড়ায়ো না।

যে ভালোবাসা মনে বাসা নাহি বাঁধে
যে ভালোবাসা একা, শুধু একা কাঁদে
সে ভালোবাসা দিয়ে আর জড়ায়ো না॥

প্রেমের কাজল আঁকা নেই আঁখি-কূলে
ও-চোখে স্বপ্ন দেখা গেছ তাই ভুলে
ফাগুন ছিল যে তাকে মনে করায়ো না॥

সুর : মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়
শিল্পী : শ্রাবন্তী মজুমদার

(১)

হাওয়া ঝির্ ঝির্
খুশি রিম্ ঝিম্
তারা ঝিক্‌ঝিক্   দূরে হাসবে
তুমি আসবে তুমি আসবে।।

চাঁদ উঠ্‌বে ফুল ফুট্‌বে
আশা ঝিল্‌মিল্   ঘোর টুট্‌বে
আজ মন চায়   শুধু প্রাণ চায়
তুমি আসবে, ভাল বাসবে।।
জাগে হিল্লোল মনে কল্লোল
খুশী দোল্ দোল্ দোলে দোলনায়
মন অঞ্চল   হল চঞ্চল
রাঙা কুম্‌কুম্ মধু-সন্ধ্যায়।

কথা শুন্‌ছি   জাল বুন্‌ছি
আসা-পথ চেয়ে দিন গুন্‌ছি
আজ বারে বার   সব কাজে ভুল
জানি আসবে,   ভাল বাসবে।।

সুর : ভূপেন হাজারিকা
শিল্পী : উষা মঙ্গেশকর

(২)

কবে কখন কোথায় দেখেছি, নেই মনে
হয়তো `পঁচিশে বৈশাখে' কি 'বাইশে শ্রাবণে'।।
নেই মনে।।
কি-জানি জানি না আকাশে ছিল কি ছিল না সাক্ষী চাঁদ
ফাগুনে ভাঙানো ছিল কি ছিল না তিথি-ডোরে বাঁধা রাত
নীল যমুনার তীরে দেখেছি না, প্রেমের বৃন্দাবনে?
নেই মনে।।
লায়লা কি রাধা কি সাজে সেজেছো, মনে কি ছিল সাধ
প্রেমেরই ভুবনে জনমে-জনমে ধরে আছো তুমি হাত
প্রিয়তমা করে রেখেছি তোমাকে প্রেমের সিংহাসনে।
নেই মনে।।

সুর ও : অমিতকুমার
১৯৮৬

চোখে যদি তাকে ভালো লাগে
কেন তার দিকে চাইব না
কলঙ্ক যদি দেয় লোকে
অপবাদ আমি সইব না॥

ফুল যদি ফোটে মধুমাসে
মৌমাছি কেন ছুটে আসে
কখনো ফুল ভুল করে
বলেছে, ফাগুনে ফুট্‌ব না॥

এই আসা-যাওয়া যাওয়া আসা
একই নাম প্রেম ভালবাসা।

চিরদিন ধরে এই খেলা
সাগরে নদীতে মণিমেলা
কখনো কি নদী ভুল করে
বলেথে, সাগরে ছুট্‌ব না॥

সুর ও শিল্পী : অমিতকুমার

(২)

কোন্ ফুলে সজনী সাজালে
মন ওঠে মাতিয়া আজ নিশি-রাতে
মিলনের মালা গেঁথে এনেছো কি সাথে
কোন্সুরে মনোবীণা বাজালে?

রাত শেষ হলে ফুল হবে বাসি
মিছে হয়ে যাবে ভালবাসা-বাসি
ভালবেসে মালা তবে কেন পরালে?

পাখা মেলে দেয়নি তো রাত-জাগা পাখি
রাত ভোর হবে চোখে চোখ রাখি
যাবে যদি, তবে মন কেন মাতালে?

সুর ও শিল্পী : অমিতকুমার

আমার কবিতা ছবি আঁকে
সঞ্চিত ব্যথা
বঞ্চিত প্রাণ
লাঞ্ছিতদের কাছে ডাকে ॥

আমার কবিতা নয় ফাগুনের গান
আমার কবিতা কেঁদে কেঁদে সারা
অশ্রুর কলতান
আমার কবিতা যত বেদনার
কাহিনী সে লিখে রাখে ॥

আমার কবিতা চির-বিদ্রোহী
কাল-বৈশাখী ঝড়
আমার কবিতা ভাঙনের মাঝে
নতুন কণ্ঠস্বর।

আমার কবিতা অপমানিতের গান
আমার কবিতা অবহেলা-ভরা
হৃদয়ের কলতান
আমার কবিতা জলে-ঢাকা চোখ
গোপনে সে ছুঁয়ে থাকে।

সুর : ভি বালসারা
শিল্পী : ঊষা উত্থুপ

(১)

গোলাপ কে যে-নামেই ডাকো না কেন
গোলাপ সে গন্ধ ছড়াবেই
আলাপ সে যে-ভাবেই কর না কেন
কথায় কথায় মন ভরাবেই ॥

ফুলের নিয়মে ফুল ফুট্‌বে
ফাগুন বাতাস হয়ে ছুট্‌বে
কোকিল সে যে-নামেই ডাকো না কেন
কুহুর ছন্দে মন ভরাবেই ॥

মনের ভিতরে মন রেখে কি
হৃদয়ের ভালবাসা মেটে কি
প্রেম কে যে-নামেই ডাকো না কেন
হৃদয়ে হৃদয় সে জড়াবেই ॥

(২)

বুকের গভীরে রক্ত ঝরছে যার
নতুন আঘাতে কি ক্ষতি করবে তার ?

ব্যথা জমে জমে পাথর হয়েছে মন
সেই মনে শুধু বেদনার আবরণ
সাগরের ঢেউ দু'চোখে মেনেছে হার ॥

এ তো গান নয়
এ তো শুধু কান্না
কথা নয় এতো
বেদনার বন্যা।

তীর-হারা-তরী কখনো কি তীর পায়
ভালবাসা কেঁদে মরে আজ সাহারায়
কোন্ সান্ত্বনা দেবে আর উপহার ?

সুর : অমল হালদার
শিল্পী : রুমা মুখোপাধ্যায়

(১)

কতদিন আমি দেখিনি তোমার মুখ
কতরাত আমি স্বপ্ন দেখিনি কন্যে
কত সুখ গিয়ে ব্যথায় ভরেছে বুক
তোমাকে হারিয়ে : এ-শুধু তোমার জন্যে॥

কতবার পথ চলতে হয়েছে ভুল
কতবার কাঁটা বিঁধেছে তুলতে ফুল
দুই চোখে শুধু ব্যথার সাগর বয়
সেই চেনা-মুখ খুঁজে মরি জনারণ্যে॥

কতদিন পার হয়ে গেছে কতকাল
তবু মনে হয় পাশে ছিলে গতকাল
ভালবাসা দিয়ে সাজিয়ে রেখেছি মন
ফিরে এস তুমি, হৃদয়-অভয়ারণ্যে॥

(২)

ছায়া-রাত মায়া-চাঁদ কথা কয়
বনফুল অলিকুল কথা কয়
এ-জীবন মিছে নয়, মিছে নয়।।

ভ্রমরের পরশন ফুল চায়
চুপি চুপি নিরিবিলি নিরালায়
কানে কানে বলে তারা দু'জনায়
ভালবাসা চিরদিনই আনে জয়।।

দিশাহারা সাগরিকা খোঁজে তীর
পথ-চলা হল তার অবশেষ
খুঁজে পেল, কামনার সেই দেশ।

নববেশে সাজে মন ঝলমল্
অনুরাগে ফোটে শতদল
প্রেম এসে মুছে দিল আঁখিজল
ভুলে-ভরা-ধূলি হল মধুময়॥

সুর : মান্না দে
শিল্পী : হৈমন্তী শুক্লা

যদি 'হৃদয়' না থাক্‌তো
বর্ণালী মেঘ রাঙা স্বর্ণালী সন্ধ্যা
তবে কি এত ভাল লাগতো?
যদি 'হৃদয়' না থাক্‌তো?

নীল লাল ফুলেদের রাজ্যে
রামধনু রং আঁকা প্রজাপতি পাখনায়
সুরে সুরে 'দিলরুবা' বাজছে
আর, তাই শুনে এই মন উন্মন হয়ে কি
রঙে রঙে নানাছবি আঁকতো?
যদি 'হৃদয়' না থাকতো?
এ-হৃদয় আছে বলে, সব কিছু ভাল লাগে
শ্রাবণের ঝরঝর বৃষ্টি
মধুময় মনে হয় সৃষ্টি।

এই রাত ছায়াছবি আঁকছে
তারাদের টিপ্ পরে আঁধারের প্রান্তে
মনে মনে ইসারায় ডাকছে
আর তাই দেখে এই মন উন্মন হয়ে কি
রঙে রঙে নানাছবি আঁকতো?
যদি 'হৃদয়' না থাকতো?

সুর : ভূপেন হাজারিকা
শিল্পী : ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য

বিস্তীর্ণ দু'পারের অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনেও
ও গঙ্গা তুমি বইছো কেন?
নৈতিকতার স্খলন দেখেও
মানবতার পতন দেখেও
নিঃশব্দ অলসভাবে বইছো কেন?

জ্ঞান-বিহীন নিরক্ষরের, খাদ্যবিহীন নাগরিকের
নেতৃত্বহীনতায় নীরব কেন?
সহস্র বরষার উন্মাদনার মন্ত্র দিয়ে লক্ষজনেরে
সবল সংগ্রামী আর অগ্রগামী করে তোলোনা কেন?

ব্যক্তি যদি ব্যক্তিকেন্দ্রিক
সমষ্টি যদি ব্যক্তিত্ব রহিত
তবে, শিথিল সমাজকে ভাঙো না কেন?

স্রোতস্বতী কেন নাহি ও
তুমি নিশ্চয় জাহ্নবী নও
তা হলে, প্রেরণা দাও না কেন?

উন্মত্ত ধরার কুরুক্ষেত্রের শরশয্যাকে আলিঙ্গন করা
লক্ষ কোটি ভারতবাসীকে জাগালে না কেন?

সুর : ভূপেন হাজারিকা
শিল্পী : রুমা গুহঠাকুরতার পরিচালনায়
ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার
এবং পরে
ভূপেন হাজারিকা

(বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের সমর্থনে রচিত)

গঙ্গা আমার মা
পদ্মা আমার মা
আমার, দুই চোখে দুই জলের ধারা
মেঘনা, যমুনা॥

একই আকাশ একই বাতাস
এক হৃদয়ে একই তো শ্বাস
দোয়েল কোয়েল পাখির মুখে
একই মূর্ছনা।।

আমি এ-পার ও-পার কোন্ পারে জানি না
ও আমি সবখানেতে আছি
শংখচিলের ভাসিয়ে ডানা দুই নদীতে নাচি।

একই আশা ভালবাসা
কান্না-হাসির একই ভাষা
দুঃখ-সুখের বুকের মাঝে
একই যন্ত্রণা॥

সুর ও শিল্পী : ভূপেন হাজারিকা
এবং পরে
রুনা লায়লা (Remake)

তোমার আমার ঠিকানা
পদ্মা মেঘনা যমুনা
মেরং ভোল্‌গা ঘুরে
গঙ্গার স্রোত ধরে
পেয়েছি চলার নিশানা ॥

কণ্ঠের সুর কোনও মানে না ভাষা
হৃদয়ের ভাষাতেই মেটে পিপাসা
সাত মহাসাগরের উজানে ভেসে
আমরা যেখানে থামি— সেই সীমানা ॥

যেখানে কান্না আর রক্ত মেঘে
আঁধারের বাঁধ ভেঙে সূর্য ওঠে আকাশে আবার
সেখানে নিশানা আছে এগিয়ে যাবার।

যখন আখের স্বাদ নোনতা লাগে
লবঙ্গ বনে ঝড়ের হাওয়ারা জাগে
এক বুক ভালবাসা উজাড় করা
যেখানে ফসল ফলে প্রাণের সোনা ॥

সুর : সুধীন দাশগুপ্ত
শিল্পী : রুমা গুহঠাকুরতা'র পরিচালনায়
ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার

কোলকাতা কোলকাতা
কিছু গান কিছু কথা
কিছু প্রেম-প্রীতি ভালবাসা দিয়ে গড়া
আধুনিক রূপকথা
কোলকাতা কোলকাতা॥

হিপি আর হিপিনী মিসিসিপি বিকিনী
আদ্দিস আবাবা বর্মী কি জাপানী
মিলেমিশে একাকার অপরূপ সভ্যতা।

যত মত ততপথ মিছিলেই হাঁটে পথ

মিলে মিশে একাকার যেন এক গল্প তা'
কোলকাতা কোলকাতা॥

সুর : শৈলেন মুখোপাধ্যায়
শিল্পী : ইলা বসু
১৯৫৫

কত রাজপথ জনপথ ঘুরেছি
মরুভূমি সাগরের সীমানায়
সাতটি সে পৃথিবীর বিস্ময়
তুমি তারও চেয়ে বেশি মনে হয়।

আজ ইতিহাস কত কথা বলছে
মাটি আর নেই চাঁদে চলছে
পরাজিত হিমানীশ হিমালয়
তুমি তারও চেয়ে বেশি নিশ্চয়।

এই পৃথিবীর যত কিছু সুন্দর
দেখেছি যা, বিস্মিত বিস্ময়
তুমি তারও চেয়ে বেশি নিশ্চয়।

ঐ দুরন্ত নদী হার মানছে
আর, বারে অজানাকে জানছে
দুই চোখে সে তো আজ কিছু নয়
তুমি তারও চেয়ে বেশি মনে হয়।

সুর : শৈলেন মুখোপাধ্যায়
শিল্পী : ইলা বসু
১৯৫৫

সময়ের হাত ধরে পায় পায়
সকাল দুপুর নামে সন্ধ্যায়
দিন-বদলের-দিন আসুক যত
তুমি চিরদিন থেক আগের মত।।

শীতের পাতার মত শাখায় শাখায়
আগামী সকালে যদি সূর্য তাকায়
ঋতু বদলের পালা চলুক যত
তুমি চিরদিন থেক আগের মত।।

এমনি করেই যুগে যুগান্তরে
হয়তো হারাবে মন রূপান্তরে
ভয় হয়, তুমি যদি হারাও পাছে
তোমাকে রেখেছি তাই অনেক কাছে।

কালের চলার পথে সবই হারায়
হয়তো ফুট্‌বে রাত নতুন তারায়
রঙ্‌ বদলের পালা চলুক্ যত
তুমি চিরদিন থেক আগের মত।।

সুর : ভূপেন হাজারিকা
শিল্পী : ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য

(১)

একটি ফুলও যদি না-ফোটে
ফুল-বাগিচার তবে দাম কি?
একটি তারাও যদি না ওঠে
তবে নীল-আকাশের দাম কি?

জীবনে প্রেম যদি না আসে
কেউ যদি ভাল আর না বাসে
এ-জীবন তবে কার জন্যে
'মরুভূমি' — জীবনের নাম কি?

'ভালবাসা' মনে বাসা না বাঁধে
কেউ যদি ভালবেসে না কাঁদে
এ-হৃদয় তবে কার জন্যে
'পাষাণ' সে হৃদয়ের নাম কি?

সুর ও শিল্পী : বামানুজ দাশগুপ্ত
১৯৯৩

(২)

আমার ইচ্ছা করে
ডুবিয়া মরিতে যেন ইচ্ছা করে
এক ডুব্ দুই ডুব্ দিতে প্রেমের সাগরে॥

পতঙ্গেরা যেমন করে প্রতিপলে পলে
ভালবাসার আগুনেতে ধিকি ধিকি জ্বলে
আহা, তেমন করে জ্বলিতে যে অনলে
আমার ইচ্ছা করে॥
কলঙ্কে কালিন্দী কালো কালো চাঁদের লেখা
আমার ইচ্ছা করে পরিতে গো সেই কলঙ্ক রেখা।

তোমরা এলে কুসুম কলি ফোটে থরে থরে
সোহাগে সুরভি তার ঝরে অঝোরে ঝরে
আহা, তেমন করে ঝরিতে গো ভালবাসার তরে
আমার ইচ্ছা করে॥

সুর : অনল চট্টোপাধ্যায়
শিল্পী : শ্যামল মিত্র
১৯৬৫

(১)

সব হাসি তো তোমার মত মিষ্টি নয়
এক হাসিতে করলে আমার এ-মন জয়
সব চোখে তো তোমার মত দৃষ্টি নয়
সব মেঘে কি আষাঢ় মাসের বৃষ্টি হয়?

সব ফুলে কি গন্ধ আছে? হয়তো নয়
অনুরাগের পরাগ আছে— সত্যি নয়
সব ফুলে কি ভ্রমর এসে বসতে চায়
লাল গোলাপের পাপড়ি দেখে বাতাস বয়।

তোমার বুকে ফুলের গন্ধ সব সময়
তাই তো বুকে মুখ রাখতে ইচ্ছে হয়।

সব পাখি কি গান শুনিয়ে ঘুম ভাঙায়
ফাগুন ছাড়া পলাশ কি আর মন রাঙায়
চৈত্র দিনের ঝরাপাতায় শব্দ হয়
তোমার গানের সুর শুনতে ইচ্ছে হয়॥

(২)

ডাইনে গঙ্গা বাঁয়ে গঙ্গা মধ্যে বালুর চর
বল না সই, তোমার নিয়া কোথায় বাঁধি ঘর?

কোথায় থাকি কোথায় রাখি কোথায় বল যাই
পরাণ-বঁধূ তোমার তরে ঘর-ছাড়া আজ তাই
সকাল-সাঁঝে তরাস্ যেন সদাই মনের 'পর॥

হেথায় গঙ্গা হোথায় গঙ্গা অথৈ জলের ঢেউ
ঘর বাঁধিতে ঘর ছাড়িলাম ঘর নাহি পাই কেউ।

আকাশ ডাকে বাতাস হাঁকে মেঘরা কথা কয়
বুকের মাঝে নানান কাজে জমছে শুধু ভয়
কাল-বোশেখী ফুঁসছে যেন ঘর-ভাঙানো ঝড়॥

সুর : অনল চট্টোপাধ্যায়
শিল্পী : শ্যামল মিত্র
১৯৬৫

আমি যখন পুতুল নিয়ে খেলি
তখন তুমি বলো— পড় পড় পড়
এ-সব কথা থাকে না তো মনে
যখন তুমি ভাইকে আদর কর॥

আমি যখন এক্‌লা ব'সে পড়ি
চুপি চুপি আসে বিড়াল-ছানা
পড়তে আমায় দেয় না সে তো আর
যতই আমি করি তারে মানা।
খোকন যদি তোমার কাছে আসে
তখন কি গো তারে বারণ কর?
এ সব কথা থাকে না তো মনে
যখন তুমি আমায় শাসন কর॥

আমি ঘুমাই কেমন করে বলো
আজ পুতুলের ভেঙে গেছে হাত
দেখেছি মা, ভা'য়ের কিছু হলে
শিয়রে তা'র জাগো সারারাত
চোখের পাতায় ঘুম আসে না আর
বুক যে তোমার কাঁপে থরো থরো।
এ সব কথা থাকে না তো মনে
যখন তুমি আমায় শাসন কর॥

সুর : নচিকেতা ঘোষ
শিল্পী : নির্মলা মিশ্র

আর ফুল নয়
আর মালা নয়
নয় ফাগুনের কাব্য
মধু-রাত নয়
মায়া-চাঁদ নয়
মানুষের কথা ভাব্‌বো
শুধু, মানুষের কথা ভাব্‌বো।।

যায় যদি যাক্
ঝরে পড়ে যাক্
শ্রাবণে রজনীগন্ধা
আকাশের গায়ে
আঁকা থাক্ ঐ
রুপোলি রূপসী চন্দ্রা
শিল্পীর হাত গায়কের হাত
হে প্রিয় বন্ধু রাখো হাতে হাত
এসো, একসাথে আমরা নতুন
পৃথিবীর ছবি আঁকব।।
যায় যদি যাক্
দূরে সরে থাক্
মধুর মাধবী লগ্ন
মিছে বার বার
দেখ্‌ব না আর
দু' চোখে অলীক স্বপ্ন
শ্রমিকের হাত কিষাণের হাত
হে প্রিয় বন্ধু রাখো হাতে হাত
এসো, এক সাথে আমরা নতুন
সমাজের ছবি আঁকব।।

সুর ও শিল্পী : ভুপেন হাজারিকা

আমি এক যাযাবর
পৃথিবী আমায় আপন করেছে
ভুলেছি নিজের ঘর॥

আমি গঙ্গার থেকে মিসিসিপি হয়ে ভল্‌গার রূপ দেখেছি
অটোয়ার থেকে অস্ট্রিয়া হয়ে প্যারিসের ধুলো মেখেছি
আমি ইলোরার থেকে রঙ নিয়ে দূরে শিকাগো শহরে দিয়েছি
গালিবের শের তাসখন্দের মিনারে বসে শুনেছি
মার্ক টোয়েনের সমাধিতে বসে গোর্কির কথা বলেছি
বারে বারে আমি পথের টানেই পথকে করেছি ঘর
তাই আমি যাযাবর॥

বহু যাযাবর লক্ষ্যবিহীন আমার রয়েছে পণ
রঙের খনি যেখানে দেখেছি রাঙিয়ে নিয়েছি মন।

আমি দেখেছি অনেক গগনচুম্বী অট্টালিকার সারি
তার ছায়াতেই দেখেছি অনেক গৃহহীন নর-নারী
আমি দেখেছি অনেক গোলাপ-বকুল ফুটে আছে থরে থরে
আবার দেখেছি না-ফোটা ফুলের কলিরা ঝরে আছে অনাদরে
প্রেমহীন ভালবাসা দেশে দেশে ভেঙেছে সুখের ঘর
পথের মানুষ 'আপন' হয়েছে, 'আপন' হয়েছে পর
তাই আমি যাযাবর॥

সুর ও শিল্পী : ভূপেন হাজারিকা

আগুন ঝরছে কবিতার সংসারে
কোকিলের লাশ ছড়ানো পথের ধারে
'কোরাপুট' জ্বলে, 'কালাহান্ডির' মাঠ
শিল্পী লেখক নায়ক বন্ধু
বাড়াও দরদী হাত॥

চোখের সামনে যাবতীয় শোকতাপ
আকাশ এখানে ছড়ায় যে উত্তাপ
কঙ্কাল সে তো মানুষের এক নাম
অনাহারে ভেঙে গেছে জীবনের হাট
শিল্পী লেখক গায়ক বন্ধু
বাড়াও দরদী হাত॥

ক্ষুধার ভূগোলে লেখা আছে দুটো নাম
শকুনের ঠোঁটে খুঁজে পাবে তার দাম
চোখের জলে কান্নায় ভেজে পথ
বলরাম কাঁদে কাঁদছে জগন্নাথ
শিল্পী লেখক গায়ক বন্ধু
বাড়াও দরদী হাত॥

গায়ক, তোমার তানপুরা তুলে রাখো
শিল্পী, তোমার রঙের তুলিতে আঁকো
কান পেতে শোন কাঁদছে সুভদ্রা
রেখে দাও কবি প্রেমের কবিতা পাঠ
শিল্পী লেখক গায়ক বন্ধু,
বাড়াও দরদী হাত॥

সুর ও শিল্পী : ভূপেন হাজারিকা

ওড়িশার খরা-প্রপীড়িত 'কোরাপুট' ও 'কালাহাণ্ডী'র
মানুষদের উদ্দেশে নিবেদিত।

এ-কেমন রঙ্গ যাদু
এ-কেমন রঙ্গ
ভালোবাসা পোড়ায় যে মন
পোড়ে না তো অঙ্গ ॥

পীরিতির রীতি এমন
দূরে গেলে কাঁদে যে মন
দু' চোখের কূল ছাপানো
ব্যথারই তরঙ্গ ॥

চুপি চুপি আসা-যাওয়া
তারই নাম ফাগুন হাওয়া
ফাগুনের আগুনে হায়,
পোড়ে যে পতঙ্গ ॥

সোহাগের রীতি এমন
কাছে এলে কি জ্বালাতন
দিবা-নিশি মন-ভোলানো
কথারই প্রসঙ্গ ॥

সুর ও শিল্পী : ভূপেন হাজারিকা

আমি এমন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখছি, স্বপ্ন
মানুষ যেখানে মানুষের কাছে
কখনো হবে না পণ্য
অন্য পৃথিবী, অন্য ॥

যেখানে সাদা আর কালোর ভেদাভেদ থাকবে না
যেখানে কেউ আর কখনো ক্রীতদাস রাখবে না
যেখানে মানবতা হবে না মিছে কথা
হলে না মানুষের ভিন্ন
অন্য পৃথিবী অন্য ॥

অক্ষ-দ্রাঘিমাতে বিভেদ জাত-পাতে থাকবে না
পৃথিবী আমাদের, পৃথিবী তোমাদের ভাব্‌বে না
পৃথিবী সবার সমান অধিকার
প্রতিটি মানুষের জন্য
অন্য পৃথিবী অন্য ॥

সুর : মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়
শিল্পী : সুধীন সরকার
১৯৮৬

(ল্যাংস্টন হিউজের 'I dream a world' কবিতার অনুসরণে)

শোন' শোন' শোন সবাই 'সাতের পাঁচালি'
সংখ্যা সাতের কেরামতির কথাই শুধু বলি
শোন' 'সাতের পাঁচালি'॥

সাত পুরুষের ভাগ্য ভালো যদি ঘরের বউ
সাত চড়ে 'রা' নাহি কাড়ে মুখে ঝরে মউ
সাত জন্মের পাপের বোঝা
যদি সে হয় দশ ভুজা
সাতপাকের ঐ সাথী যদি স্বভাবে হয় 'মা কালী
শোন' 'সাতের পাঁচালি'॥

সাত-সকালে ঘুমের থেকে উঠেই সপ্তসুরে
গিন্নী যখন বিসমিল্লার সানাই দেন জুড়ে
'বাজারে যাও'— লাগায় তাড়া
তখন ভাবি, 'হে মা তারা'
ভুল করে হায় কেন আমায় 'স্বামী' করে পাঠালি?
'শোন' সাতের পাঁচালি'॥

সাতের রাজার ধন একটি মানিক ঘরে যদি আসে
শূন্য ঘরে চাঁদের আলো ঝিলিক্ দিয়ে হাসে
সাতেও নেই পাঁচেও নেই
তবুও তো রেহাই নেই
সাত-সতেরো না ভেবে এই করে গেলাম হেঁয়ালী
শোন' সাতের পাঁচালি॥

সুর : মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়
শিল্পী : সুধীন সরকার
১৯৮৬

আমার বেটার বিয়া দিব
সময় হয়েছে
কলিকাতার পুলিশেতে
কাম মিলেছে
বাজারে মাদলে বোল
ধিতাং ধিতাং ধিন্‌তা ধিতাং ধিতাং॥

বেটার আমার চাক্‌রী ভাল
হুকুম করে জাবি
হাত দেখালে দাঁড়াই যাবে
লাট-বেলাটের গাড়ি
পায়ে জুতো মাথায় টুপি
বেটা সাহেব সেজেছে॥

দাবী কিছু করব না হে, ঝুটা বলছি নাই
মেয়ের জন্য কেবল একটা বেনারসী চাই

মেয়ের বাপ শুনি রাখো চিন্তা তোমার নাই
কেবল, রেতে ডিউটি পড়লে মেয়ে একা থাকবে ভাই
চাকরী বেটার পাকা বড় সুখে রয়েছে॥

সুর ও শিল্পী : অংশুমান রায়

(১)

বলি, ও খোকার মা
পান খেয়ে গাল পুড়েছে
এখন তোকে কি করে আদর করি বল্
সন্দেহ তুই করিস্ না রে
ভাবিস্ না এ-ছল্।।

আমায় পান দিয়েছে দোকানী
পানের ভিতর কি ছিল, দেখিনি
সেই পান খেয়ে চোখে শুধু ঝরে জল
সন্দেহ তুই করিস্ না রে
ভাবিস্ না এ-ছল্।।
পানের পাতা মিঠা
মেয়ের মিঠা মিঠা হাসি
খয়ের গুঁড়া গুঁড়া
আর সুপ্যারিটা বেশি।

তখন কেন আমি বুঝিনি
বোধহয়, পানেতে দেওয়া ছিল মোহিনী
হাতে হাতে তাই পাচ্ছি প্রতিফল
সন্দেহ তুই করিস্ না রে
ভাবিস্ না এ-ছল্।।

সুর ও শিল্পী : অংশুমান রায়

(২)

ও বাবু,
পান খেয়ে যান, পান খেয়ে যান
'মন মোহিনী'র পান
বাংলা পাতা
খয়ের ছাড়া
মিষ্টি, সাদা পান
মৌরী, এলাচ, চমন-বাহার
আর দেব কিমাম
মন মোহিনীর পানের খিলি
ষাট পয়সা দাম।।

মন-মোহিনীর হাতের সাজা
পানের অনেক গুণ
পুড়বে না গাল, লাগবে না ঝাল
একটা খেয়ে দেখুন
মৌতাতে মন থাকবে মজে
করতে হবে নাম
মন মোহিনীর পানের খিলি
ষাট পয়সা দাম।

সাহেব-বিবি-গোলাম সবাই
পানের খরিদ্দার
বারে বারে আসতে হবে
খেলে একটিবার
সু-নাম ছড়ায় মুখে মুখে
শহর থেকে গ্রাম
মন মোহিনীর পানের খিলি
ষাট পয়সা দাম॥

সুর : ভূপেন হাজারিকা
শিল্পী : স্বপ্না চক্রবর্তী
১৯৯১

(১)

ও ননদী
বল্ দেখি তুই
এক্‌লা থাকি কি করে
তোর দাদা যে কেমন মানুষ
বে-আক্কেলে দেলম বেহুঁশ
সেই যে গেল, 'আসছি' বলে
আর কি ফেরার নাম করে?
মন আমার ঘর-বার ঘর-বার করে॥

হায়, বলতে আমার পরান ফাটে
রেতের বেলায় একলা কাটে
ছার-পোকাতে কাটে আমায়
বুঝবে কি তা' অপরে
মন আমার ছট্‌ফট্ ছট্‌ফট্ করে॥

এই জনমের শত্রু আমার
জ্বালায় পোড়ায় হাড় জেরবার
যদি দেখার হ'ত দেখিয়ে দিতাম
আগুন জ্বলে অন্তরে
মন আমার ধুক্‌পুক্ ধুক্‌পুক্ করে॥

সুর : অংশুমান রায়
শিল্পী : স্বপ্না চক্রবর্তী

(২)

সইরে
চোখ দুটো তোর চৌকাঠে রাখ চৌকিদারীতে
বন্ধ করে রাখনা কপাট সময় থাকিতে
নয়তো পড়বি ফাঁকিতে॥
সোনার চেয়ে দামী রতন
মন যে তারে বলে
অরূপ রতন নিতে যে চোর
আসে নানান্ ছলে
ওতোর, মনের পান্না চুরি যাবে
দিনে ডাকাতিতে॥

মনের ঘরের দরজাতে এবার দেরে চাবি
ভালবাসার মন হারালে
কোথায় তারে পাবি?

ফুলের মধু নিতে যেমন
আসেরে মৌমাছি
মনের মধু নেবে যে-জন
সে তোর কাছাকাছি
ওতোর, নালিশ করা মিছে হবে
ভবের আদালতে॥

সুর : শৈলেশ রায়
শিল্পী : মান্না দে
('পরিচয়' ছবির গান)

সংলাপ :

মুন্না॥ কিরে আমায় বিয়া করবি না?
ভূপেন॥ বলেছিতো, আমার সময় নাই

* * * * *

ভূপেন॥ আমায় ভুল বুঝিস্ নাই
মাইয়া, ভুল বুঝিস্ নাই
বৈশাখ মাসে দারুণ গরম খরায় পুড়ে ছাই
জ্যৈষ্ঠ মাসে জ্যেষ্ঠ ছেলের বিয়া করতে নাই
আমায় ভুল বুঝিস্ নাই॥

মুন্না॥ কেনে আষাঢ়, শ্রাবণে?
ভূপেন॥ আষাঢ়-শ্রাবণ চাষের কাজে ব্যস্ত আমি রই
ভাদ্র মাসে শাস্ত্রমতে বিয়া করতে নাই
আশ্বিনেতে দুর্গা পূজা কার্তিকে দিন নাই
অঘ্রানেতে ধান কাটা তাই সময় কোথায় পাই
আমায় ভুল বুঝিস্ নাই॥

মুন্না॥ পৌষ মাসে ?
ভূপেন॥ হাড়-পাঁকানো শীতের কামড় পৌষ মাসে রয়
মাঘের শীতে বাঘে পালায় বিয়ার কথা নয়
ফাগুন মাসে দোল যাত্রা বাজে ঢোলক বাজনা
চৈত্রমাসে জোত্‌দারকে দিতে হবেক্ খাজনা ।
মাইয়া, তুই ভুল বুঝিস্ নাই
আমায় ভুল বুঝিস্ নাই।

সুর : অংশুমান রায়
শিল্পী : ভূপেন হাজারিকা ও মুন্না বন্দ্যোপাধ্যায়

সেই রাতে রাত ছিল পূর্ণিমা
রঙ্ ছিল ফাল্গুনী হাওয়াতে
সব ভালো লাগছিলো চন্দ্রিমা
খুব কাছে তোমাকে পাওয়াতে॥

মন খুশী উর্বশী সেই রাতে
সুর ছিল, গান ছিল, এই প্রাণে
ঐ দু'টি হাত ছিল এই হাতে
সব ভালো লাগছিলো— তুমি ছিলে তাই
মন ছিল মনেরই ছায়াতে॥

রাত আসে রাত চলে যায় দূরে
সেই স্মৃতি ভুল্‌তে কি আজ পারি
পুরানো দিন আছে মন জুড়ে
ভালোবাসা হয়েছে ভিখারী
ধূপকাঠি-মন জ্বলে— একা একা তাই
সেই তুমি, নেই তুমি, নেই সাথে॥

সুর ও শিল্পী : কিশোরকুমার

এক এক্কে এক
দুই এক্কে দুই
পড়শীরা সব দেখে বলে 'বুড়ি' না কি মুই
তিন পেরিয়ে চারের কোটা হয়তো বা ছুঁই-ছুঁই
তবু খোকার বাপের কাছে 'সদ্য ফোটা যুঁই
আমি সদ্য ফোটা যুঁই॥

দুই দুগুণে চার
যোগ গুণ ভাগ বিয়োগ কবো
বাড়বে না সে আর
থম্‌কে আছে তেনার চোখে
বয়সটা আমার
যেন, লক্‌লকিয়ে লতিয়ে ওঠা
বর্ষাকালের পুঁই॥

আট দুগুণে ষোল
ঘরের কথা পরের কাছে
বলব কত বলো?
দু'দিন বাপের বাড়ি গেলে
চক্ষু ছলো ছলো
'ডিস্‌কো' নাচের তালে ঘরের
ভাঙবে সব কিছুই॥

সুর : অংশুমান রায়
শিল্পী : স্বপ্না চক্রবর্তী

আয় কবিতা আয়
মনের আঙিনায়
কল্পনা নয়
নয় ফাগুনের মন্দ মধুর বায়
উথাল-পাথাল জীবন-নদীর খেয়া বেয়ে আয়॥

কবিতা আজ বন্দিনী তুই শব্দ-অলংকারে
বিলাসিতার সঙ্গিনী তুই ছন্দ-অহংকারে
জীবন থেকে অনেক দূরে, স্বপ্ন সীমানায়॥

বন্যা-খরার দেশের মানুষ ঢেকেছে ফুটপাথ
হাস্‌নাবাদের মা দেখে আজ 'বেলেঘাটার চাঁদ'
কান্না-ভেজা-দু'চোখ মায়ের মুছিয়ে দিতে আয়॥

দুঃখে ডুবে যাওয়া যত মানুষ নির্বাসনে
চোখের আড়াল হয়ে আছিস্‌ সোনার সিংহাসনে
লজ্জাবতী শরীরে তোর জ্যোৎস্না হেঁটে যায়॥

মালদা-বাসী আন্না পিসীর আটচালা যে ভাসে
শ্রমিক-কৃষক দিন কাটায় দারুণ দীর্ঘশ্বাসে
মানুষেরই বুকের থেকে গন্ধ নিতে আয়॥

সুর ও শিল্পী : ভূপেন হাজারিকা

জল পড়ছিল
পাতা নড়ছিল
মনে পড়ছিল তোমাকে
মন ভাবছিল
শুধু ভাবছিল
কাছে ডাকছিলে আমাকে ॥

ফেলে-আসা-দিন
স্বপ্ন-রঙিন
কত সুখ ছিল সেদিনে
আকাশের নিচে
বৃষ্টিতে ভিজে
হেঁটেছি যে পথ দু'জনে
কথা দিয়ে মালা
গেঁথে কথা-মালা
শোনাতে তুমি আমাকে ॥

ঝড় এলো মেলো
ভেঙে দিয়ে গেল
সেই মিলনের সাঁকো
মাঝখানে নদী
এই পারে আমি
ঐ পারে তুমি থাকো।

ভুল বোঝা বুঝি
ভুল খোঁজা খুঁজি
কার ভুল ছিল জানি না
ভালবাসা মনে
বাসা বেঁধে ছিল

ভেঙে গেছে মন— আঙিনা
সেই সব ছবি
আজ জল ছবি
দু'চোখের কোণে কে আঁকে?

সুর : বাপী লাহিড়ী
শিল্পী : সৈকত মিত্র

সন্‌সনিয়ে
বন্‌ বনিয়ে
আকাশ পথে
পথ খুঁজছে
জান্‌লা খুলে
গাছের পাতা
রাস্তা দিয়ে
শাড়ির আঁচল
ভাল্লাগে না

বইয়ে হাওয়া
উড়ছে ধুলো
পথ হারিয়ে
পাখিগুলো
দেখতে গিয়ে
উঠ্‌ছে দুলে
হাঁটতে গিয়ে
এলো মেলো
ভাল্লাগে না
কিস্যু ভাল্লাগে না॥

হঠাৎ হঠাৎ
সত্যজিতের
মন হ'তে চায়
এক আধুনিক
এ' সব দেখেও
ভাল্লাগে না

বিকেলগুলো
ছায়াছবি
উদাস উদাস
ভাবুক কবি
মন ভোলে না
ভাল্লাগে না
ধ্যুৎ! ভাল্লাগে না
কিস্যু ভাল্লাগে না

মুচ্‌কি হাসে
সন্ধ্যা নামে
হাজার তারার
রাত হয়েছে
বাতাস এসে
মিষ্টি যেন
ঘরের কোণে
নরম সুরে
এমন সময়
আমার প্রিয়া
চা এনেছি

শালবনীটা
ঘোম্‌টা পরে
প্রদীপ জ্বেলে
রবীন্দ্রনাথ
শিস্‌ দিয়ে যায়
'নাজির হোসেন'
বেতার গান
শ্রীমতী সেন
পর্দা ঠেলে
বল্‌ল হেসে
কাপটা ধরো

উষ্ণ ছোঁয়ায়
তবু, মন টানে না

ভালবেসে
তবু, মন টানে না
কিস্যু ভাল্লাগে না
ধ্যুৎ! ভাল্লাগে না॥

সুর ও শিল্পী : সৈকত মিত্র

(১)

বরণে কনক চাঁপা রঙ
পরনে দামী রঙ শাড়ি
চরণে বাঁধা রুপোর মল
তোমাকে মানিয়ে ভারি ॥

চললে রাজহংসী যেন
দুলিয়ে বাহুলতা চলে
বলনে কুহুর সুরে সুরে
যেন সে কত কথা বলে
তার ঐ রূপের ছটা দেখে
আকাশে চাঁদ পাতে পাড়ি ॥

হাসিতে মুক্তো ঝরে ঝরে
খুশিতে তার নদীর কলতান
বিরহে আকাশ ভেঙে পড়ে
শাওনা-মেঘের অভিমান।

হৃদয়ে ভালবাসা তার
যেন সে, ভোরের ফোটা ফুল
দু'চোখে সাগরিকা বয়
কেন যে আঁখির উপকূল
আহা, ঐ নীল পদ্মা ফোটে
বুঝি সে ব্যথারই রং তারই ॥

সুর : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
শিল্পী : সৈকত মিত্র

(২)

রাতের ভোর নেই
　　　তাই কি হয়
দিনের শেষ নেই
　　　তাও কি হয়?

ফুলের বন নেই
প্রেমের মন নেই
আপনজন নেই
　　　তাও কি হয়?

আকাশে তারা নেই
ডাকলে সাড়া নেই
নিমেষ-হারা নেই
　　　তাও কি হয়?
চাঁদের ছায়া নেই
মেঘের মায়া নেই
আমার তুমি নেই
　　　তাও কি হয়?

সুর : মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়
শিল্পী : শ্রাবন্তী মজুমদার

(১)

তোমার তুলনা নেই
যতবার দেখি যতরূপে তোমাকেই
তোমার তুলনা নেই॥
নীল আকাশ যদি বলে :
নীল রঙ শাড়ি পরনে তোমার
তাই, অপরূপা হ'লে
কুসুমেরা যদি বলে :
তার হাসি নিযে তুমি তো হেসেছ
তাই, সুন্দরী হলে
আমি মানব না, আমি মানব না
আমি মানব না কিছুতেই॥
ঢেউ যদি বলে তার :
তোমার কাজল কুন্তলে আছে
ছন্দের উপহার
সাগরিকা বলে তার
কল-কল্লোলে উচ্ছল তুমি
তাই বুঝি অনিবার
আমি মানব না, আমি মানব না
আমি মানব না কিছুতেই

সুর . হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
শিল্পী : সৈকত মিত্র

(২)

পত্র লিখেছো
ঠিকানা দাওনি কেন?
তুমি কি চাও
আমি না লিখি যেন?

তোমার কি মনে পড়ে
বলেছিলে কতদিন
আমি যেন চিঠি লিখি
সপ্তাহে একদিন
ভুলিনি ভুলিনি এখনও সে কথা
মনে আছে সব, জেনো॥

ঠিকানা না যদি লেখ
অভিমানে, রাগ করে
কি করে লিখ্‌ব আমি
এ-চিঠির উত্তর?

হঠাৎ ঝাড়ের হাওয়া
ভেঙেছে প্রেমের সাঁকো
দূরে আছো, তবু চেন
আবার আমারে ডাকো
বুঝিনা বুঝিনা বুঝতে পারি না
ব্যথা দিতে চাও কেন?

সুর : কল্যাণ সেন বরাট
শিল্পী : রুমা মুখোপাধ্যায়

আকাশবাণী বলেছে, আকাশ মেঘলা থাকতে পারে
ঝড়ের আভাস ছড়িয়ে বাতাস জোরেও বইতে পারে
তাহলে কি করে, আসবে সে বল, আমার মনের দ্বারে?

যদি ঝরো ঝরো বৃষ্টির ধারা
নামে আরও বেশি জোরে
দম্‌কা হাওয়ারা থম্‌কে দাঁড়ায়
দৃষ্টি আড়াল করে
দিনের সূর্য ডুবে যায় যদি
রাতের অন্ধকারে
তাহলে, কি করে আসবে সে বলো
আমার মনের দ্বারে॥

কালবৈশাখী মেঘ তুমি আজ
আমার মিনতি রাখো
ঝড়ের বাতাস আজকে না-হয় না এলে তুমি
আরেকটু দূরে থাকো।

যদি যেতে যেতে পথটা না চিনে
পথ সে হারিয়ে ফেলে
ওগো চাঁদ তুমি আকাশ প্রদীপ
আঁধারে দিয়ো গো জ্বেলে
মনের কান্না চোখে এসে থামে
পেয়েও পাব না তারে॥

সুর : ভূপেন হাজরিকা
শিল্পী : ঊষা মঙ্গেশকর

ভারতবর্ষ : সূর্যের এক নাম
আমরা রয়েছি সেই সূর্যের দেশে
লীলা চঞ্চল সমুদ্রে অবিরামে
গঙ্গা যমুনা ভাগীরথী যেথা মেশে॥

ভারতবর্ষ : মানবতার এক নাম
মানুষের লাগি মানুষের ভালবাসা
প্রেমের জোয়ারে এ-ভারত ভাসমান
যুগে যুগে তাই বিশ্বের যাওয়া-আসা
সব তীর্থের আঁকা-বাঁকা পথ ঘুরে
প্রেমের তীর্থ ভারততীর্থে মেশে॥

ভারতবর্ষ : সাম্যের এক নাম
অস্পৃশ্যতা হিংসা ও দ্বেষ ভুলে
কণ্ঠে সবার একতার জয়গান
ভেদাভেদ্ ভুলে বক্ষে নিয়েছে তুলে
দেবতা এ-দেশে মানুষ হয়েছে জানি
মানুষকে দেখি গণ দেবতার বেশে॥

সুর : ওয়াই এস্ মুলকি
শিল্পী : ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার

(১)

হে প্রিয়তমা,
আমি তোমায় বিদায় কখনো দেব না
হৃদয়ে আমার কী যে ব্যথা
তুমিতো সে কথা জানো না॥

তুমি চলে যাবে মালা খুলে রেখে
স্বপনেও আমি ভাবিনি
এই মনেতে আগুন জ্বালিয়ে
কেন যে নিভিয়ে দিলে না॥

সাজানো এ-ঘর ভাঙলো যে আজ
কোন্ ভুলে যে, কেন যে আজ
দু'চোখে আমার দিলে উপহার
ব্যথার শ্রাবণ, বেদনা॥

সুর ও শিল্পী : কিশোরকুমার

(২)

এ-জীবন প্রেমেরই এক পাতাবাহার কবিতা
হৃদয়ের কাগজে কলমে লিখি তা'॥

দু'টি মন দু'টি প্রাণ যদি বাজে একই সুরে
ভালোবাসা কাকে বলে, অনুরাগের ছোঁয়া তা'॥

হাতে হাত রেখে যদি
একই সাথে চলে যে
একই পথে চলে যে
তারই নাম জেনো প্রেম, অনুভবের ছবি তা'॥

সুর ও শিল্পী : কিশোরকুমার

(১)

অন্ধকারের এই রাতের শেষে
সূর্য কেন উঠ্‌ল না
ভোরের পাখি ঘুম ভাঙাতে
আমায় কেন যে ডাক্‌ল না ॥

রাতের তারা হারিয়ে গেল
মেঘের কোলে যে নেই ঠিকানা
পূর্ণিমাতে চাঁদের আলো
জোছনা হয়ে কেন ফুট্‌ল না

গোলাপ ফুলের গন্ধ দিয়ে
ফুরিয়ে যাব, কেউ জানে না
গোলাপ কাঁটার আঘাত সয়েছি
গোলাপ ফুল আর জুট্‌ল না ॥

সুর ও শিল্পী : কিশোরকুমার

(২)

আমি প্রেমের পথের পথিক
ঘুরি পথে পথে যদি তারে খুঁজে পাই
মনে প্রেম আছে, প্রিয়তমা নাই
কাছে নাই ॥
মিছে আশা আর নিরাশাব বালুতে
ভুল ক'রে বেঁধেছি যে ঘর
জীবন-সাথী হায় মেলেনি আমার
পেয়েছি বৈশাখী ঝড়
আমি ছলনার সাথে মিতালী করেছি
বেদনা সে বিষের অধিক ॥
ছবি হয়ে আছো এই মনেতে
মায়াবিনী হাসি হাসো
অনেক দূরে তবুও কাছে
স্বপনের মাঝে এসো
আমি বিরহের মাঝে মিলন খুঁজেছি
এ-হৃদয় প্রেমের পথিক ॥

সুর ও শিল্পী : কিশোরকুমার

(১)

আমি দুঃখকে সুখ ভেবে বইতে পারি
যদি তুমি পাশে থাক'
দৈন্য কে হাসিমুখে সইতে পারি
যদি তুমি পাশে থাক'॥

একটু বাতাস যদি হয়ে যায় ঝড়
সেই ঝড়ে ভেঙে যায় যদি বাঁধা ঘর
আবার নতুন ঘর বাঁধতে পারি
যদি তুমি পাশি থাক'॥

না-হয় হল না দেখা ফুলেদের সাজ
না-হয় হল না শোনা পাখির আওয়াজ
সব কিছু ভাল আজ লাগতে পারে
যদি তুমি পাশি থাক' ॥

সুর ও শিল্পী : কিশোরকুমার

(২)

যাওয়ার আগে যাব না আমি তোমাকে না বলে
শেষ দেখা আর শেষ কথা তাই, হবে না তা' না হলে।

কত কথা ছিল তোমাকে বলার
কত সে গল্প বেলা-অবেলার
বল্‌তে গিয়েও পারিনি বলতে
সময় গিয়েছে চলে॥

কতবার ডেকে বলেছি,— 'শোনো'
শুনতে চাওনি তুমি তা' কখনো
মনের কথা মনেই রেখেছি
যা ছিল মনের অতলে॥

সুর : কল্যাণ সেন বরাট
শিল্পী : নির্মলা মিশ্র

সংলাপ ।।　　প্রেম যেন এক অতিথির মত কখনো জীবনে আসে
ফুল-ডোরে বাঁধে, কখনো আবার
অশ্রু ঝরিয়ে চলে যায় ।।

*　*　*　*　*

প্রেম বড় মধুর
কভু কাছে, কভু সুদূর
কখনো জীবনে ফুল ফোটায়ে
কাঁদিয়ে যায় সে দূর ।।

প্রেম যেন নদী ভাঙে আর গড়ে
জীবনের দু'টি কূল ঘিরে
ভাঙা-গড়া খেলা, খেলে সারা বেলা
তীর ছুঁয়ে যায় ধীরে ধীরে
মিলনের গান গায়
বিরহের কান্নায়
হৃদয়ে বাজায় নূপুর ।।
ভাঙা-গড়া ছন্দে, কখনো আনন্দে
কখনো যে সুর বিধূর ।।

প্রেম যেন নারী আলো আর ছায়া
জীবনের নীলাকাশ ঘিরে
কখনো সে মায়া, কখনো আলেয়া
মায়াবিনী দু'টি আঁখি-তীরে
ছায়াছবি এঁকে যায়
সুখে দুখে ঝঞ্ঝায়
আকাশে মেঘের সিঁদুর
প্রেম-প্রীতি-দ্বন্দ্বে
বকুলের গন্ধে
ভরে' সে সকাল-দুপুর ।।

সুর ও শিল্পী : কিশোরকুমার

ওরে বন্ধু রে
ওরে সাথী রে
ডাক দিয়েছে আগামী কাল
সূরজ ওঠে পূরব কোণে আনধার ভেঙে আসে সকাল।

পিছনে থাক্ পড়ে
জীবন ঝর্ ঝরে
সবাই হাত ধরে চল্
অনেকটা পথ ঘুরে
ঠিকানা বন্দীরে
পা ফেলে, আরো জোরে চল্
আস্‌মানে মেঘ কাজল-কাজল ভাই
পথ দেখে চল্ সামাল সামাল ভাই
প্রাণ বন্ধুরে, প্রাণ সাথী রে॥

মেঘের ঐ কোলে
বাদল এল বলে
হাওয়ারা ঝড় তুলেছে
তবুও থামব না
ভয়কে মানব না
যাব না পথ ভুলে যে
মনেতে নেই অমিল অমিল ভাই
এক পথে হও সামিল সামিল ভাই
প্রাণ বন্ধু রে, প্রাণ-সাথীরে॥

সুর ও শিল্পী : কিশোরকুমার

(১)

আমার আঁধার ভুবনে আবার কে তুমি
জ্বেলেছো প্রদীপ খানি
আত্মার তুমি পরম আত্মীয়া জানি॥

মনের আকাশে ব্যথার বাদল সরায়ে
অনুরাগে তুমি দিয়েছো হৃদয় ভরায়ে
এতদিন পরে, আলোর দেয়ালি
জ্বেলেছো যে তুমি জানি॥

তুমি এলে তাই ফিরে ফিরে পাই
জীবনে চলার ছন্দ
বকুল বকুল গন্ধ।

তোমার আসাতে, হৃদয়ের কাছে আসাতে
বুক ভরা শুধু অকৃপণ ভালবাসাতে
তুমি তো জানো না আমাকে করেছো
ঋণী ওগো কতখানি॥

সুর ও শিল্পী : কিশোরকুমার

(২)

যখন আমি অনেক দূরে থাক্‌বো না এই মাটির ঘরে
তখন কি আর পড়বে মনে আগের মতন করে,
আমায় আগের মতন করে?

আমার প্রাণের পরশ পেয়ে বেজেছিল যে গান
ধুলো জমা তানপুরাটাও ধরেছিল সেই তান
আমি, কথার গোলাপ ফুটিয়েছিলাম
তোমাদের এই জল্‌সারে॥

তোমাদের এই ভালবাসা আমার গানের পুরস্কার
যাবার আগে জানিয়ে গেলাম আমার প্রীতি, নমস্কার
আমায়, যা' দিয়েছো তাই নিয়েছি
রেখেছি এই হৃদয় ভ'রে॥

সুর ও শিল্পী : কিশোরকুমার

সেই তানপুরা আছে, ছিঁড়ে গেছে তার
বাজালে বাজে না আর পুরনো সুরে
এই মনের সেতার॥

একদিন প্রেম কাছে এসেছিল
'ভালবাসা' মনে বাসা বেঁধেছিল
ভেঙে দিয়ে সেই ঘর
যে হয়ে গছে 'পর'
কোনও দিন ফিরে সে আসবে না আর।
বাজালে বাজে না আর পুরনো সুরে
এই মনের সেতার॥

বুঝিনি তো প্রেম মানে শুধু আঁখিজল
ব্যথা আর বেদনার শুধু যোগফল
হৃদয়ের ভাঙা-গড়া
আর অভিশাপে ভরা
'ভালবাসা' মিছে কথা, শুধু হাহাকার।
বাজালে বাজেনা আর পুরনো সুরে
এই মনের সেতার॥

সুর : অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
শিল্পী : কিশোরকুমার

আহা, 'কথক' না-কি 'কথাকলি'
ফোটা ফুল না আধো ফোট-কলি
আহা, কী দেখি পাইনা ভেবে
নূপুর না-কি পদাবলী?
হায়, দোল্ দোল্ দোলা
আজ প্রাণ খোলা
এই গানে গানে তাই কথা বলি॥

এই চেনা-জানা এই জানা-শোনা
এই মনে মনে কিছু আলোচনা
শুধু ভাল লাগে কেন ভাল লাগে
রাগে-অনুরাগে ওঠে উচ্ছলি।
হায়, দোল্ দোল্ দোলা
আজ প্রাণ খোলা
এই গানে গানে তাই কথা বলি॥

তুমি অনুভবে চিরদিন রবে
তুমি কথা কবে ভুলে যাব গানে
এই পরিচিতি এই কলগীতি
এইটুকু স্মৃতি রবে স্বপনে।
দোল্ দোল্ দোলা
আজ প্রাণ খোলা
এই গানে তাই কথা বলি॥

সুর : অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
শিল্পী · কিশোরকুমার

সংলাপ ।।   দু'চোখে দেখিনা তোমায়। তবু আছো, তুমি আছো।

*   *   *   *   *

হাওয়া,
মেঘ সরায়ে, ফুল ঝরায়ে
ঝিরি ঝিরি এলে বহিয়া
খুশীতে ভরেছে লগন
আজ ওঠে মন ভরিয়া।।

এতদিন কোথায় ছিলে
পথ ভুলে তুমি কি এলে
প্রেমের কবিতা তুমি
শোনালে যে গান গাহিয়া
কুহু কুহু কুহু কোয়েলিয়া
"ভালোবাসো" যাও বলিয়া।।

তুমি এলে তাই ফোটে ফুল
তুমি এলে তাই ভাঙে ভুল
মন আজ কিছু মানে না
হৃদয় সাগর আকুল।

তুমি এলে প্রিয়ার বেশে
ভরে দিলে মন আবেশে
দক্ষিণা বাতাস তুমি
জুড়ালে দহন হিয়া
সুরে সুরে বেজে ওঠে বাঁশুরিয়া
শুনে, সব যাই ভুলিয়া।।

সুর ও শিল্পী : কিশোরকুমার

(১)

আহা,
এক কাপ চা
মুখে তুল্‌তেই মনে পড়ে যায়
দরজার পাশে, দাঁড়াতে এসে
ভীরু লজ্জায়
চোখে-মুখে হাসি অল্প
কবেকার সেই গল্প
মনে পড়ে যায়... হায়...॥

বাজে কঙ্কণ, বাজে কিঙ্কিনী
চোখ বুজে তা' আজও যেন শুনি
তুমি হাসতে, হেসে বল্‌তে
চায়েতে দেব, ক'চামচ চিনি?
চোখে-মুখে হাসি অল্প
কবেকার সেই গল্প
মনে পড়ে যায়... হায়...॥

এলো মেলো চুল মুখের উপর
হাতে খোলা বই— 'তারাশংকর'
মুখের হাসিতে ছড়িয়ে দিতে
সুরের সুরভি 'রবিশংকর'
চোখে-মুখে হাসি অল্প
কবেকার সেই গল্প
মনে পড়ে যায়... হায়...
'এক কাপ চা'— আহা!

সুর : অমিতকুমার
শিল্পী : কিশোরকুমার

(২)

একদিন আরও গেল
থামানো আর গেল না
আঁধারের ছায়া
আজও নাও ভাসানো
পাই না মাঝির দেখা॥

কাল বোশেখী মেঘে
আঁধার আসে ঢেকে
তবু এসে, কখন যেন
ঘিরেছে আমাকে
পথ চেয়ে বসে আছি
মন দুখে ভরা॥

রাত ফিরে এল আবার
ডুবে গেছে তারা
নিভেছে আশার প্রদীপ
নয়নের তারা।

দূর— বড় দূর ঠিকানা
জানি না, সে কোন্ অজানা
কি ক'রে হব যে পার
ভেবেই সারা॥

সুর ও শিল্পী : কিশোরকুমার

জীবন,
কত মধুর এ-জীবন
জীবন,
ভালোবাসার এ-জীবন
নয়ন,
দেখেছে আষাঢ় শ্রাবণ
কান্না-হাসির দোলায় দুলেছে প্রাণের ঝুলন
এই তো জীবন ॥

সুখে আর দুখে জীবনের এই খেলাঘর
কখনো রাঙানো রঙে, কখনো ভেঙেছে ঘর
কান্না-হাসির দোলায় দুলেছে প্রাণের ঝুলন
এই তো জীবন ॥

ভাঙা আর গড়া চিরদিনের এই খেলা
কখনো কাঁদালে হায়, ভাসলে খুশিতে ভেলা
কান্না-হাসির দোলায় দুলেছে প্রাণের ঝুলন
এই তো জীবন ॥

জীবন
কত ব্যথার এ-জীবন
জীবন,
তবু, মধুর এ' জীবন ॥

সুর : অমিতকুমার
শিল্পী : কিশোরকুমার

(১)

আমার গানের কথা খুঁজে পাই
ফুটে-থাকা-ফুলেদের শরীর থেকে
আমার গানের ছন্দ খুঁজে পাই
পাখিদের মেলে দেওয়া পাখনা দেখে।

ঐ বাসন্তী রোদ মেখে গায়
বন-পলাশের ফুটেওঠে বনে
মন তখনই উপমা খোঁজে মনে
আমি মিল খুঁজে পাই
কবিতা লিখি তাই
ঝরে-পড়া-পাহাড়িয়া ঝর্না দেখে॥

বেদনায় যদি কেউ কাঁদে
খুঁজে পায় প্রেম, ভালবাসা
সে তো, আমার গানের পরিভাষা
কিছু সুখ, কিছু জ্বালা
তাই দিয়ে গাঁথি মালা
মানুষের হাসি আর কান্না দেখে॥

সুর : অমল হালদার
শিল্পী : রুমা মুখোপাধ্যায়

(২)

বেশ আছি,
আমি ভাল আছি,
দুখের সাগরে ভাসতে ভাসতে
সুখের ঠিকানা পেয়ে গেছি॥

ভালবাসা দিয়ে হৃদয়ে এঁকেছি
যার ছবি
সেই চেনা-মুখ সে আমার
প্রিয় বান্ধবী
স্মৃতির সুরভি বুকে নিয়ে তার
আমি বাঁচি।
বেশ আছি... ভাল আছি॥

অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছি
আরও কত পথ আছে বাকি
জীবনের এই খেলাঘরে খেলা
সবটুকু তার নয় ফাঁকি।

অন্ধকারই নতুন আলোর
পথ দেখার
মন ভ'রে থাকে পুরনো দিনের
আলোচনায়
চোখের আড়ালে, তবুও মনের
কাছাকাছি॥

সুর : স্বপন চক্রবর্তী (বম্বে)
শিল্পী : শিবাজী চট্টোপাধ্যায়

(১)

মায়াবতী মেঘে এল তন্দ্রা
তুল্ তুল্ রাঙা পায়েতে
ফুল ফুল বন-ছায়াতে
পলাশের রঙ্ রাঙালো কখন
চোখে সে স্বপন আঁকে॥

গুন্ গুন্ গুন্
ফিরে এল ঐ ফাল্গুন
পথিক মেয়ে চঞ্চল
কাঁকণ বাজে ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্
পলাশের রঙ্ রাঙালো কখন
চোখে সে স্বপন আঁকে॥

ছুন্ ছুন্ ছুন্
ঝুমুর বাজে কার রুম্‌ঝুম্
মহুর বনে মৌ দোল্ দোল্
দু'নয়নে নেই নেই ঘুম
পলাশের রঙ্ রাঙালো কখন
চোখে সে স্বপন আঁকে॥

সুর : নচিকেতা ঘোষ
শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

(২)

আমায় ডেক না আর
ফিরে যেতে দেরী হয়ে যাবে
আকাশে আলোর শেষ আভা
আঁধারেই পথ হারাবে॥

দেখা হল, কথা হল
তবু, কথা রয়ে গেছে বাকি?
শেষ কথা তুমি বলো
সে এমন লজ্জার কথা কি?
এখনও আগের মত
লাজুক রয়েছ স্বভাবে॥

সেই তুমি নেই তুমি
এই আমি একা-একা আছি
আজ তুমি বহুদীরে
হৃদয়ের নেই কাছাকাছি
বুঝিনি তো কোনও দিন
পথ এসে, ভুল-পথে দাঁড়াবে॥

সুর ও শিল্পী : শিবাজী চট্টোপাধ্যায়

মানুষ মানুষের জন্য
জীবন জীবনের জন্য
একটু সহানুভূতি কি
মানুষ পেতে পারে না?
... ও বন্ধু!

মানুষ মানুষকে পণ্য করে
মানুষ মানুষকে জীবিকা করে
পুরনো ইতিহাস ফিরে এলে
লজ্জা কি তুমি পাবে না?
... ও বন্ধু!

বলো কি তোমার ক্ষতি
জীবনের অথৈ নদী
পার হয় তোমাকে ধ'রে
দুর্বল মানুষ যদি।

মানুষ যদি সে না হয় মানুষ
দানব কখনো হয় না মানুষ
যদি দানব কখনো হয় বা মানুষ
লজ্জা কি তুমি পাবে না?
... ও বন্ধু!

সুর ও শিল্পী : ভূপেন হাজারিকা

কখনো আকাশে কলো মেঘ যদি থামে
তা'র দুই চোখে বর্ষার ঢল্ নামে
মন-জানালার পর্দাকে তুলে ধরো
তখন আমাকে একবার মনে করো॥

ফাল্গুনী বনে ফুল ফোটা শুরু হলে
মনের ময়ূরী তখন পেখম খোলে
চোখের পাতায় স্বপ্নেরা হয় জড়ো
তখন আমাকে একবার করো॥

হারানো সুরে বিরহিনী কান্নায়
মন যদি চায়, অতীতের গান গায়
বেদনার ছোঁয়া পেয়ে
তখন আমাকে ভুলে যেও, তুমি মেয়ে।

ঊষসী আলোয় কৃষ্ণচূড়ার শাখে
রং ধরে যদি : কোয়েলিয়া কুহু ডাকে
কুহু কুহু সুরে মন কাঁপে থরো থরো
তখন আমাকে একবার মনে করো॥

সুর : কল্যাণ সেন বরাট
শিল্পী : শ্রীকান্ত আচার্য

এই পৃথিবীর থেকে ঐ আকাশ বড়
আকাশের থেকে বড় সূর্য-তারা
সূর্যের থেকে আরও অনেক বড়
মানুষের শাশ্বত স্রোতের ধারা
সেই মানুষের গান মোরা গাই
মোরা মানুষের জয়গান গাই॥

এই পৃথিবীর থেকে ঐ সাগর বড়
নীল সাগরের বুকে জলের ধারা
নীল সাগরের থেকে অনেক বড়
হৃদয়ে প্রেমের এই ফল্গুধারা
এই হৃদয়েতে প্রেম আছে
মোরা মৈত্রীর দু'হাত বাড়াই॥

জানি সুখ ছোট দুঃখ সে অনেক বড়
দুঃখের চেয়ে বড় এ' মহা-জীবন
জীবনের চেয়ে আরও অনেক বড়
ভালোবাসা দিয়ে গড়া মানুষের মন
সেই জীবনের গান মোরা গাই
মোরা জীবনের গান গেয়ে যাই।

সুর : রামানুজ দাশগুপ্ত
শিল্পী : রুমা গুহঠাকুরতার পরিচালনায়
ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার

সাগর নদী কত দেখেছি দেশ
আর, পাহাড়ে সোনালী কত সূর্যোদয়
আমি দেখেছি দ্বীপ
কত অন্তরীপ
আর, নিশীথ রাত্রে বলে চন্দ্রোদয়
তবুও ভরে না মন
আহা, ভরে না মন
কি করে বোঝাব যা' দেখে নয়ন
সব সেরা দেনা আনে হৃদয়ে রেশ
আহা, 'জন্মভূমি'— এই আমার দেশ॥

দেখেছি মরুভূমি বালুকাময়
আর, ঝর্নার ঝরো ঝরো জলপ্রপাত
পাহাড়ী পথ বেয়ে চলেছি যে
নীল সাগরে মিশে যেতে শুনেছি তান
তবুও ভরে না মন হায়, ভরেনা মন
কি করে বোঝাব যা' দেখে নয়ন
সব সেরা দেশ আনে হৃদয়ে রেশ
আহা, জন্মভূমি— এই আমার দেশ॥

শুনেছি পথে যেতে পাখির গান
সেই পাখির ছিল হায় কি যেন নাম
বরফে ঢাকা কত ছোট্ট গ্রাম
হায়, স্মৃতিতে গাঁথা আছে জুড়ায় প্রাণ
তবু, ভবে না মন হায়, ভরে না মন
কি করে বোঝাব যা' দেখে নয়ন
সব সেরা দেশ আনে হৃদয়ে রেশ
আহা, জন্মভূমি এই আমার দেশ॥

জ্যামাইকান ফেয়ারওয়েলের
প্রচলিত সুর-এর অনুসরণে।
শিল্পী : রুমা গুহঠাকুরতার পরিচালনায়
ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার।

ভারত আমার ভারতবর্ষ
স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো
তোমাতে আমরা লভিয়া জনম
ধন্য হয়েছি ধন্য গো॥

কিরীট ধারিনী তুষার শৃঙ্গে
সবুজে সাজানো তোমার দেশ
তোমার উপমা তুমিই তো মা
তোমার রূপের নাহিতো শেষ
সঘন গহন তমসা সহসা
নেমে আসে যদি আকাশে তোর
হাতে হাত রেখে মিলি একসাথে
আমরা অনিব নতুন ভোর॥

শক্তি দায়িনী দাও মা শক্তি
ঘুচাও দীনতা ভীরু আবেশ
আঁধার রজনী ভয় কি জননী
আমরা বাঁচাব এ-মহাদেশ
রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ
বীর সুভাষের মহান দেশ
নাহি তো ভাবনা, করি না চিন্তা
হৃদয়ে নাহি তো ভয়ের লেশ॥

সুর : অজয় দাস
শিল্পী : মান্না দে

জীবন যদি জীবন হয়
'জয়' কে তুই আপন কর
স্বর্গ যদি কোথাও থাকে
নামাও তাকে মাটির 'পর।

এই দুঃখ তো নয় চিরদিন
এই কষ্ট তো নয় চিরদিন
এ'দিন যাবেই যাবে এ-আজ
যেমন গেছে হঠাৎ এ-দিন
আবার হবে পৃথিবীটা
বসন্তেরই এ-জীবন।
(স্বর্গ যদি কোথাও থাকে নামাও তাকে মাটির 'পর)

সকাল-সন্ধ্যা রঙিন করে
সুনীল আকাশ রূপকার
এ-গান শোনায় পৃথিবী শোন
বাতাসে তার এ ঝংকার
এ দেশটাকে আবার পরাও
নতুন সাজের অলংকার।
(স্বর্গ যদি কোথাও থাকে নামাও তাকে মাটির 'পর)

মরণ আসে নানান্ বেশে
বসনে তার অন্ধকার
মানাতে হার সে কি পারে
নিজেই সে তো মেনেছে হার
নতুন প্রভাত জেগে ওঠে তার
নব জীবন হল রে ভোর।
(স্বর্গ যদি কোথাও থাকে নামাও তা'কে মাটির 'পর)

সুর : সলিল চৌধুরী
শিল্পী : রুমা গুহঠাকুরতার পরিচালনায়
ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার।

ও মরি! মরি!
লাজে মরি
কি করে সই যাব যমুনায় রে
চুপি চুপি
রাধা নামে
ডাকে বাঁশী ঘরে থাকা দায়রে॥

চুপি চুপি ননদী রেখেছে নজরে
দুয়ারে শাশুড়ি মরেছি ফাঁপরে
মন হাহাকার করে
মন ঘরবার করে
পায়ে যে শিকল বাঁধা
ঝন্-ঝনা-ঝন্ ঝন্-ঝন্ ঝন্-ঝন্ মরি! মরি!

আমি হয়ে কলংকিনী
যেন থাকি চিরদিনই
রঙ্গিলী রঙ্গিলা সে বাঁশীতে মরণ জানি... মরি! মরি!

যত দোষ আমারই এপোড়া কপালে
দুর্নাম আমাকে দেয় যে সকলে
যদি হাতে-নাতে ধরে
মন ভয়ে ভয়ে মরে
ভয়েতে শিউরে উঠি
ছম্-ছমা-ছম্ ঝম্-ছম্ ঝম্-ঝম্
মরি! মরি!

কথা ও সুর : নৌশাদ
শিল্পী : হৈমন্তী শুক্লা

একা একা থাকা
কত যে সুখের তা' আমি জানি
এ আমার ব্যথা নয়
বেদনার কথা নয়
কি করে তোমাদের বোঝাব আমি?

সুখের স্বর্গ আমি এতো গড়েছি
নিঃসীম শূন্যতা ভরে রেখেছি
সুরে সুরে গানে গানে
ভালবাসা দিয়ে প্রাণে
সাজিয়ে রেখেছি আজ আমাকে আমি॥

এসেছি একা একা
চলে যাব আমি একা
এই ভাল, দু'দিনের
এই পরিচয়, দেখা।

তোমাদের ভালবাসা আমি পেয়েছি
সেই ভালোবাসা দিয়ে বাসা বেঁধেছি
এই হাসি এই প্রীতি
এ' আমার সুখ-স্মৃতি
অনেক পাওয়ার সুখে সুখী যে আমি॥

কথা ও সুর : হৈমন্তী শুক্লা

(১)

এই তো এলে
এখনই প্রিয়, যাবার কথা বলো না
যে-কথা বল্‌ব বলে
ভেবেছি মনে মনে
সে কথা তোমায় বলা হল না
যাবার কথা বলো না
না না॥

বেশ তো ছিলাম আমি
আমারই একা
না-হয় হত না আর
কোনও দিনও দেখা
মনের দরোজা কেন দিলে গো-খুলে
সে কথা বোঝা গেল না।
যাবার কথা বোলো না॥

অনেক দিনের পরে
দেখা হল যদি
দু'চোখে নামালে কেন
বেদনার নদী
আমাকে কাঁদিয়ে তুমি কি সুখ পেলে
সে কথা জানা হল না।
যাবাব কথা বলো না॥

কথা ও সুর : হৈমন্তী শুক্লা

(২)

আমি তো জানি, আমার এ-গান
পারে না খুশির ছোঁয়া তোমায় দিতে
মনের কথা শুধু মনে মনে থেকে যায়
চাওনি তো বুঝে নিতে ॥

গানে গানে এই কাছে আসা
এরই নাম জেনো, 'ভালোবাসা'
আমার গানে স্বরলিপি তোমারে
কিছু যেন চায় বলিতে ॥

যতটুকু ছিল প্রেম দিয়েছি তোমায়
আমার জীবন থেকে
বসন্ত নিয়েছে বিদায়।

কথা দিয়ে গাঁথা মালা
বেদনার সুরভিতে ঢালা
অতীত স্মৃতির মৌমাছি চায় যে
ভীরু পাখা মেলে চলিতে ॥

সুর : মান্না দে
শিল্পী : হৈমন্তী শুক্লা

(১)

তোমার বুকে মুখ রাখলে
পদ্ম ফুলের গন্ধ
তোমার বুকে মুখ রাখলে
ভালোবাসার অন্ধ ॥
চিরকালের আমি তোমার
চিরদিনের তুমি আমার ॥

তোমার চোখে চোখ রাখলে
রূপকথারই ছবি
তোমার চোখে চোখ রাখলে
এক নিমেষেই কবি
তোমার চোখে চোখ রাখলে
রয় না দ্বিধা-দ্বন্দ্ব
চিরকালেব আমি তোমার
চিরদিনের তুমি আমার ॥

তোমার হাতে হাত রাখলে
শারদ উৎসব
তোমার হাতে হাত রাখলে
পাখির কলরব
তোমার হাতে হাত রাখলে
পায়ে চলার ছন্দ
চিরকালের তুমি আমার
চিরদিনের আমি তোমার ॥

সুর : বাপী লাহিড়ী
শিল্পী : সৈকত মিত্র

(২)

প্রথম না-হয়, দ্বিতীয় না-হয়
তৃতীয় শ্রেণীর আমরা সবাই
জীবন-রেলের যাত্রী যে ভাই॥

মাঝে মাঝে বাজে বাঁশি রেল কুহরে
না-পাওয়ার কালো ধোঁয়া আকাশে ওড়ে
চলতি চাকায় বাজে যন্ত্রণাটাই॥

সাথে আছে বোঝা, ছোট-বড় করা
সে বোঝা বেদনার ইতিহাসে গড়া
আমাদের দু'চোখের বেদনা ঝরায়
এই ছন্দের তালে তালে ঘুরছে চাকা।

জীবন-রেলের বঞ্চিত যাত্রী
জানি জানি কেটে যাবে এই রাত্রি
কান পেতে শোন 'বাজে ভোরের সানাই॥

সুর : ভুপেন হাজারিকা
শিল্পী : শ্রীমতী রুমা গুহঠাকুরতার পরিচালনায়
ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার।

(১)

জীবন বাবু নমস্কার
তোমার মত বন্ধু এমন
কোথায় আমি পাব আর
এই জীবনের কান্না-হাসির
তুমিই চিত্রনাট্যকার ॥

বাংলা দেশের মানুষ কোরে
নিয়ে এলে দু'হাত ধরে
হলুদ নদী সবুজ বনের
ছায়ায় ঢাকা এ-প্রান্তরে।
রবিঠাকুর নজরুলের এই
দেশ যে আমার অহংকার ॥
কণ্ঠে আমার দিয়েছো সুর
তোমার কাছে অনেক ঋণ
জীবনেরই গান গেয়ে যাই
আনন্দে তাই প্রতিদিন।

মায়ের বুকের আদর স্নেহ
অন্তবিহীন আশীর্বাদ
ভায়ের ভালবাসা পেয়ে
মিটেছে এই মনের সাধ
এই জীবনের দুঃখ মুছে
পেলাম যে সুখ পুরস্কার ॥
জীবনবাবু নমস্কার ॥

সুর ও শিল্পী : ভূপেন হাজারিকা

(২)

শরৎবাবু,
খোলা চিঠি দিলাম তোমার কাছে
তোমার 'গফুর' এখন
কোথায় কেমন আছে?
তুমি জানো না
হারিয়ে গেছে কোথায় কখন
তোমার 'আমিনা'।
শরৎবাবু, এ' চিঠি পাবে কি-না জানি না॥

গত বছর বন্যা হল, এ-বছর খরা
ক্ষেতের ফসল পুড়িয়ে দিল মাঠ শুকিয়ে 'মরা'
একমুঠো ঘাস পায় না 'মহেশ'
দুঃখ ঘোচে না
তুমি জানো না।।

বর্গীরা আর দেয় না হানা নেইতো জমিদার
তবু এ-দেশ জুড়ে নিত্য হাহাকার।

ভাবছো তুমি দেশ তো স্বাধীন
আছে 'ওরা' বেশ
তোমার 'গফুর' 'আমিনা' আর
তোমারই মহেশ
এক মুঠো ভাত পায় না খেতে
গফুর আমিনা
তুমি জানো না॥

সুর : অংশুমান রায়
শিল্পী : ভূপেন হাজারিকা

(১)

না-ই বা বল্‌লে কিছু
না-ই বা বল্‌লে কথা
সব বোঝা যায়
কি কথা রয়েছে লেখা
মনের খাতায়।

নীরব চোখের ভাষা
জানায় সে ভালবাসা
সব পড়া যায়
কি লিখে রেখেছো তুমি
চোখের পাতায়॥

যখন ফাগুন আসে
তখন ফুলেরা হাসে
মৌমাছি গায়
ফাগুন বাতাসে লিখে
কবিতা পাঠায়॥

সুর : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
শিল্পী : শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়

(২)

(শাক্ত সংগীত)

শত নামে কতজনে ডাকে যে তোমায়
দাও মা সাড়া
বিপদ তারিণী তুমি বিপদে সবার
তুমি মা 'তারা'॥

ভূলোকে পূজিত তুমি
তুমি ধূমাবতী
তুমি মা-গো দেহান্তরে
লক্ষ্মী সরস্বতী
জয়ন্তী, মঙ্গলী কালী
তুমি বসুধারা॥

কত রূপে কতভাবে তোমারই জানি
শিবা তুমি, সহচর ডমরুপানি।

নাও গো নন্দিনী মা-গো
তুমি যে কালো
মহাশক্তিরূপিনী মা
তুমি যে কমলা
মুক্তিপায় মহানামে
পাপী তাপী যারা॥

সুর ও শিল্পী : পান্নালাল ভট্টাচার্য

(১)

একটু গেলেই অথৈ সাগর
পা বাড়ালেই নদী
বুকের মধ্যে কুলুকুলু গঙ্গা ভাগীরথী
এই আমাদের কোলকাতা
প্রিয়তমা কোলকাতা
হাত বাড়ালেই বন্ধু মেলে
প্রেমের কোমলতা॥

মায়ের মত কোলকাতা তার কোলটি পাতা আছে
সবাইকে নেয় আপন করে দূরকে টানে কাছে
এই আমাদের কোলকাতা
আদরিনী কোলকাতা
ছড়ায় গানে ছড়িয়ে আছে অনেক গল্প-কথা॥

আকাশ যেন 'যামিনী রায়' বাতাস 'রবিঠাকুর'
সেই বাতাসে ভাসে আবার অগ্নিবীণার সুর
নজরুলের এই কোলকাতা
নেতাজীর এই কোলকাতা
কিশোর কবি সুকান্তের ছন্দে সুরে গাঁথা॥

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর কোলকাতাতে বাণ
দুঃখ-সুখের কান্না-হাসির ওঠে কলতান
'চোখের মণি' কোলকাতা
'জ্ঞানের খনি' কোলকাতা
চিরন্তনী ঐ শহরে আছে মানবতা॥

সুর ও শিল্পী : ভূপেন হাজারিকা
কলকাতার তিন'শ বছর পূর্তি উপলক্ষে রচিত।

(২)

সোনারতরী নয়গো আমার
ছোট্ট খেয়া বেয়ে
অচিন্ গাঁয়ে পাল তুলে যায়
তোমার পথ চেয়ে
ঐ নিরুদ্দেশে পাড়ি দিয়ে
আনন্দে গান গেয়ে॥
দুল্‌কি চালে দোদুল তালে
ঢেউ তুফানে চলে
নীল সাগরের উজান স্রোতে
ঘূর্ণি চপল জলে
থমকে যাওয়া উঠ্‌বে হাওয়া
চলার সাড়া পেয়ে॥

নৌ-বাহিনীর এই আসরে এগিয়ে যেতে চাই
আর কারো নয়, তোমার তরে
একটু আছে ঠাঁই॥

সামলে চলি বাঁধ না মানি
এই নিশুতি রাতি
ভয় কি মনে তুমি আছে
এগিয়ে চলার সাথী
হঠাৎ আলোর ঝল্‌কানিতে
আকাশ গেছে ছেয়ে॥

সুর : নচিকেতা ঘোষ
শিল্পী : প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

একদিন সূর্যের ভোর
একদিন স্বপ্নের ভোর
একদিন সত্যের ভোর আসবেই
এই মনে আছে বিশ্বাস
আমরা করি বিশ্বাস
সত্যের ভোর আসবেই একদিন ॥

পৃথিবীর মাটি হবে মধুময়
বাতাস হবে মধুময়— হবে একদিন
এই মনে আছে বিশ্বাস
আমরা করি বিশ্বাস
বাতাস হবে মধুময় একদিন ॥

আর নয় ধ্বংসের গান
জনতার ঐকতান
সৃষ্টির সুরে হবে গান একদিন
এই মনে আছে বিশ্বাস
আমরা করি বিশ্বাস
সৃষ্টির সুরে গান হবে একদিন ॥

আমরা মানিনা তো বাধা-বন্ধন
হাতে বাঁধি রাখী-বন্ধন
থামবেই সব ক্রন্দন— একদিন
এই মনে আছে বিশ্বাস
আমরা করি বিশ্বাস
থামবেই সব ক্রন্দন একদিন ॥

মার্টিন লুথার কিং-এর অনুসরণে
শিল্পী : রুমা গুহঠাকুরতার পরিচালনায়
ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার

(২)

হে দোলা হে দোলা
আঁকা বাঁকা পথে মোরা ছুটে যাই
রাজা-মহারাজাদের দোলা
আমাদের জীবনের ঘামে ভেজা শরীরের
বিনিময়ে পথ চলে দোলা
এই হেঁইয়া না, হেঁইয়া না, হেঁইয়া না।

ঐ দোলার ভিতরে ঝল্‌মল্‌ করে যে
সুন্দর পোশাকের সাজ
আর, ফিরে ফিরে দেখি তাই ঝিকিমিকি করে যে
মাথায় রেশমের তাজ
হায়, মোর ছেলেটির উলঙ্গ শরীরে
একটুও জামা নেই—খোলা
দু'চোখে জল এলে মনটাকে বেঁধে যে
তবুও বয়ে যায় দোলা
হে দোলা... হে দোলা... হেঁইয়া হো... হেঁইয়া হো...
যুগে যুগে চলি মোরা কাঁধে নিয়ে দোলাটি
দেহ ভেঙে ভেঙে পড়ে
ঘুমে চোখ ঢুলু ঢুলু রাজা-মহারাজাদের
আমাদের ঘাম ঝরে পড়ে
উঁচু ঐ পাহাড়ে ধীরে ধীরে উঠে যাই
ভাল ক'রে পায়ে পা মেলা
হঠাৎ কাঁধের থেকে পিছলিয়ে যদি পড়ে
আর দোলা যাবে না তো তোলা
রাজা-মহারাজাদের দোলা
বড় বড় মানুষের দোলা॥

সুর : ভূপেন হাজারিকা
শিল্পী : রুমা গুহঠাকুরতার পরিচালনায়
ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার

(১)

এ-শতাব্দীর আওয়াজ এক সংগে চল
সংগে চল
এ-অন্তরের সাধ এক সংগে চল
সংগে চল
সংগে চল, সংগে চল, সংগে চল।
আজ দুঃখ শংকা সব মিটিয়ে দাও
মিটিয়ে দাও
আজ দ্বন্দ্ব দ্বেষ সব মিটিয়ে দাও
মিটিয়ে দাও
স্বাধীনতা, ভালবাসা শেখায় প্রেম
তোমার আমার সবার হৃদয়
হৃদয়ে যোগ দাও॥

এ-জোর কেন? জুলুম কেন? অবিচার?
এর যুগ যুগ ধরে নেই প্রতিকার
অনেক জীবন গেছে ঝরে অনেক স্বপ্ন-সাধ
এতদিন ঠকেছিতো, ঠক্‌বো না তো আর।

যেমন সুরে সুর মিলিয়ে হয় গান
ভুল কি? ভুল কি?
যেমন প্রাণের আগুন জ্বলে
ফুল্কি ফুল্কি
যেমন করে প্রদীপ থেকে জ্বলে প্রদীপ
তেমন করে যদি মোরা জ্বলি
দোষ কি? দোষ কি?

মূল রচনা : প্রেম ধাওয়ান
সুর : কানু ঘোষ (বম্বে)
শিল্পী : রুমা গুহঠাকুরতার পরিচালনায়
ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার

একদিন সূর্য উঠবেই
একদিন না-হয় একদিন
একদিন ফুলতো ফুটবেই
একদিন না-হয় একদিন।।

মেঘে-ঢাকা-মেঘলা এ-দিনটা
থাকবে না, নেই কোনও চিন্তা
ঘন-ঘোর আঁধার তো টুট্‌বেই
একদিন না-হয় একদিন।।

না না না আর নয় কান্না
আঁধারের পর্দা তো সরবেই
একদিন না-হয় একদিন
দুঃখের বরষা তো থামবেই।

রাস্তাই মিশে যায় রাস্তায়
দূরে ঐ সীমানা দেখা যায়
পায়ে পায়ে বাকি পথ চল্‌লে
ঠিকানা পাওয়া যাবে একদিন।।

সুর : ভি, বালসারা
শিল্পী : রুমা গুহঠাকুরতার পরিচালনায়
ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার

ওরে হো ....
নাম আমার কিশোরকুমার গাঙ্গুলী,
রবি ঠাকুর যে-ভাষাতে বলতো কথা, তাই বলি
নাম আমার কিশোরকুমার গাঙ্গুলী ॥
ব্যানার্জী নয়, মুখার্জী নয়—গাঙ্গুলী
নাম আমার কিশোরকুমার গাঙ্গুলী ॥

আহা গল্প হলেও সত্যি কথা, বলছি সবাই শোনো
রূপকাহিনী, রূপকথা নয় আজগুবি নয় কোনো
আমার গানের বন্ধুরা সব, মন দিয়ে আজ শোনো

এক যে ছিল দুষ্টু ছেলে, বেজায় রকম কালো
কেবল লেখাপড়ায় অষ্টরম্ভা মনটা ছিল ভালো
ও তার মনটা ছিল ভালো
এমনিতে, সে চালাক-চতুর মোটেই সে নয় বোকা
আদর করে ডাকতো সবাই, গাইয়ে বাবু, খোকা ।

খাণ্ডোয়া বাসী, বম্বে বাজার
সেই ছেলেটার বাড়ি
তাড়ির দোকান, গাঁজা-গুদাম
সামনে ছিল তারই
পালিয়ে যেতো খেলার মাঠে
সেথায় সারাবেলা
বন্ধুরা সব জুটতো এসে
খেলতো নানা খেলা

(সংলাপ)

—কয়েন তো, সেই পোলাডা কেডা?
ওটা আমি গো আমি
ব্যানার্জী নয়, মুখার্জী নয়, চ্যাটার্জী নয়—গ্যাঙ্গার্জী
নাম আমার কিশোরকুমার গাঙ্গুলী॥

আমি বম্বেবাসী
আজ, প্রবাসী
তবু খাঁটি বাঙ্গালী
নাম আমার কিশোরকুমার গাঙ্গুলী॥

আমার বাবা ছিলেন রাশভারী লোক
বি.এ. বি.এল. কুঞ্জলাল
উঠলে্ ক্ষেপে যেতেন রেগে
মুখটা যে তার হত লাল
বাবা ছিলেন পেশায় উকিল
নেশায় যে তাঁর ছিল গান
বন্ধুরা সব আসতো, যেত
বাবার ছিল দরাজ প্রাণ॥

(সংলাপ)

বাবার খুব শখ ছিল। উকিল বন্ধুদের বাড়িতে ডেকে এনে আসর বসাতেন। আর, সেই আসরে, ঘুম থেকে টেনে তুলে আমাকে বলতেন—খোকা, ওরে খোকা, শুনিয়ে সকলকে অশোক আর দেবিকারানীর সেই গানটা তাড়াতাড়ি। আর আমি সেই আসরে গান গেয়ে পেয়েছি কত সম্মান, কত ক্যাশকত কড়ি। তখন আমি কি গান গাইতাম জানেন?

ম্যায় বন্‌কি চিড়িয়া বন্‌কে বন্ বন্ বঁলু রে
ম্যায় বন্‌কা পনছি বন্‌কে তন্ তন্ তলু রে ...."

দিয়া জ্বালাও জগমগ জগমগ দিয়া জ্বালাও ...."

নিশীথে যাইও ফুলবনে, ভ্রমরা
নিশীথে যাইও ফুলবনে ...."
হৈ লা-লা চিং লা-লা হৈ ...."

দাদামণির গান শুনিয়ে পেতাম একটি টাকা
শচীন কর্তার ভাটিয়ালী গেয়ে পেতাম আড়াই টাকা
চুক্তি ছিল সায়গল সাহেবের গানে পাঁচটি টাকা ।।

সবার যিনি অশোককুমার —আমার দাদামণি
তাঁর কাছেতেই হাতেখড়ি —আমার পরশমণি
আমার দিদিমণির গানের গলা —মিষ্টি ছিল ভারি
দিদি আমার গানের গুরু —শিষ্য আমি তারই
এমনি করে রঙে-রসে —ভরে ছিল দিনগুলি
ছোটবেলার কিশোর এখন কিশোর কুমার —হারিয়েছে গাঙ্গুলী

(সংলাপ)

- বুঝলেন না ?
- বোঝাচ্ছি। আমি গায়ক হলাম, খুব নাম হল। আমি অভিনেতা হলাম—আরও নাম হল।
হঠাৎ : হঠাৎ আমার জীবনে উঠল ঝড়। ঝড় না, ঝড় না-কর-আয়কর। আয়কর আমাকে
করল দেশান্তর।

সংসারে সঙ সেজে থাকা লাগল না পছন্দ
অবশেষে হয়ে গেলাম স্বামী কিশোরানন্দ
জয় গোবিন্দম্ জয় গোপালম
জয় গোবিন্দম্ জয় গোপালম
পিছে পড় গ্যায়া ইনকাম্ ট্যাক্সম্
পিছে পড় গ্যয়া ইনকাম্ ট্যাক্সম্ .... ॥

(সংলাপ)

তারপর অনেক কিছুই ঘটল। কিছু দিলাম, কিছু পেলাম, কিছু হারালাম।

স্মৃতি নামের রেলগাড়িটা পিছন দিকে ছোটে
আমার মনের পর্দাতে সব ছবি হয়ে ওঠে
বেশ তো ছিলাম ছোটবেলায় মায়ের আঁচল তলে
সেই কথাটি ভেবে এখন ভাসি চোখের জলে॥

শিশু ঘুমলো, পাড়া জুড়লো, বর্গী এলো দেশে
গানের সুরে ঘুম পাড়াতো মা যে ভালবেসে
ঘুম পাড়ানি, ছড়ায় শিশু এখন ঘুমোয় না
তারার দেশে হারিয়ে গেছে-স্নেহময়ী মা॥

সুর : অমিতকুমার
শিল্পী : কিশোরকুমার
(১৯৮৪ সাল)

এত ঘুম চোখে তবু জেগে আছি
তোমার ও মুখ দেখবো বলে
দু'চোখের পাতা এক হয়ে যেত
কখন তা না-হলে॥

এই সেই রাত এসেছে আবার
রাতজাগরী চাঁদ সরালো আঁধার
তোমার কথাই মনে পড়ে যায়
বিরহ-ব্যথায় মন জ্বলে॥

জেগে আছি একা, জেগে আছি আমি
ঘুমোব বলো, কি করে
শিউলি ঝরার সময় এলে
তোমার কথা যে মনে পড়ে॥

জীবনে তোমাকে হারাতে চাইনি
স্বপ্নেও খুঁজে তোমাকে পাইনি
জীবনে কি আর ফিরে পাব আমি
চলে গেছ তুমি না বলে॥

সুর : কল্যাণ সেন বরাট
শিল্পী : চন্দ্রানী মুখোপাধ্যায়

যদি কোনদিন
ছায়া ছায়া ঘেরা পথে আর প্রান্তরে
আমের মুকুল অথবা বকুল ঝরে
সেদিন যেন গো আমার কথাটি
একবার মনে পড়ে ॥

যদি কোনদিন নীল নীলাকার
মেঘে মেঘে যায় ঢেকে
মৌসুমী হাওয়া আনমনে যদি
রাতের কবিতা লেখে
মনের কুঞ্জেবনের পাখিরা
গান গায় কুহু স্বরে
তখন যেন গো আমার কথাটি
একবার মনে পড়ে ॥

যদি কোনদিন ঝিল্ মিল্ তারা
দূরের আকাশে ওঠে
ভ্রমর পিয়াসী কুসুমেরা যদি
কোনও মধুমাসে ফোটে
অতীতের স্মৃতি শিহর জাগায়
যদি মনে ক্ষণ তরে
সেদিন যেন গো আমার কথাটি
একবার মনে পড়ে ॥

সুর : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
শিল্পী : শিবাজী চট্টোপাধ্যায়
(১৯৮৭ সাল)

এ-খেয়া গানের খেয়া
ছন্দ-সুরের ফুলের সাজি
অতুল প্রসাদ হাল ধরেছে
রবি ঠাকুর খেয়ার মাঝি॥

এ-পার ছুঁয়ে ও-পার ছুঁয়ে
গঙ্গা নদী পদ্মা ছুঁয়ে
কুড়িয়ে নিলাম ছড়িয়ে থাকা
হীরে, মানিক রত্নরাজি॥

আব্বাসেরই গানের সুরে
ফুটে ওঠে গাঁয়ের ছবি
একতারাতে দোলায় এমন
নবনীদাস বাউল কবি॥

নজরুলেরই কাব্য নিয়ে
ছন্দ দিয়ে মন রাঙিয়ে
স্বপ্ন দেখার স্বপ্ন নিয়ে
গর্ব নিয়ে বেঁচে আছি॥

সুর : শ্রীমতী নীতা সেন
শিল্পী : রূপরেখা চট্টোপাধ্যায়

কারও কেনা নয় এই পৃথিবী
আমাদের-জেনে রেখো বন্ধু
ঘাম আর রক্তকে ঝরিয়ে
পৃথিবীকে সাজিয়েছি বন্ধু ॥

হাতের মুঠোয় করে পৃথিবী
যারা চায় অধিকার রাখতে
পৃথিবী তাঁদের কেনা নহে তো
পদতলে পারবে না রাখতে ॥

ঈগলের ডানা-মেলা ছায়াতে
আমদানী করে যারা যুদ্ধ
আরবে, ইরাকে, ইরানে
নিজেরাই হবে অবরুদ্ধ ॥

আমাদের সুন্দর পৃথিবী
ভাসমান রক্ত-সমুদ্রে
লালসা-লালিত থাবা মাটিতে
ওঠাও ওঠাও হাত ঊর্ধ্বে ॥

স্বাধীনতা, শান্তির শত্রু
আসে ওই চিনে রাখো, বন্ধু
জনতার একতার হাতিয়ার
প্রস্তুত করে রাখো বন্ধু ॥

সুর ও শিল্পী : অংশুমান রায়
কিউবা যুব সম্মেলনে পরিবেশিত

একটি ফুলও যদি না ফোটে
ফুল-বাগিচার তবে দাম কি
একটি তারাও যদি না ওঠে
তবে সেই আকাশের দাম কি ?

জীবনে যদি প্রেম না আসে
কেউ যদি ভালো আর না বাসে
এ-জীবন তবে কার জন্য
'মরুভূমি'—জীবনের নাম কি?

গোলাপে গন্ধ যদি না থাকে
ভ্রমরকে কাছে যদি না ডাকে
এ ফাগুন তবে কার জন্য
তবে সেই গোলাপের দাম কি ?

সুর : রামানুজ দাশগুপ্ত
শিল্পী : সর্বাণী সেন

আজ জীবন খুঁজে পাবি ছুটে ছুটে আয়
মরণ ভুলে গিয়ে ছুটে ছুটে আয়
হাসি নিয়ে আয়
আর, বাঁশী নিয়ে.আয়
যুগের নতুন দিগন্তে সব ছুটে ছুটে আয়
ফাগুন ফুলের আনন্দে সব ছুটে ছুটে আয়॥

মনের চড়াই পাখিটির বাঁধন খুলে দে
শিকল খুলে মেঘের নীলে আজ উড়িয়ে দে
যত বন্ধ হাজার-দুয়ার ভেঙে আয় রে ছুটে আয়
আজ নতুন আলোর দিগন্তে সব ছুটে ছুটে আয়
আর মরণ ভুলে গিয়ে ছুটে ছুটে আয়॥

সময় ধারাপাতের পাতায় নেই বিয়োগের ঘর
চলার পথের পথের বাঁকে নেই কো আপন-পর
কি আর পাবি, কি আর দিবি, আঙুল গুনে কি .
লাভের খাতায় হিসাব করে জীবন ভরে কি
আজ পাওনা-দেনা মিটিয়ে দিয়ে আয়রে ছুটে আয়
আর ভালোবাসার পান্না-হীরে কুড়িয়ে নিবি আয়॥

সুর ও শিল্পী : ভূপেন হাজারিকা

যে আমায় পৃথিবীর আলো দেখালো
যে আমার মুখে ভাষা, কথা শেখালো
ছোট এক অক্ষরে সাজানো সে-নাম
—মা—
তাঁর পায়ে শতবার করি যে প্রণাম॥

দশমাস দশদিন রেখে শরীরে
যে আমাকে আপন করে রেখেছে ধরে
যার স্নেহ-মমতার নেই কোনও দাম
ছোট এক অক্ষরে মধু-মাখা নাম
—মা—

কত আছে দেব-দেবী শত নাম তাঁর
মা ছাড়া কিছু আমি জানি না তো আর
সবার উপরে মা
স্বর্গ আমার
দেবী আমার॥

স্বর্গের চেয়ে বড় জন্মভূমি
তারও চেয়ে আরও বড় মা-গো-মা, তুমি
যার আশিসে গান লেখা শিখলাম
এই বুকে লেখা আছে, শুধুই, তাঁর নাম
—মা—
শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে জানাই প্রণাম॥

এই নীল-নির্জন
এই সবুজের বন
বাসন্তী রোদ্দুর দূর আকাশে
এত ভালো কেন আজ লাগছে বলো
গাছের পাতার হাসি শুনি বাতাসে॥

ডানা-মেলা পাখিদের মিষ্টি আওয়াজ
রামধনু রঙে রাঙা ফুলেদের সাজ
দূরের পাহাড় যেন ডাকছে আমায়
ভালবাসা বাসা বাঁধে মনে আভায়॥

স্বপ্নের মেঘগুলো কত কাছাকাছি
বাহারি নদীতে ঢেউ করে নাচানাচি
রিনিঝিনি ঝর্নার শুনি কলতান
সাহারার ডাকে ছুটে চলে উল্লাসে॥

ও মা গঙ্গা
মা-গো মা গঙ্গা
নেমে এসো তুমি এই ধারায়
করুণাধারায় ভরে দাও মন
তোমার পুণ্য জল ধারায়॥

তোমার পরশে ধুয়ে যাক পাপ
দূর করে দাও যত সন্তাপ
এই পবিত্র গঙ্গার জলে
যেন মলিনতা ধুয়ে মুছে যায়॥

দাও এনে দাও তুমি মা শান্তি
দূর হয়ে যাক যত অশান্তি
গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী
হয়ে বয়ে যাও শতধারায়॥

মন খুঁজে আজ পেয়েছে ঠিকানা ভালবাসার
পথ খুঁজে আজ পেয়েছে পথ কাছে আসার
মন শুধু চায় বলতে তোমাকে তুমি আমার
তুমি আমার
তুমি আমার॥

এ-মন আমার হতে চায় আজ শুধু শা'জাহান'
মমতাজ' হয়ে শুনবে কি তুমি প্রেমের গান
মনের সঙ্গে মনের মিতালী
স্বপ্ন দেখেছি কাছে পাওয়ার
তুমি আমার
তুমি আমার
তুমি আমার॥

আমি তো খুলে দিয়েছি মনের জানালা সব
ফাগুনের হাওয়া লেগেছে মনে কি উৎসব
এই পৃথিবীতে প্রেম ছাড়া আর
আমার কিছু নেই চাওয়ার
তুমি আমার
তুমি আমার
তুমি আমার॥

প্রথমে দেখার পরে একটু আলাপ
একটু আলাপ থেকে শুরু পরিচয়
পরিচয় থেকে শুরু হয় ভাললাগা
ভাললাগা তারপরে ভালবাসা হয়॥

কুঁড়ি যদি চোখ মেলে সে রঙিন ফুল
পরাগের গন্ধে ভ্রমর আকুল
মন দে'য়া-নেয়া হলে প্রেম তারে কয়।

মনের কাছেই মন ধরা পড়ে যায়
ধরা না দিয়ে আর থাকে না উপায়
চিরদিনই ভালবাসা এনে দেয় জয়'॥

দিন বদলায় রাত বদলায়
চলার পথের পথ বদলায়
সময়ের হাত ধরে
তুমি চিরদিন রেখো আমাকে
তোমার আপন করে॥

বাতাসের মত তুমি চুপি চুপি
কাছে এসে ছুঁয়ে যাও
গানে গানে পাখি কত কথা বলে
মানে তার বুঝে নাও
চোখের ভাষায় গোপন কথাটি
লেখা আছে, নিয়ো পড়ে॥

সাগরের ঢেউ ছুটে এসে তীরে
ছুঁয়ে যায় কি আশায়
প্রজাপতি পাখা মেলে ছুটে আশে
ফুলের ভালবাসায়
কোন, লজ্জায় মুখ ফুটে বলি
(আমাকে) নাও গো আপন করে।

কখনো কখনো মনে হয় আমি
আমার আমাতে নেই
একদিন জানি, চলে যেতে হবে
জীবনের ও-পারেই॥

যে-চোখে দেখি জ্যোৎস্নার আলো
সেই চোখে নামে আঁধারের কালো
সুন্দর এই পৃথিবীতে আমি
কবে আছি, কবে নেই॥

আমি চলে গেলে, তোমরা কেঁদোনো
বুকে যেন বাসা না বাঁধে বেদনা
আমার স্মৃতির প্রীতি উপহার
রেখে যাব এ গানেই॥

আমি যখন ছোট্ট ছিলাম
ছোট্ট ছিলাম ছোট্ট ছিলাম
কেউ বলতো দুষ্টু ছিলাম
কেউ বলতো মিষ্টি ছিলাম
স্বপ্নের এক রাজ্যে ছিলাম
ভালই ছিলাম ভালই ছিলাম
যখন আমি ছোট্ট ছিলাম
এই, এত্তোটুকু ছিলাম॥

আম কুড়াতাম জাম কুড়াতাম
ভোরের বেলায় ফুল কুড়াতাম
মালা গেঁথে ঠাকুরঘরের
দেব-দেবীকে পরিয়ে দিতাম
ঝম-ঝমিয়ে বৃষ্টি এলে
নৌকা জলে ভাসিয়ে দিতাম
রূপকথারই রাজ্যে ছিলাম
ভালই ছিলাম ভালই ছিলাম
যখন আমি ছোট্ট ছিলাম
এই, এত্তোটুকু ছিলাম॥

লেখাপড়ায় ছিল না মন
পালিয়ে যেতাম যখন তখন
শ্লেট-পেন্‌সিল লুকিয়ে রেখে
কান্নাতে বুক ভাসিয়ে দিতাম
মা-বাবা কেউ বকতে এলে
ঠাকুর মায়ের আঁচল-তলে
এক নিমেষে হারিয়ে যেতাম
ভীষণ ভারী দুষ্টু ছিলাম
আমি যখন দুষ্টু ছিলাম
এই, এত্তোটুকু ছিলাম॥

বিড়াল ছানা কোলে নিয়ে
আদর-ভালবাসা দিয়ে
দুধ খাওয়াতাম মাছ খাওয়াতাম
মায়ের মত ঘুম পাড়াতাম
পাশের বাড়ির মিনুর সাথে
বকুল-বকুল সই পাতাতাম
খেলাঘরের পুতুল নিয়ে
সেই পুতুলের বিয়ে দিতাম
স্বপ্নের এক রাজ্যে ছিলাম
যখন আমি ছোট্ট ছিলাম
এই, এত্তোটুকু ছিলাম॥

ছোট্ট ছিলাম ছোট্ট ছিলাম
এই, এত্তোটুকু ছিলাম
ভালই ছিলাম, ভালই ছিলাম
এ বি সি ডি পড়তে শিখে
অ আ ক খ শ্লেটে লিখে
মা-বাবাকে যেই দেখাতাম
আদর পেতাম চুমু পেতাম
ভালবাসার বাসায় ছিলাম
ছোট্ট থেকে কখন হঠাৎ
যখন আমি বড় হলাম
স্বপ্ন দেখার স্বপ্নগুলো
হয়ে গেল এলোমেলো
খেলার সাথী হারিয়ে গেল
সেই কথাটাই বলতে এলাম॥

সুর ঃ কল্যাণ সেন বরাট
শিল্পী ঃ বনশ্রী সেনগুপ্ত

রামধনু ওঠা দেখেনি ওরা
আকাশের নীল রং
পাতাবাহারের পাতার বাহার
সোনালী ধানের ছবি
স্বপ্ন দেখার স্বপ্ন দুচোখে
অমাবস্যায় ঢাকা
ভোরের সূর্য, কোজাগরী চাঁদ
আঁধারে ঢাকা সবই
দৃষ্টিহারাকে দেখার দৃষ্টি দেয়নি তো ভগবান
মানুষই পারে মানুষের চোখে আনতে আলোর বান
কর গো দৃষ্টিদান ॥

সুন্দর এই পৃথিবীর রূপ
দেখতে পায় না যারা
দেখতে পাবে না সারা জীবনেও
ভা'য়ের মা'য়ের মুখ
জল প্রপাত ওদের দু'চোখে
ওরা যে দৃষ্টিহারা
কেঁদে-কেঁদে-ওঠা ভাঙা ভাঙা বুকে
চায় না সামান্য সুখ
সাগরের ঢেউ দেখতে পায় না, ঝর্নার কলতান
মানুষই পারে মানুষের চোখে আনতে আলোর বান
কর গো দৃষ্টিদান ॥

ছোট্ট শিশুর আলোহীন চোখে
আলো দিলে নেই ক্ষতি
হাসি-হাসি মুখে ফুটে উঠবেই জীবনের কলরব
আবার সূর্য আনবে দু'চোখে নতুন আলোর জ্যোতি
তখনই শুরু হবে পৃথিবীতে দেওয়ালীর উৎসব
আলোর ছোঁয়ায় ফুটে উঠবে
অসহায় যত প্রাণ
মানুষই পারে মানুষের চোখে আনতে আলোর বান
কর গো দৃষ্টিদান

সুর : কল্যাণ সেন বরাট
শিল্পী : সুবীর সেন

মনে পড়ে শুধু মনে পড়ে
কি খেলা খেলেছো খেলা ছলে
দু'দিনের এই খেলা ঘরে॥

পায়ে পায়ে কত পথ চলা
না-বলা কথায় কথা বলা
পাশে নেই শুধু তুমি আমার ধুলার চিহ্ন আছে পড়ে।

সেই পথ চলা পথ থেকে
বহুদূরে পথ গেছে বেঁকে
ভালবাসা হায় ফুল হয়ে
কবে যেন ফুটে গেছে ঝরে॥

সুর : কল্যাণ সেন বরাট
শিল্পী : পিন্টু ভট্টাচার্য

যাওয়ার আগে যাব আমি
তোমাকে না-বলে
শেষ কথা আর শেষ দেখা তাই
হবে না তাহলে॥

কত কথা ছিল তোমাকে বলার
ভালবাসা নিয়ে বুকে
বলতে গিয়েও বলতে পারিনি
লজ্জায় এই মুখে
মনের দরজা বন্ধ করে
তুমি তো গিয়েছো চলে॥

চোখ মেলে তুমি দেখনি কখনো
নাওনি সে-কথা খুঁজে
কি কথা আমি বলতে চেয়েছি
নাওনি সে কথা বুঝে
মনের কথা মনেই রেখেছি
যা ছিল মনের অতলে॥

সুর : কল্যাণ সেন বরাট
শিল্পী : নির্মলা মিশ্র

(ভক্তি গীতি)

আমি লেখাপড়া জানিনে মা
নেই তো কলম', দোয়াতদানি
প্রথম ভাগের দ্বিতীয় পাতায় লেখা
ক' এ কালী', কৃষ্ণ' জানি॥

ভক্তি-মাখা-কালি দিয়ে
লিখি আমি মনের খাতায়
জয় মা কালী' লিখতে গিয়ে
জল ভরে যায় চোখের পাতায়
যোগ-গুণ-ভাগ শিখিনি মা
যে শ্যামা, সেই শ্যাম তো জানি॥

বামা খ্যাপা চাই না হতে
রামকৃষ্ণ রামপ্রসাদ
মূর্খ আমি, মূর্খামি মা
চাই শুধু তোর আশীর্বাদ
ধন্য হব, পাই যদি মা
তোর, পায়ের ধুলো একটুখানি॥

যেমন প্রেমের পাঠশালাতে
পড়েছিল কালাচাঁদ
প্রথম ভাগের প্রথম কথা
অ'য় শিখেছে অনুরাগ
তেমন করে প্রেমের পড়া
শিখতে আমার হয়েছে সাধ॥

প' এতে পীরিতি হয়
সে থাকে বুকের মাঝে
প্রেমের পড়া' শিখতে কি আর
লজ্জা করা সাজে

তোমার প্রেমের পাঠশালাতে
নেব আমি সহজ পাঠ'॥

তোমার কাছে দেব আমি
প্রথম হাতে-খড়ি'
পরতে আমার সাধ হয়েছে
প্রেমেরই হাতকড়ি'॥

'ভ' এতে হয় ভালবাসা
শেখায় আপনজন
'ম' এতে মন যে শেখালো
তাকেই দিলাম মন
প্রেমের অ আ ক খ শেখায়
বলো, কি আর অপরাধ?

ভালো বেসেছি বলে
ভালো বাসতে হবে
সে কি বলেছি আমি?
মন দিয়েছি বলে
মন দিতেই হবে
সে কি বলেছি আমি?

চাঁদ উঠলে দূরে
ঝড়ে ফুলের হাসি
তারে লাগে যে ভালো
ফুল ফুটলে বনে
কেন, ভ্রমর আসে
তারে বাসে যে ভালো॥

কেন সূর্য দেখে
ফোটে সূর্যমুখি
বুঝি সে অনুগামী
নদী চলার পথে

পেতে চায় সে খুঁজে
তার শেষ ঠিকানা॥

তবে, সাগর বলো
দূরে থাকতে পারে
খুঁজে পায় মোহনা
যদি পাখিরা ডাকে
তবে মেঘের ফাঁকে
আলো রবে কি থামি?

যদি তুমি
মানুষ ভালোবাসো
যদি তুমি মা-কে ভালোবাসো
মাটির মাকে সত্যি ভালোবাসো
তবে এসো,
এক সাথে আজ
হাতে হাত ধরে দাঁড়াও
বন্ধুর হাত, বন্ধুর দিকে, বন্ধুর মতো বাড়াও॥

নিজের মধ্যে নিজেকে আর লুকিয়ে না রেখে
বেরিয়ে এসো
অস্ত্র তুলে যে দিয়েছে
তা'দের ডেকে বলো, —বন্দুকেরই নল
ভায়ের মায়ের বুকের থেকে
নাও সরিয়ে নাও
শত্রু যারা, তাদের মুখের মুখোশ খুলে নাও।
বন্ধু শোনো,
এবার ঘুরে দাঁড়াও
তোমার হাতের মৃত্যুবাণ ঐ অস্ত্রটাকে
দাও ফেলে দাও
দূরে ফেলে দাও
ছুঁড়ে ফেলে দাও॥

শহীদ বেদী’
না, গড়োনা পাথর সাজিয়ে
না, গড়ো না
চাষীর বুকের রক্তে ভিজিয়ে
চাষ করো না।
ঘরছাড়া’ আর ঘরপোড়াদের’
কান্না মুছে দাও
এই সমাজের শত্রু
তাদের মুখোশ খুলে নাও।
বন্ধু শোনো,
এবার ঘুরে দাঁড়াও
তোমার হাতের মৃত্যুবাণ
ঐ অস্ত্রটাকে
দাও ফেলে দাও
দূরে ফেলে দাও
ছুঁড়ে ফেলে দাও ॥

কাজল শাড়ী পরে আঁচল দোলায়ে
নূপুর রিনিঝিনি
কে তুমি বিদেশিনী
অরূপ রূপে যাও নয়ন ভোলায়ে ॥

স্বপন-চারিনী সে চপল চোখে চায়
চটুল চাহনিতে কি কথা বলে যায়
বিজলী আল্‌পনা
আকাশে আন্‌মনা
যাদুর কাঠি যায় পলকে বোলায়ে ॥

সাগর যেন তার আপন সহচর
পাহাড়ী হিম-ছায়
একাকী গান গায়
মেরু ও মরুভুমি সে যেন খেলাঘর ॥

মায়াবী-হরিণী কি হাওয়ায় এলো ভেসে
তৃষিত মনে গান শোনাবে ভালবেসে
শ্রাবণ মেঘে মেঘে
প্রিয়ার অনুরাগে
সহসা এসে তুমি হৃদয় দোলাও ॥

সুর : অলোকনাথ দে
শিল্পী : জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়

পর্দা ওঠে পর্দা নামে
লড়াই চলছে ডাইনে-বামে
নয়া-দিল্লীর রঙ্গমঞ্চে
সকাল-বিকেল নাটক জম্‌ছে
চোদ্দ দলের ঝাল চানাচুর
টক্‌-ঝাল আর মিষ্টি-মধুর
চল্‌ছে শুধু চেয়ার দখল
কে যে আসল কে যে নকল
দেশের লোক ভাবছে তাই
—যাচ্ছে তাই।।

তা-ধিনা-ধিন্‌ ধিনাক্‌-না-তিন
রাত-বেরাতে আর সারাদিন
নাকের উপর নাচ্‌ছে মশা
যায় না শোয়া ওঠা-বসা
কেউ নাচে ছৌ' কথাকলি
পাখনাতে গান ভাটিয়ালি
কলকাতাকে তিলোত্তমা
কোন্‌ রসিকে দ্যায় উপমা?
এ-সব শুনে হাসছি তাই
—যাচ্ছে তাই ।।

বোম্বাগড়ের রাজার ঘরে
সাপ-ঢুকেছে দিন-দুপুরে
ভয়ে সবার দাঁত-কপাটি
কোথায় গেল সিকিউরিটি?
খবর পেয়ে ছুটলো সবাই
মন্ত্রী থেকে আমলা 'সেপাই'
তলব করো কোন সাহসে
সিকিউরিটি' ঘুমায় বসে?
দেশের নিরাপত্তা নাই ?
—যাচ্ছে তাই।।

সুর ও শিল্পী : সৈকত মিত্র

ঝড় তুমি একবার বয়ে যাও
আর কোনো দিকে নয়
আর কোনো দেশে নয়
দুর্বার দুরন্ত বেগে
ভেঙে চুরমার করে দাও
ঝড়-তুমি এই পথে বয়ে যাও॥

গঙ্গার উপকূলে
ঘুণ-ধরা সভ্য-মানুষের এই সমাজটাকে
আবার ঝড়-ঝড়- তুমি এই পথে বয়ে যাও
ঝড়-তুমি একবার বয়ে যাও।।

অন্যায় অবিচারে
দুঃসহ ব্যভিচারে জীবনের জুয়াখেলা চল্‌ছে
অসহায় পাঞ্চালী বুকফাটা চীৎকারে
কেঁদে কেঁদে ব্যথা তার বলছে।।

শত শত প্রহ্লাদ কাঁদছে
ধ্রুব কাঁদছে
তুমি কি শুনেছো সেই কান্না ?
তুমি কি দেখেছো চোখে অশ্রু ?
মৃত্যুর চোখে জল' মুছিয়ে দিতে
মুক্তির ঝড়, হয়ে বয়ে যাও।
ঝড়-তুমি একবার বয়ে যাও
ঝড়-তুমি এই পথে বয়ে যাও।।

শাসনের শোষণের
আর অপশাসনের
পেষণের যন্ত্রণা চল্‌ছে
কংসের কারাগারে
বন্দিনী দেবকী
মৃত্যুর অপমানে জ্বলছে।।

ধ্বংসের মাঝে আছে সৃষ্টি-নব সৃষ্টি
মৃত্যু সে আনে নব-জন্ম
তুমি এনে দাও নব-জন্ম
ভাঙনের পথ ধরে আবার তুমি
নতুন পৃথিবী গড়ে দিয়ে যাও।
ঝড়-
ঝড়-
তুমি এই পথে বয়ে যাও
ঝড়
তুমি একবার বয়ে যাও।।

কুয়াশা-বিহীন নীল-আকাশে
হাসবে সূর্য এক যাদুকর
বাতাসে বাতাসে ভেসে বেড়াবে
সেতারে সেতারে রবিশংকর
আমাদের ছোট এ-পৃথিবী
যেন রবিঠাকুরের কবিতা
রঙে রঙে তুলি দিয়ে আঁকা সে
অবনঠাকুরের ছবি তা
আবার নতুন করে সাজার
আমাদের পৃথিবীকে বোঝার
বাঁচার সাহস তুমি দিয়ে যাও
বাঁচার মন্ত্র তুমি দিয়ে যাও
ঝড়-তুমি এই পথে বয়ে যাও।।

সুর : কল্যাণ সেন বরাট
শিল্পী : সৈকত মিত্র

কথা ছিল : একদিন সেই দিন আসবে
তোমাকে আপন করে কাছেতে পাবার

স্বপ্ন সত্যি হোল : সেই শুভদিন এল
আজ থেকে তুমি ওগো, শুধু যে আমার॥

ধূপছায়া আকাশের পাখিদের মত আজ
সারাদিন খেলা করে বেড়াব
তোমার বুকের মাঝে হারাব
কোনদিন ভুল্‌ব না, ভুল্‌ব না কোনদিন
এই দিন, চিরদিন স্বপ্ন দেখার॥

বেশ আছি, ভাল আছি, হৃদয়ের কাছাকাছি
এত সুখ বুঝি খুঁজে পাব না
কোনদিন দূরে যেতে দেব না
কথা দাও, জীবনের শেষদিন একসাথে
হাত রেখে এই হাতে সঙ্গে চলার॥

ভাললাগা কখন যে ভালবাসা হয়ে গেল
জানি না
প্রেম এসে কখন যে ছুঁয়ে গেল
মনের এই আঙিনা
জানি না॥

কথা যেন হয়ে গেল রূপকথা
ছোঁয়া পেয়ে হৃদয়ের আকুলতা
মন খুঁজে পেতে চায়
মনেরই মানুষের ঠিকানা॥

নিজেকেই নিজে আমি সাজালাম
মন থেকে মনটাকে হারালাম
এই মনে ফুলবনে
গান গায় ফাল্গুনী দখিনা॥

ভালো করে তুমি চেয়ে দ্যাখো
দ্যাখো তো, চিনতে পারো কি না
আমার দু'চোখে চোখ রেখে দ্যাখো
বাজে কি বাজে না মনোবীণা ?

সোনালী বিকেলে গাছের ছায়ায়
মুখোমুখী বসে নীল সন্ধ্যায়
জীবনানন্দ তুমি তো শোনাতে
ভেবে দ্যাখো, মনে পড়ে কি-না?

পটভূমিকায়, শহিদ মিনার
নাগরিক চাঁদ উঠেছে আবার
'বনলতা সেন' শোনাবে কে আর
এই আমি আজ তুমি হীনা॥

সুর : ভূপেন হাজারিকা
শিল্পী : লতা মঙ্গেশকর

আহা, পিয়ানো আমার
প্রথম প্রেম মন রাঙানো
শব্দের টুং টাং
ছন্দের তোল তাল
জীবনটা সাত সুরে সাজানো॥

প্রিয়তমা তুমি আছো
ভালো লাগে সব
মিষ্টি কি আওয়াজের
তোল কলরব
আবেশ ছড়াও সাড়া জাগানো॥

সাত সাগরের ওপার থেকে
তুমি তো এসেছো ওগো অনুরাগিনী
এক বুক ভালবাসা এনেছো সাথে
তোমার শরীরে মাথা সুর-হিমানী

অনেক সুখের মুখ
দুঃখে নিরাশায়
তোমাকে সঙ্গী করে
ছবি আঁকা যায়
মানুষের ব্যথা দিয়ে
কথা জড়ানো॥

সুর : কল্যাণ সেন বরাট
শিল্পী : সুবীর সেন

কতদিন আমি দেখিনি তোমার মুখ
কতরাত আমি স্বপ্ন দেখিনি কন্যে
কত সুখ গিয়ে ব্যাথায় ভরেছে বুক
তোমাকে হারিয়ে, সে শুধু তোমার জন্যে।

কতবার পথ চলতে হয়েছে ভুল
কত কাঁটা বিঁধেছে তুলতে ফুল
দুটি চোখে শুধু ব্যথার সাগর বয়
সেই চেনা-মুখ খুঁজি আমি জনারণ্যে।।

কতদিন পার হয়ে গেছে, কতকাল
তবু মনে হয় পাশে ছিলে গতকাল
ভালবাসা দিয়ে সাজিয়ে রেখেছি মন
ফিরে এসো তুমি, হৃদয়-অভয়ারণ্যে।।

মানসী বিদায় তোমাকে বিদায়
ফুলের মালা, চন্দনে
সাজিয়ে দিলাম চিতায়
মানসী আমার তোমাকে বিদায়॥

জীবন সাথী হয়ে
যেদিন এসেছো কাছে
বাসর সাজানো ফুল
এখনো তেমনি আছে
মানসী আমার, তোমাকে বিদায়।।

কিছু তো পারিনি দিতে
প্রিয়া হে আমার
বিদায় বেলায় দিলাম
অশ্রুর উপহার
মানসী আমার, তোমাকে বিদায়॥

ঘুরেছি গ্রামে শহরে
পাই না খুঁজে তোমারে
এখন আমি কি করি
ডুবিতে চাই সাগরে
মানসী আমার, তোমাকে বিদায়

আইরিন গুডবাই অনুসরণে
শিল্পী : ভূপেন হাজারিকা
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের লোকগীতি অবলম্বনে/আইরিন গুডবাই রচিত ও সুরারোপিত।

জীবনটা যদি অভিনয় হয়
যদি অভিনয়টাই জীবন হয়
সেই জীবনের তাহলে কি মানে
আকাশ একটা যদি কাগজ হয়
আর চাঁদটা যদি আসল না হয়
সেই জ্যোছনার আলোর কি মানে ?

বুঝেও অবুঝ হয়ে আমি
ভুল কে ভাল বলে ভাবি কেন ?
নকলে ভরা এই পৃথিবীতে
কে যে আসল তারে চিনি না কেন ?
সেই কথা ভেবে মনে মনে কেঁদে
কি আছে লাভ তা' কে জানে ?

বহুরূপী সাজে সেজে তুমি
প্রেমের সাগরে ভাসো কেন
শুপ্ত মরুভূমিতে তুমি
মায়া মরীচিকা খোঁজো কেন
তাই প্রতি ক্ষণে ভাবি মনে মনে
কজন সুখী তা' কে জানে ?

সুর ও শিল্পী : ভূপেন হাজারিকা

মাটিকে মা বলে জেনেছি
তাই মাটিকে মা বলে ডাকলাম
অঙ্গে এ ধুলো মেখেছি
মাগো, চরণেই মাথা রাখলাম॥

জন্মেই মুখে কান্নার
ভাষাতে মা বলেছি
সাগর নদীতে সাজানো
অপরূপ রূপে দেখেছি
পত্রে পুষ্পে শোভিতা
এ-মনে প্রতিমা আঁকলাম॥

মাটিকে মা বলে ডেকেছি
এ-মাটি বুকে ধরব
মাটির মায়ের জন্যে
মরতে হয়তো মরব॥

সার্থক হল এ-জীবন
জন্মেছি এই দেশে গো
জনমে জনমে তোমাকে
যেন, যেতে পারি ভালবেসে গো
আমার প্রাণের পদ্ম
তোমাব চরণে রাখলাম॥

রেডিও : জানুয়ারি, ১৯৭২

এই ভারতের শহরে নগরে গ্রামে
রক্তপিপাসু দানবের করাঘাত
ভয় কি বন্ধু, জীবনের সংগ্রামে
পঞ্চাশ কোটি মিলিয়েছি হাতে হাত।।

পায়ে পায়ে আজ দুস্তর পথ যদি
রক্তের বানে ভেসে যায় সব নদী
আমাদের চোখ রয়েছি প্রহরী হয়ে
মিছিলে মিছিলে গরজায় প্রতিবাদ।।

জীবনকে আজ দস্যুরা কেড়ে নেয়
কোটি কোটি প্রাণে জমে শুধু বিক্ষোভ
একসার হয়ে, একতার গান গেয়ে
আমরা গড়েছি দুর্জয় প্রতিরোধ।।

সব রাস্তাই এক রাস্তায় মেশে
এই দুর্যোগে, স্বদেশ' কে ভালবেসে
আমরা রয়েছি চোখের ইশারা হয়ে
শত্রুর বুকে হানতেই পদাঘাত।।

চীনের ভারত আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত : ১৯৬২ সাল

এই পৃথিবীটা যে এক মস্ত বড়
বায়োস্কোপের এক বাক্স
চোখ রেখে দেখে যাও নানা দৃশ্য
লাগবে না কানাকড়ি ট্যাক্সো॥

যার, হাত নেই, তার নাম জগন্নাথ
সে-যে, রাতকেই দিন করে, দিনকেই রাত
মুখোশেতে মুখ ঢেকে
নিজেকে আড়ালে রেখে
কাজ করে যেন একা-এক্শো॥

আহা, দিন নেই রাত নেই বাজার কালো
কিছু, চাইলেই নেই, তাই, না-চাওয়া ভালো
যেন ফুস্মন্তরে
পাখা মেলে যায় উড়ে
জীবনকে নিয়ে করে মক্সো॥

শিল্পী : সনৎ সিংহ
সুর : অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

এক এক সময় মনটা কেন এমন করে
যখন তখন ইচ্ছে করে, কাব্য করি
হৃদয়-উতল-করা ব্যাকুল বাতাস এসে
মনের গোলাপ বাগান ফুলে দেয় সে ভরি।

দস্যু হাওয়া, লুঠ করে নেয়
হিসাব-নিকাশ
পাগল করে দেয় যে ছোঁয়ায়
করে উদাস
ভালোই লাগে, গাইতে প্রেমের খেয়াতরী॥

দুষ্টু পাখির শিস্ শোনে যেই
মনের রাখাল
ভিতর থেকে বাইরে এলে
হয় সে মাতাল
শাসন-টাসন মানে না আর কড়া-কড়ি॥

কি এমন কথা আমি বলেছি তোমায় যে
রাগ করে মুখটা ফিরিয়ে নিলে
কি এমন ব্যথা তুমি পেয়েছো কথায় যে
সেই ব্যথা আমাকেই ফিরিয়ে দিলে॥

কথাটাকে বড় করে দেখেছো তুমি
মনটাকে একবারও বুঝলে না
বিচার করেছো শুধু বাইরে থেকে
ভিতরটা একবারও দেখলে না
ভুল বোঝাবুঝি যদি হয়েই থাকে
সে-ভুল করেছি জেনো, দু'জনে মিলে॥

এতবড় নিষ্ঠুর কি করে হলে
আমার পরানো মালা ধুলায় ফেলে
দু'পায়ে আবার তাকে মাড়িয়ে গেলে ?

ক্ষমা আমি কতবার চেয়েছি তবু
ছোট অনুরোধ তুমি রাখলে না
আদর করেছো তুমি যে-নামে ডেকে
সেই নাম ধরে আর ডাকলে না
এই না-কি ভালবাসা, প্রেমের ধরন
জানি না, কোথায় তুমি শিখেছিলে॥

ঊর্ধ্বে আকাশে ওড়ে নিশান
বাতাসে বাতাসে বাজে বিষাণ
কণ্ঠে শিকল-ভাঙার গান
করেছি উচ্চারণ
বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম'॥

মাটিকে আমরা জেনেছি মা
আসুক দুঃখ-লাঞ্ছনা
কোনো ভয়-ভীতি মানব না
সহিব নির্যাতন
বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম'॥

স্বর্গাদপি গরীয়সী (তুমি) মা গো
জননী জন্মভূমি
সবার হৃদয়ে আসন পাতা
মানস-প্রতিমা তুমি
আমার ভারত ভূমি॥ .

বুকের শোণিতে মরা-নদী
দু-কূল ছাপিয়ে ওঠে যদি
এগিয়ে চলব্ থামব না
করেছি মৃত্যুপণ
বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম॥

চিনের ভারত আক্রমণ : ১৯৬২
সুর : ভি. বালসারা
বেতারে প্রচারিত

জীবনবাবু নমস্কার
তোমার মত বন্ধু এমন
কোথায় আমি পাব আর
এই জীবনের কান্না-হাসির
তুমিই চিত্রনাট্যকার ॥

বাংলাদেশের মানুষ করে
নিয়ে এলে দু'হাত ধরে
হলুদ নদী সবুজ বনের
ছায়ায় ঢাকা (গ্রাম-শহরে) এ-প্রান্তরে
রবি ঠাকুর নজরুলের এই
দেশ যে আমার অহংকার
জীবনবাবু নমস্কার ॥

কণ্ঠে আমার দিয়েছো সুর
তোমার কাছে অনেক ঋণ
জীবনেরই গান গেয়ে যাই
আনন্দে তাই প্রতিদিন ॥

মায়ের বুকের আদর-স্নেহ
অন্তবিহীন আশীর্বাদ
ভাই-বোনেদের ভালবাসায়
মিটেছে এই মনের সাধ
এই জীবনের দুঃখ মুছে
পেলাম যে সুখ পুরস্কার
জীবনবাবু নমস্কার ॥

মন যদি চায় আরো কাছাকাছি
মন কেন কাছে পায় না
সাথী-হারা রাতে আখি-তারা দু'টি
খুশি ঝরা গান গায় না ॥

মনে মনে সাধ মানে না সে মানা
তার কথা ভেবে মন উন্মনা
কেন বারে বারে ভুল করে পায়
মন যারে কাছে চায় না॥

এই মন আর যত হাসি গান
যত ছিল প্রেম সবই তো দিলাম
একা-একা দিন কেটে যায়, তবু—
যেতে যেতে দিন যায় না॥

প্রেম প্রেম খেলা আর ভাল লাগে না
ভালবাসি, ভালবাসি মুখে বোলো না
ভাল যদি বেসে থাকো
আরো কাছাকাছি ডাকো
মন নিলে, মন কেন দিয়ে গেলে না॥

কূলে-কূলে দুলে-দুলে
একরাশ ঢেউ তুলে
নদী কেন ছুটে চলে বলো, কি আশায়
সাগরের বুকে সে মিশে যেতে চায়
সাগরের মত তুমি আঁকা-বাঁকা নদী আমি
এক হয়ে, কেন মিশে যেতে দিলে না॥

ঝিরি ঝিরি বয় হাওয়া
ফাল্গুনে চাওয়া-পাওয়া
আনমনে কোন ফুল খুশীতে দোলায়
লাল ফুল নীল ফুল মেতেছে খেলায়
ফাল্গুনী হাওয়া তুমি
ফুটে-থাকা-ফুল আমি
চুপি চুপি কাছে এসে ছুঁয়ে গেলে না॥

সুর : ভি. বালসারা
শিল্পী : উষা উত্থুপ

যত দূরে যাও যেখানেই থাকো
মনে রেখ, এই আমি আছি
তোমার মনেব কাছাকাছি॥

ঘুম যদি ভাঙে মাঝ-রাতে
আমাকে না-পেয়ে মন কাঁদে
চেয়ে দেখো, বন-জোছনাতে
আলো হয়ে আমি মিশে আছি॥

পাখি-ডাকা কোনো নিশি-ভোরে
শেফালী ফুলেরা পড়ে ঝরে
মনে কোরো, ঝরা-ফুল হয়ে
ভালোবাসা নিয়ে ঝরে গেছি॥

সুর · ভূপেন হাজারিকা
শিল্পী : উষা উত্থুপ

গঙ্গার জল, পদ্মার পানি
আলাদা কি করা যায়
কে ভগবান, কে যে আল্লাহ্
চেনার কি উপায়?

কে মৌলভী কে যে ব্রাহ্মণ
একই রক্তে গড়া দুইজন
রক্তের রং দেখে জাত-পাত
বিচার কি করা যায়?

সব নদী মিশে হয় যে সিন্ধু
যত মত, পথের একই বিন্দু
ধর্মের নামে বিভেদ-বিবাদ
শেষ হবে না কি হায়॥

ধুমকি ধুমকি চলে
গাগরী ভরণে রাধা
মন দিতে তার বাধা
মন নিতে তার বাধা॥

দিবস রজনী সাঁঝে
বিষের বাঁশরী বাজে
মন রহে না ঘরে কাজে
ঘরে রহে যে রাধা॥

পবন তরঙ্গে যমুনা গর্জিত
মূর্ছিত তাল ও তমাল
সচকিত বিদ্যুৎ ও রয় কি গো পথ-তরু
বাসনায় দুঃখিত শ্রীমতীর কপাল॥

শিথিল বসনে শিহরি উঠিয়া
চলিছে অভিসারী রাধা
ঢল ঢল আঁখি অবসিত তনু
কবরী কুসুমে বাঁধা ॥

রিমিকি ঝিমিকি
থমকি থমকি
চমকি চমকি বরষা সেই তো চলার ভরসা
তবু মন ছুটে যায় যমুনায়
চলনে বলনে নূপুরে চরণে
মানি না মানি না বাধা
কোনও বাধা ॥

সুর : অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
শিল্পী : ভূপিন্দর সিং ও অনুরাধা পোড়োয়াল
ছবি : মৌন মুখর

এ কোন ভারতবর্ষে আমরা আছি
জীবন যেখানে মৃত্যুর কাছাকাছি
অন্ধকার অন্ধকার
আঁধারেই খেলি কানামাছি॥

দেশের পতাকা যারা আজ তুলে ধরে
দেশদ্রোহীর গুলিতেই তারা মরে
মীরজাফর জগৎশেঠ
তোমাদের নিয়ে বেঁচে আছি॥

নতুন সূর্য ওঠে না আগামী ভোরে
মেয়েরা হয়তো রয়েছে দূরে সরে
যায় না রাত, আসে না দিন
তার পথ চেয়ে বসে আছি॥

আমি তো জানি আমার এ-গান
পারে না খুশির ছোঁয়া তোমায় দিতে
মনের কথা শুধু মনে মনে থেকে যায়
চাওনি তো বুঝে নিতে॥

গানে গানে এই কাছে আসা
এরই নাম জেনো, ভালবাসা
আমার গানের স্বরলিপি তোমারে
কিছু যেন চায় বলিতে॥

যতটুকু ছিল প্রেম দিয়েছি তোমায়
আমার জীবন থেকে বসন্ত নিয়েছে বিদায়॥

কথা দিয়ে গাঁথা এই মালা
বেদনার সুরভিতে ঢালা
অতীত স্মৃতির মৌমাছি চায় যে
ভীরু পাখা মেলে চলিতে॥

সুর : মান্না দে
শিল্পী : হৈমন্তী শুক্লা
১৯৯২

এই তো এলে
এখনই প্রিয় যাবার কথা বোলো না
যে-কথা বল্‌ব বলে ভেবেছি মনে মনে
সে কথা তোমায় বলা হোল না
যাবার কথা বোলো না
না-না॥

বেশ তো ছিলাম আমি
আমারই একা
না-হয় হোত না আর
কোনও দিনও দেখা
মনের দরোজা কেন দিলে গো খুলে
সে কথা বোঝা গেল না
যাবার কথা বোলো না॥

অনেক দিনের পরে
দেখা হল যদি
দু'চোখে নামালে কেন
বেদনার নদী
আমাকে কাঁদিয়ে তুমি কি সুখ পেলে
সে কথা জানা হোল না
যাবার কথা বোলো না॥

সুর ও শিল্পী : হৈমন্তী শুক্লা
১৯৯২

একা-একা থাকা কত যে সুখের
তা' আমি জানি
এ-আমার ব্যথা নয়
বেদনার কথা নয়
কি করে তোমাদের বোঝাব আমি॥

সুখের স্বর্গ আমি একা গড়েছি
নিঃসীম শূন্যতা ভরে রেখেছি
সুরে সুরে গানে গানে
ভালবাসা দিয়ে প্রাণে
সাজিয়ে রেখেছি তার, আমাকে আমি।

এসেছি একা-একা
চলে যাব আমি একা
এই ভাল দু'দিনের
এই পরিচয়, দেখা॥

তোমাদের ভালবাসা আমি পেয়েছি
সেই ভালবাসা দিয়ে বাসা বেঁধেছি
এই হাসি এই প্রীতি
এ' আমার সুখ-স্মৃতি
অনেক পাওয়ার সুখে সুখী যে আমি॥

সুর ও শিল্পী : হৈমন্তী শুক্লা
১৯৯২

আমার এ গান শুধু তোমাকেই
মনে ভেবে লিখেছি
আজ সেই গান শোনাতে ফিরে এসেছি॥

এ গানের আতর তুমি শোনো না গো এ-গান আমার
এ গানে লেখা ছিল প্রথম প্রেমের শপথ তোমার
আজ থেমে-আসা-জীবনের গল্প শোনাতে এই গান
হারানো দিনের হারানো সে সুর শোনাব আবার॥

যে ছবি এঁকেছিলাম মনের রঙে সে-গান আমার
বিরহের ছোঁয়াতে দুচোখে পরশ লেগেছে আজ
তাই, হৃদয়ের বীণার ছেঁড়া-তারে
নেই তো সে সুর
প্রেম এসেছিল চলে গেল আজ বহুদূর
আমার গান শুধু তোমাকেই মনে ভেবে লিখেছি॥

সেই আজ সেই দিন মন কাঁদে বারে বারে
তোমার ও-মুখ ভাসে আমার এই মনের ঘরে
তুমি নেই-আজ গান আর ভাল লাগে না আমার
শুধু জানি, তুমি আছো, তুমি প্রেরণা আমার
আমার এ-গান শুধু তোমাকেই
মনে ভেবে লিখেছি॥

সুর : নৌশাদ
শিল্পী : হৈমন্তী শুক্লা
১৯৮৮

এই শহরের রাস্তায়
একটু দেখে চলো, আস্তে
'ট্যাক্সি' ছোটে অটোরিক্সা
পিছনে মোটর পারে আস্তে ॥

বন্ বন্ বন্ বন্ ঘুরছে
পথ দেখে, পথ চলো-সাবধান
সন্ সন্ সন্ সন্ ছুটছে
ঐ দত্যি-দানব এসে নেবে জান
হাতোর মুঠোয় করে প্রাণটা
দ্যাখো, কতদিন পারো বাঁচতে ॥

হিং টিং ছট্ যাদু মন্তর
প্রাণ কাড়ে, পকেট যে কাটছে
শহরের ছোট-বড় যত চোর
কোট্-প্যান্ট-হ্যাট' প'রে হাঁটছে
জান' নিয়ে দাম দেবে ? ফক্কা
ফিক্ ফিক্ তারা জানে হাসতে ॥

দিন-রাত মুখ বুজে খাটছো
রাতারাতি কারা ফেঁপে উঠছে
রাত-কান্না হয়ে পথ হাঁটছো
কারো মুখে কত হাসি ফুট্ছে
এই তো নিয়ম, কেউ ডুববে
কেউ ডুবিয়ে দিয়ে চায় ভাসতে ॥

ও মরি! মরি!
লাজে মরি
কি করে সই যাবো যমুনায় রে
চুপি চুপি
রাধা নামে'
ডাকে বাঁশী, ঘরে থাকা দায় রে।

চুপি চুপি নদী রেখেছে নজরে
দুয়ারে শাশুড়ি—পড়েছি ফাঁপরে
মন হাহাকার করে
মন ঘরবার করে
পায়ে যে শিকল বাঁধা বহন করি
ঝন্ ঝনাঝন্ ঝন্ ঝন্ মরি মরি!

আমি হয়ে কলঙ্কিনী
যেন থাকি চিরদিন-ই
রঙ্গিলা রঙ্গিলা সে বাঁশীতে
মরণ জানি...... মরি! মরি!

যত দোষ আমারই এ পোড়া কপালে
দুর্নাম আমাকে দেয় যে সকলে
যদি হাতে-নাতে ধরে
মন ভয়ে ভয়ে মরে
ভয়েতে শিউরে উঠি
ছম্-ছমা-ছম্, ছম্ ছম্ মরি মরি !

রচনা ও সুর : নৌশাদ
শিল্পী : হৈমন্তী শুক্লা
১৯৮৮

আহা, পিয়ানো আমার প্রথম প্রেম
মন রাঙানো
শব্দের টুং টাং
ছন্দের তোল তাল
জীবনটা সাত সুরে সাজানো
আহা, পিয়ানো আমার প্রথম প্রেম মন-রাঙানো॥

প্রিয়তমা তুমি আছো
ভালো লাগে সব
মিষ্টি কি আওয়াজের
তোল কলরব
আবেশ ছড়াও মনে, সাড়া জাগানো॥

সাত সাগরের ওপার থেকে
তুমি তো এসেছো ওগো অনুরাগিনী
এক বুক ভালবাসা এনেছো সাথে
তোমার শরীরে মাখা সুর হিমানী

অনেক সুখের মুখ
দুখে-নিরাশায়
তোমাকে সঙ্গী করে
ছবি আঁকা যায়
মানুষের ব্যথা দিয়ে কথা জড়ানো।।

শব্দের টুং টাং
ছন্দের তোল তাল
জীবনটা সাত সুরে সাজানো
আহা পিয়ানো, আমার প্রথম প্রেম মন রাঙানো॥

সুর : কল্যাণ সেন বরাট
শিল্পী : সুবীর সেন

আনন্দ আজ ধরে না আর
আজকে মা তোর বিয়ে
চোখের জলে ভিজিয়ে তোকে
দিলাম যে সাজিয়ে ॥

আদর সোহাগ দিয়ে তোকে
তুলেছি যে গড়ে
আমায় ছেড়ে যাবি যে তুই
অন্য আর এক ঘরে
(তবু) বিদায় তোকে দিতে হবে
দু'চোখ ভিজিয়ে ॥

একমুঠো চাল দিলি যে শোধ
ঐ তো মায়ের ঋণ
ভাঙা বুকের মাঝখানেতে তুই
থাকবি চিরদিন
থাকিস্ সুখে সবাইকে তুই
আপন করে নিয়ে ॥

সুর : কল্যাণ সেন বরাট
শিল্পী : মাধুরী চট্টোপাধ্যায়

আমার ঠিকানা তুমি পেলে কি ক'রে
অচেনা অজানা এক ভুল পথ ধরে
কেন তুমি ফিরে এলে এতদিন পরে ?

মনে পড়ে যায় শুধু মনে পড়ে যায়
সেদিনের দিন ছিল মায়ার খেলায়
ভালবাসা বাসা ভেঙে
চলে গেছে দূরে ॥

আমাকে নাওনি তুমি কাছেতে ডেকে
কখনো চাওনি তুমি মনের থেকে
কান্নার জল গেছে দু'চোখ রেখে।।

ভালবাসা' ফিরে গেছে, পেয়ে অবহেলা
তাকে কেন ফিরে চাও এই শেষ-বেলা
যে গেছে, তাকে আর
ফেরাবে কি ক'রে ॥

সুর : মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়
শিল্পী : আলো লাহিড়ী

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ আরব সাগরে উপস্থিত তলোয়ার যুদ্ধ জাহাজের সেনানীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। নৌ-বিদ্রোহের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে রচিত এই গান। সময়-১৯৪৬।

ঝড় উঠেছিল —'ঝড়'
নীল-সমুদ্রে ঝড়
আরব সাগর থেকে উঠে আসা
ছেচল্লিশের ঝড়
ঝড়ের দাপটে কেঁপে উঠেছিল, শাসক ভয়ংকর॥

ঘুমন্ত নদী ছুটন্ত হয় দুরন্ত রণসাজে
বিদ্রোহ-নৌ বিদ্রোহ জাগে তলোয়ার জাহাজে
বিদেশী-শাসন, আসন স-ভয়ে
কেপে ওঠে থরোথর॥

নাবিক-বন্ধু সেনানী তোমরা পরাধীনতার কালো
জল-তরঙ্গে সাজিয়েছিলে স্বাধীনতার আলো॥

শৃংখল ভাঙো, শৃংখল ভাঙো সারাদেশে সাড়া জাগে
বিপ্লব, মহা-বিপ্লব আসে মুক্তির দোলা লাগে
ঝোড়ো-হাওয়া এসে ভেঙে দিয়ে গেল
সাজানো তাসের ঘর'॥

সুর ও শিল্পী : অজিত পান্ডে
১৯৯৬

'আজাদ হিন্দ' বাহিনীর 'কদম কদম বাড়ায়ে' যা-এর বঙ্গানুবাদ। নেতাজীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে

সামনে সামনে এগিয়ে যা
খুশিতে গান গেয়ে যা
এ-জীবনটা তোর দেশেরই
তুই দেশের জন্য দিয়ে যা॥

কেন, মরার আগে মরবি, বল ?
শত্রুকে দু'পায়ে দল্
দেশের শক্তি বাড়িয়ে যা॥

সাহস যে তোর বুকের মাঝে
ঈশ্বর যে তোর সঙ্গে আছে
সামনে যদি কেউ আসে
তাকে ধুলায় মিশিয়ে যা॥

চলো দিল্লী' —ডাক দিয়ে
দেশের পতাকা হাতে নিয়ে
লাল কেল্লার' উপরে
উড়িয়ে যা, উড়িয়ে যা॥

বঙ্গানুবাদ পরিবেশন করেছেন ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার'
কথা ও সুর : রাম সিং ঠাকুর (আই.এন.এ.)

আয় আয় ছুটে আয় সজাগ জনতা
আয় আয় নিয়ে আয় নতুন বারতা
রামের দেশেতে সেই রাবণ বধিতে
যায় যদি যায় জীবনটা যাক॥

সংগ্রামে সেনাপতি থম্‌কে দাঁড়ালে
কি যে লাভ নিজেদের আস্থা হারালে
সমাজের বেরীকে চেনা হবে দায়
আয় আয় ছুটে আয় সজাগ জনতা ......॥

শোন ক্ষুব্ধ শিশুদের আর্তনাদ
সে যে কুন্তির মৃত্যুর আনে সংবাদ
সেই সংবাদ শুনেও বধির কেন
তুই করবি না কেন তোর শেষ প্রতিবাদ
সংগ্রাম আর এক নাম জীবনের
ভীরুতা আর এক নাম মরণের
ত্রাস ভুলে দানবের নাশ করি আয়
আয় আয় ছুটে আয় সজাগ জনতা .....॥

সুর ও শিল্পী : ভুপেন হাজারিকা

একহাতে তালি বাজে না
আমি একা প্রেম করি
তুমি কি করো না
তাই, একা শুধু আমাকেই
দোষ দেওয়া যায় না॥

ফুল যদি ফুটে থাকে
ভ্রমর তো আসবেই
ফাগুনের গন্ধে
বাতাস তো নাচবেই
দুরন্ত ঝর্না সাগর কি খোঁজে না ?

আমি একা-একা কিনি যত বদনাম
বুঝে শুনে, লোকে করে তোমার সুনাম।

মন যদি থাকে কারো
ভালো সেতো বাসবেই
চোখে যদি চোখ পড়ে
কাছে সে তো আসবেই
কেউ বোঝে ভাষা তার, কেউ হায় বোঝে না॥

সুর : ভি বালসারা
শিল্পী : চিন্ময় রায়
হিন্দুস্থান রেকর্ডস্

ওগো পথ
তুমি পারো কি ঠিকানা বলে দিতে
আর কতদূরে গেলে আমি পাব
রাধিকা রমন
কতদূরে সেই কুঞ্জগলির কুঞ্জবন?

আমি বিরহিনী আর যে পারি না সহিতে
বিরহের জ্বালা চাহে যে আমায় দহিতে
কত দূরে গেলে পাব মোর প্রিয় দরশন॥
কত দূরে সেই কুঞ্জগলির কুঞ্জবন।

ওগো কুহু-কেকা, বলো তো সে পথ কোনদিকে?
পায়ে-চলা-পথে চিহ্ন কি কিছু গেছে রেখে।

ওগো মায়া-চাঁদ তুমি কি গিয়েছো পাশরি
ডেকে ডেকে ফিরে গিয়েছে শ্যামের বাঁশরী
আঁখির দু'কোণে ঝরিছে শ্রাবণ বরিষণ
কতদূরে সেই কুঞ্জগলির কুঞ্জবন॥

সুর ও শিল্পী : রামানুজ দাশগুপ্ত

আকাশে গুরু-গুরু
মেঘের কথা শুরু
এ মনে দুরু দুরু ভয়
বাতাস এলোমেলো
পাতারা ঝরে গেল
পাখিরা চোখ গেল কয়॥

নিঝুম চরাচরে
অঝোরে বারি ঝরে
এক্‌লা আমি ঘরে তাই
হৃদয় হাত পাতে
তোমাকে এই রাতে
মনের আঙিনাতে চাই
তুমি তো দূরে দূরে
তবুও মন জুড়ে
রয়েছো, শুধু মনে হয়॥

কোথায় তুমি আজ
একলা আমি আজ
বিফলে যায় সাঁঝ যেন
বিরহী নিশিরাতে
মিলন রাখী হাতে
ছিঁড়েছে বেদনাতে কেন
তবে কি ভালবাসা
মিথ্যে কাছে আসা
প্রেম যে দিল পরাজয়॥

কৃষ্ণকায়া আফ্রিকা মোর
কৃষ্ণকলি মা
কান্না-ভেজা দু'চোখ তোমার
ব্যথায় ভরা বুক
তোমায় দেখে মনে পড়ে
আমার মায়ের মুখ॥

তোমার মেয়ে পলিন'
আমার 'পারুল' বোনের নাম
কবি মোলায়েজ
আমার নজরুল ইস্‌লাম
জীবন দিয়ে কেনে ওরা স্বাধীনতার সুখ॥

বৃষ্টিহারা আফ্রিকা তুই কেনিয়াটার মা
বিশ্বজুড়ে ম্যান্ডেলা আর হাজার লুমুম্বা
বর্ণভেদের মেঘ সরিয়ে দেখায় আলোর মুখ॥

ইথিওপিয়ার ক্ষুধার জ্বালা
কান্না হয়ে শেষে
কঙ্গো নদীর স্রোতের ধারায়
গঙ্গাতে আজ মেশে
প্রাণের সুতোয় গাঁথা মোদের দুঃখ এবং সুখ॥

সুর ও শিল্পী : ভূপেন হাজারিকা
বাংলা ১৩৯৩ : ইথিওপিয়ার খরার সময় লিখিত

ও বেহুলা বাংলা
আমার দুখিনী বাংলা
তোর কপালের সিঁদুরে টিপ মুছিয়ে দিল ঝড়
বানভাসি তোর নদীর বুকে আমরা লখিন্দর॥

চোখের জলে বুক ভেসে যায়
ঘর ভেসে যায় বানে
তুল্‌সী তলায় পিদিম জ্বেলে
কে দেবে উঠোনে
তোর ভবিষ্যৎ এমন করে
দিল দ্বীপান্তর॥

রূপসী বাংলা আমার শ্যামলী বাংলা
ও তোরা ফুলেশ্বরী ধানের খেতে নেই তো সোনা রং
নদীর জলে ভাসছে হাজার লখিন্দরের শব॥

লক্ষ্মী পেঁচা, চড়ুই পাখি বসে না আর ঘরে
চণ্ডীতলার, আটচালা তোর ভেঙে গেছে ঝড়ে
চূর্ণী নদীর ঘূর্ণি জলে ভাসছে তেপান্তর॥

সুর ও শিল্পী · ভূপেন হাজারিকা

তুমি কিষ্টো হতে পারো
আমায় রাধা হতে বোল না
তোমার ষোলশত গোপিনীকে
মানাই লিতে পাইরব না॥

আমি হতে পারি রাধা
জেনো, আইন আছে বাঁধা
একের বেশি দুই ঘরণী
রাইখলে তোমায় ছাড়বে না
ও দেশের আইন তোমায় ছাড়বে না॥

এই যমুনাকে দেখে
সেই যমুনা কেউ বইলবে না
লীলা খেলায় বস্ত্রহরণ
এ-যুগেতে চইলবে না
ও দেশের আইন তোমায় ছাইড়বে না॥

সুর : অংশুমান রায়
শিল্পী : স্বপ্না চক্রবর্তী
১৩৯০

ছোট্ট খোকন ভুল করে যেই তোমরা সবাই বকো
যখন তখন চোখ-রাঙানি শাসন কর ভারি
তোমরা সবাই বড় যারা ভুল কি কর না-কো
হাজার রকম ভুল করেছো, প্রমাণ দিতে পারি ॥

খোকন যদি যোগ করতে, বিয়োগ করেই থাকে
এমন কি আর দোষ করেছে, বকবে কেবল তাকে
যোগ না করে, ভাগ করনি তোমরা এ-দেশটাকে
শুধুই জানো ছোটর উপর করতে খবরদারি ॥

দিদির সাথে আড়ি দিলে তোমরা যে রাগ কর
এবার তবে তোমাদের ঐ গুণের কথা বলি
দেশ সেবারই নামে শুধু করছো দলাদলি ॥

খোকন যদি খেলতে গিয়ে চশমা দাদুর ভাঙে
অমনি পাড়া মাথা তোল খোকারই বদনামে
দেশের সেরা মানুষ যারা তাদের মূর্তি ভেঙে
পথের ধূলোয় মিশিয়ে দেওয়া কিসের বাহাদুরি ?

সুর : ভূপেন হাজারিকা
শিল্পী : ললিতা ধরচৌধুরী

ময়না উড়ে যা উড়ে যা তুই উড়ে যা রে
প্রিয়ার দেশে যা তুই মেলে পাখা
তাকে ছাড়া আমি একা
আজ বড় একা॥

জীবনে এই জীবনে
আমি একা বড় একা
জীবনে এই জীবনে
কেউ দিল না দেখা॥

আমাকে কেউ আমাকে
'ভালবাসি'-বলল না
আঁধারে কেউ আধারে
দ্বীপ এসে জ্বালল না॥

সুর ও শিল্পী : অমিতকুমার

ফুল জানে কখন যে ফুটতে হয়
পাখি জানে, কখন যে উড়তে হয়
মন শুধু জানে না আমার
কখন যে, ভালবাসি' বলতে হয়॥

পাহাড়িয়া ঝর্না সে ঝরতে জানে
নদী হয়ে ছুটে যায় সাগর পানে
ইসারায় ডাকে সে যখন
মিলন এম্‌নি করে মধুর হয়॥

দ্বীপশিখা একা-একা জ্বলতে জানে
পতঙ্গ পুড়ে যায় সেই আগুনে
ইসারায় ডাকে সে যখন
মরণ এম্‌নি ক'রে মধুর হয়॥

আমি চলি একা
ঘরছাড়া পথহারা দিশাহারা
একা একা ঘুরে ফিরি নিশিদিন
রায় যায় দিন আসে প্রতিদিন॥

পায়ে পায়ে পথ চলি পথ যতদূর
যে দিকে চোখ যায় যাই তত দূর
পাব্‌লো নেরুদার দেশ আমি ঘুরে
মায়াকোভোস্‌কির কবিতার সুরে
ভূগোলের সীমানাকে আমি মানি না
উত্তর দক্ষিণ কোনও দ্রাঘিমা॥

পৃথিবীর মুখ যদি খুঁজি এই অন্তরে
ঘর আছে সব দেশে প্রতি ঘরে-ঘরে
চেরী ফুল ফুটে থাকা সূর্যের দেশে
লু-সুনের কাছে যাই পদাতিক বেশে
ভূগোলের সীমানাকে আমি মানি না
পূর্ব কি পশ্চিম কোনও দ্রাঘিমা॥

সুর ও শিল্পী : অমিতকুমার

কে কাকে বেশি ভালোবাসি
তোমাকে আমি
না, আমাকে তুমি
কে কার বেশি কাছাকাছি
এই নিয়ে হয়ে যাক বাজি
—কি রাজি ?

আকাশের বুক থেকে মেঘ হয়ে
বৃষ্টি তো ঝরে যায়
বৃষ্টির নূপুরের ছন্দ কি
আলাদা করা যায়
বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে
ভুলে গেছি আজ নিজে
তুমি আছো আর আমি আছি
কে কার বেশি কাছাকাছি ?

চাঁদের বুকের থেকে জোছনা কি
আলাদা করা যায়
রূপসী হয়েছে রাত, চাঁদের জোছনা
মেখে গায়
বাতাসের ছোঁয়া পেলে
ফুলের শরীর দোলে
খুশি খুশি তাই নাচানাচি
কে কার বেশি কাছাকাছি ?

তারা ঝিল্‌মিল এই নীল আকাশে
আর ঘুম ঘুম সুর-ঝরা বাতাসে
কে যেন স্বপ্ন চায় আনতে
মায়াময় দু'চোখের প্রান্তে॥

এ-রাত কবিতা যেন মনে হয়
আলোর আভাষে কত কথা কয়
এই মন উন্মুখ খুঁজে ফেরে সারাক্ষণ
সে কথার আকুলতা জানতে
বারে বারে মনেরই অজান্তে ॥

ফুটেছে অনেক ফুল নাম-না-জানা
পূরবী করবী আর হাস্‌না-হানা

জোনাকি প্রদীপ জ্বলে, বনানী
এ রাতে লিখেছে আজ কি বাণী
অকারণ গুঞ্জন করে আজ এ-মন
সে লিপির ব্যাকুলতা জানতে
বারে বারে মনেরই অজান্তে ॥

সুর : রতু মুখোপাধ্যায়
শিল্পী : দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়

ইবার দিব দালান-কোঠা
মা শীতলার কিরা কাটা
টাটানগর কারখানায়
করিব গো চৌকিদারী।
ও ওরে ও রূপসী
ইবার আমি কইরব তুমার মন খুশি।

সাত বছর পাই না কিছু
এ' দুখ্ কারে বলি
পইসা-কড়ি ছিল না গো
ভাইগ্যটাকে দিলম গালি
ই বছর কিনে দিব
জোড়া সামিজ তেল-শিশি॥

বেলপাহাড়ী থাইকব না আর
বইলছি আমি কথা খাঁটি
ই গিরামে থাইকলে পরে
জীবনটা যে হবে মাটি
দুঃখ ইবার ঘুচিই যাবেক
হয়ে যাব ভিন্‌দেশী॥

সুর : অংশুমান রায়
শিল্পী : ভূপেন হাজারিকা
১৩৯০

ও প্রেম, কি নামে তোমায় আমি ডাকব্ বলো
কখনো ফাগুন তুমি
কখনো আগুন হয়ে জ্বলো॥

সবার হৃদয়ে তুমি ফোটাও যে প্রেমের মুকুল
ঝড়ের বাতাস হয়ে ঝরাও যে স্বপনের ফুল
কখনো আঁধার মনে
বিরহের দ্বীপ হয়ে জ্বলো॥

হৃদয়কে ছুঁয়ে যাও চুপি চুপি দিনে ও রাতে
কখনো মাটির ঘরে কখনো রাজপ্রাসাদে
রাধার দু'চোখে তুমি
ব্যথার অশ্রু ছলোছলো॥

শিল্পী : শ্রাবন্তী মজুমদার
সুর : ভি. বালসারা
১৩৯৩

মনে রেখ
লিখে রেখ
হৃদয়েতে এই নাম
কত সুর
কত গান
তোমাদের শোনালাম ॥

কোনদিন কোনখানে
যদি শোন গান এই
মনো কোরো আমি আছি
তোমাদের মনেতেই
গানে গানে সুরে সুরে,
কত মন ভরালাম
তোমাদের অনুরোধে
কত গান গেয়েছি
মানুষের বুকভরা
ভালবাসা পেয়েছি
হিসাবের খাতা খুলে
দেখিনি তো কি পেলাম ॥

সুর : সলিল মিত্র
শিল্পী : বনশ্রী সেনগুপ্ত

প্রেম করে সই পাই যে যাতনা
এ-ভাবে প্রেম করব না সই
ও-ভাবে প্রেম করব না
প্রেম করে সই, নিত্য জ্বালায় মরব না॥

নাগরে দেয় বিষম জ্বালা
পরব না তার দেওয়া মালা
আর কখনো তার সাথে সই
নাগর-দোলায় চড়ব না॥

বৃন্দাবনে যাব না সই মথুরাতে যাব না
মনের মত মানুষ ছাড়া কাউকে তো মন দেব না

প্রেমের পথে অনেক কাঁটা
অনেকে দেয় কথার খোঁটা
রাধার মত ভুল করে সই
আগুনে ঝাঁপ দেব না॥

সুর : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
শিল্পী : স্বপ্না চক্রবর্তী
১৩৯৩

(ঝুমুর)

ও ধনি, তোর বেণীটি
দোলে যেন ফণীটি
কি দেখি, আর কি-না-দেখি, ভাবি
কখন যে মন দিয়াছি
ভুল করে মন দিয়াছি
তুহার হাতে ভালবাসার চাবি॥

তিরছা নজর মারিলি
আমার পরান কাড়িলি
রকম-সকম, বুঝিনা গ' তোর
প্রেমের ফাঁসি পরালি
পীরিতে মন জড়ালি
উথাল-পাথাল বুকেরই ভিতর
ও মেয়ে তুই আর কতকাল
মনিষটাকে ঘুরাবি॥

আমার মনের পড়োশী
বয়স যে তোর ষোড়শী
অঙ্গ দোলে পদ্ম সরোবর
দেখেছি তোর চলনি
শুনে, কথা বলনি
উলট্-পালট্ বুকেরই পাঁজর
ও মেয়ে, তুই আর কতকাল
মনিষটাকে ঘুরাবি ?

আমার ঘরে টিভি আছে
আকাশছোঁয়া অ্যান্টেনা
একটা কাঠের বা' আছে
রেডিও —তা বাজে না
এ এক মজা মন্দ না
হোক্ সে দারুণ যন্ত্রণা॥

এই ঘরের কোণে টেলিফোন
সাজিয়ে রাখি সারাক্ষণ
যতই করি খোশামুদি
তবু যে তার পাই না মন
ভূতুড়ে বিল শোধ করে যাই
সাত চড়ে রা কাড়ে না
এ এক মজা মন্দ না
হোক্ সে দারুণ যন্ত্রণা ॥

এই দেওয়ালেতে টিউব বাতি
তবু জ্বালাই মোমের বাতি
হ্যারিকেনের মিষ্টি আলোয়
জোছনা ছড়ায় সারারাতি।
দিনে-রাতের লোডশেডিংয়ে
মিটার বাড়ে কমে না
এ-এক মজা মন্দ না
হোক সে দারুণ যন্ত্রণা ॥

সুর : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
শিল্পী : স্বপ্না চক্রবর্তী
১৩৯৩

দোলে দোলে ওই দূর বিহঙ্গের পাখনা
নীলায়িত ছন্দে
পুলকে, আনন্দে
যায় যদি ভেসে যেতে যাক্‌না॥

মন যেন চায় যেতে হারিয়ে
দূরে ঐ নীল যত ছাড়িয়ে
আকাশের মেঘ শেষে পথিকেরে ভালবেসে
খুলে দিক্ আলোকে ঢাক্‌না॥

ধূপছায়া গগনের
আল্‌পনা আঁকা পথে
পলাতক পাখি উদ্‌ভ্রান্ত
তবু নয়, সে তো আজ শ্রান্ত॥

পৃথিবীর মায়া তার টুট্‌লো
আলো-পাখি মেঘ-পথে ছুট্‌লো
দিশাহারা ইসারায় আঁকা বাঁকা পথে যায়
আর কতদূরে যাবে —যাক্‌না॥

সুর . নচিকেতা ঘোষ
শিল্পী : প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

ও কুহু কুহু কুহু ডাকে কোয়েলিয়া
দুরু দুরু দুরু দুরু কাঁপে হিয়া
আগুন আগুন আগুন ফাগুন আসে রে
ভ্রমর হাসে কী উচ্ছ্বাসে কী উচ্ছ্বাসে রে
গোলাপ গোলাপ বনে ওঠে ফুল ফুটিয়া।

সবুজ সবুজ পাতায় পাতায়
লজ্জাবতী লতায় লতায়
চুপি চুপি রঙ মেশানো বনের টিয়া
আকাশটাকে লাল করেছে কৃষ্ণচূড়া
রত্নাবলী রাত হয়েছে অপ্সরা।।

লাজুক লাজুক কুমারী ফুল
শরম রাঙা বকুল পারুল
ভীরু ভীরু চোখে তাকায় পিউ-পাপিয়া।

সুর : ভূপেন হাজারিকা
শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়
১৩৯৩

ঢেউ তুলে তুলে হয় সাগর নদী
ফুল গেঁথে গেঁথে হয় মালা
অনুরাগ' তাকে বলে ক্ষণে ক্ষণে কেউ
আন্‌মনা করে দেয় যদি॥

মন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় আশা
কত স্বপ্ন করে যাওয়া আসা
নতুন খুশির পালা
জীবনে সাজায় ডালা
মিলন প্রদীপ জ্বালা
হৃদয়ে সুরভি ঢালা
নিরালা বাসর গড়ে যদি॥

সেই সুরে সুরে বলা কথা
হয়ে যায় গো যদি রূপকথা
চকিতে বাঁশির তানে
লজ্জা রাঙিমা আনে
গোপনে আকুল প্রাণে
দূরকে কাছেতে টানে
প্রথম ফাগুন হাসে যদি॥

সুর : অজয় দাস
শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়
১৩৯৩

আকাশ পারে তারায় তারায় রাত্রি ঝলোমলো
আমার কথা ফুরিয়ে গেছে
তোমার কথা বলো

তোমার কথা শুনব বলে
আজকে সারারাতি
ঘুম নামে না দু'চোখে আজ
খুশির মাতামাতি
মন-সায়রে তা-থৈ-থৈ
জোয়ার টলো মলো
আমার কথা ফুরিয়ে গেছে, তোমার কথা বলো।।

রূপকথারই রাজার কুমার পক্ষীরাজে এসে
কুমারী-মন জয় করেছে কখন ভালবেসে
গল্প হলেও সত্যি মনে হয়
গল্প কথা —জল্পনা এ-নয়।।

নদীর বুকে জ্যোছনা এসে করছে কানাকানি
ভ্রমর-ফুলে আঁধার কুলে গোপন জানাজানি
রূপসা নদী রিম্ ঝিম ঝিম
বইছো কলো কলো
আমার কথা ফুরিয়ে গেছে তোমার কথা বলো।।

সুর : অনল চট্টোপাধ্যায়
শিল্পী : নির্মলা মিশ্র

ঘুমে ঢুলু ঢুলু চাউনি চোখে
এই ঝির্ ঝির্ বায়েতে
কা'র ইশারায় মন ছুটে যায়
মন-পাবনের নায়েতে ॥

রুম্ ঝুম্ রুম্ ঝুম্ নুপূর বাজে
পলাশ-ঝরা-প্রান্তরে
বাঁশের বাঁশি তান ধরে আজ
মন সুরেলা গান ধরে
লাল শিমূলে পথ রাঙানো
সাঁওতালী কোন্ গাঁয়েতে ॥

অস্তরবির অস্তরাগে ধূপছায়া পথ চম্‌কিয়ে
চরণের ঐ ছন্দ বাজায় যুগল প্রাণের সন্ধি এ

কুম্ কুম্ কুম্ টিপ্ চমকে ওঠে
মন সুরেলা গান ধরে
কোন্ হিয়াতে মন রাঙানো
রাম ধনুকের রং ঝরে
তাই পাপিয়া যায় ডাকিয়া
আবছা আঁধার ছায়াতে ॥

সুর : নচিকেতা ঘোষ
শিল্পী : তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

হাওয়া ঝির্ ঝির্
খুশি রিম্ ঝিম্
তারা ঝিক্ মিক্
দূরে হাসবে
তুমি আসবে, তুমি আসবে॥

চাঁদ উঠ্‌বে
ফুল ফুট্‌বে
আশা ঝিল্‌মিল্
ঘোর টুট্‌বে
আজ মন চায়, শুধু প্রাণ চায়
তুমি আসবে, ভালোবাসবে॥

জাগে হিল্লোল
মনে কল্লোল
খুশি দোল্ দোল্ দোলে দোলনায়
মন অঞ্চল
হল চঞ্চল
রাঙা কুম্‌কুম্ মধু সন্ধ্যায়॥

কথা শুনছি
জাল বুনছি
আসা-পথ চেয়ে
দিন গুনছি
আজ বারে বার সব কাজে ভুল
জানি আসবে ভালোবাসবে॥

সুর : ভূপেন হাজারিকা
শিল্পী : উষা মঙ্গেশকর

ভালবেসে মালা পরায়ো না
কথা দিয়ে ব্যথা আর ছড়ায়ো না।
যে-ভালবাসা প্রাণে বাসা নাহি বাঁধে
যে ভালবাসা একা একা নাহি কাঁদে
সে ভালবাসা দিয়ে আর জড়ায়ো না॥

প্রেমের কাজল আঁকা নেই আঁখি-কূলে
ও চোখে স্বপ্ন দেখা গেছ তাই ভুলে
ফাগুন যে ছিল তাকে মনে করায়ো না।

সুর : মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়
শিল্পী : শ্রাবন্তী মজুমদার
১৩৯২

কখনো আকাশে কালো মেঘ যদি নামে
দরজায় এসে কড়া নাড়ে কালো-রাত
হে প্রিয় বন্ধু, জীবনের সংগ্রামে
নির্ভয়ে রেখ, এ-হাতে তোমার হাত॥

পায়ে-চলা-পথ কণ্টকে ভরে যদি
পার হয়ে যাব দুঃস্বপ্নের নদী
তুমি যদি থাক চলার প্রেরণা হয়ে
আমি আনবই সূর্যের সংবাদ॥

পথ শেষ হয় চলার পথের শেষে
একদিন যাব পৌঁছেই সেই দেশে
তুমি যদি থাক, আমার প্রেরণা হয়ে
আমি জানাবই দুঃখকে প্রতিবাদ॥

সুর : ভি. বালসারা
শিল্পী : শ্রাবন্তী মজুমদার

একটু গেলেই অথৈ সাগর, পা বাড়ালেই নদী
বুকের মাঝে কুলু কুলু গঙ্গা ভাগীরথী
এই আমাদের কলকাতা
প্রিয়তমা কলকাতা
হাত বাড়ালেই বন্ধু মেলে, প্রেমের কোমলতা।।

মায়ের মত কলকাতা তার কোলটি পেতে আছে
সবাইকে নেয় আপন করে দূরকে টানে কাছে
এই আমাদের কলকাতা
আদরিনী কলকাতা
ছড়ায়, গানে ছড়িয়ে আছে অনেক গল্প-কথা।।

আকাশ যেন যামিনী রায় বাতাস 'রবিঠাকুর'
সেই বাতাসে ভাসে আবার 'অগ্নিবীণার' সুর
নজরুলের এই কলকাতা
নেতাজীর এই কলকাতা
কিশোর-কবি সুকান্তেরই ছন্দে সুরে গাঁথা॥

পোড়া-বারুদ গন্ধ ছড়ায় বাতাস এলোমেলো
বিনয়-বাদল-দীনেশ বুকের রক্ত দিয়ে গেল
স্বাধীনতার গল্প তা
বিপ্লবেরই কলকাতা
অশ্রু দিয়ে লেখা আছে ইতিহাসের পাতা॥

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর কলকাতাতে বান
দুঃখ সুখের কান্না হাসির ওঠে ঐকতান
চোখের মণি কলকাতা
জ্ঞানের খনি কলকাতা
চিরন্তনী এই শহরের আছে মানবতা॥

সুর ও শিল্পী : ভূপেন হাজারিকা
কলকাতার ৩০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে, ১৯৯০

হৃদয়ের কথা
বিরহের ব্যাথা
অশ্রু সজল
সেই তো গজল ॥

বসরাই কোন গোলাপের নাম
প্রেমের পূজারী ওমর খৈয়াম'
সাকীর দু'চোখে মায়াবী কাজল
সেই তো গজল ॥

সুধায় ভরানো প্রেমের পেয়ালা
জ্যোছনা ছড়ানো রাতের নিরালা
তারার আকাশে 'ময়ূর-মহল'
সেই তো গজল ॥

অস্ত-আকাশে গোধূলির রং
মুখোমুখি বসে কিছু আলাপন
হাওয়ায় দোলানো প্রিয়ার আঁচল
সেই তো গজল ॥

সুর : ভি. বালসারা
শিল্পী : ভুপেন হাজারিকা
১৩৯২/১৯৮৪

ইতিহাস
আমি ইতিহাস
জ্বলন্ত ইতিহাস
আমার জীর্ণ ছিন্নপাতার ধুলো-জমা-কালো অক্ষরে
জয়-পরাজয় কান্না-হাসির কাহিনী রেখেছি ধরে
বিগত শত-শতাব্দীর নীরব দীর্ঘশ্বাস।।

আমি লিখে রাখি : রোম পুড়ে গেছে
নীরো' বাজিয়েছে বীন্
শীতে জর্জর শীর্ণ মানুষ রয়েছে বস্ত্রহীন
রাজপ্রাসাদের পাথরে মাথা খুঁড়ছে যে প্রতিদিন
পোড়া রুটি তবু দেয়নি খেতে মহারানী কোনদিন
আমি লিখে রাখি : প্রতিবাদহীন বেদনার নিঃশ্বাস।।

আমি ইতিহাস
কালের প্রহর কোথাও রাখিনি পা
ব্যাবিলন' রোম নীলনদ হয়ে ছুটেছি হরপ্পা'

আমি লিখে রাখি :
মানুষ করেছে মানুষের বেচা-কেনা
দাসত্ব থেকে শৃংখল ভেঙে গর্জে উঠেছে 'লেনা'
বুকের রক্তে শোধ করে গেছে পরাধীনতার দেনা
কোরিয়া কিউবা ভিয়েতনামের অমর শহীদ-সেনা
আমি লিখে রাখি : গণমুক্তির বুক ভরা বিশ্বাস।।

সুর ও শিল্পী : ভূপেন হাজারিকা
১৩৩২ / ১৯৮৫
আন্তর্জাতিক যুব বর্ষ

যেমন শ্রীরাধা কাঁদে
শ্যামের অনুরাগী
তেমন করে কাঁদি আমি
পথেরই লাগি॥

কোথায় যাচ্ছে সে নিশানা
বলতে কে গো পারে
গোলক ধাঁধায় মরছি ঘুরে
গহিন্ আঁধিয়ারে
পথকে আমার দোসর করে
হয়েছি বিবাদী॥

জানিনা পথ চিনিনা তো
কোথায় এসে মেশে
আঁধার ভেঙে সূর্য কি শেষ
উঠবে আবার হেসে
আমার মনের সুজন কোথায়
কে হবে সোহাগী॥

সুর : অজয় দাস
শিল্পী : শ্যামল মিত্র
ছবি : পান্না হীরে চুনী
১৯৬২

শিমূল রাঙা পলাশ রাঙা গোলাপ রাঙা হয়
আঁধার ভাঙা সূর্য এলে আকাশ রাঙা হয়॥

ফাগুন এলে বাতাস রাঙা
দেয় যে দোলা প্রাণে
অভিমানীর মুখটি রাঙা
হয় যে অভিমানে
সিঁথিতে ঐ সিঁদুর রাঙা
প্রেমের পরিচয়।।

শরমে হয় মরম রাঙা বলতো কখন
কাছে এসে আদর করে যখন আপনজন।।

বাসর ঘরে বধূ রাঙা
ফুলশয্যার রাতে
প্রেমের রাঙা রাখী যখন
দেয় পরিয়ে হাতে
রঙ্গিলা ঐ বাঁশিতে মন
আশায় রাঙা হয়॥

সুর ও শিল্পী : ভূপেন হাজারিকা
১৩৯২

চোখে যদি তাকে ভালো লাগে
কেন তার দিকে চাইবো না
কলঙ্ক যদি দেয় লোকে
অপবাদ তবু সইব না॥

ফুল যদি ফোটে মধুমাসে
মৌমাছি কেন ছুটে আসে
কখনো কি ফুল ভুল করে
বলেছে, ফাগুনে ফুট্‌ব না॥

এই আসা-যাওয়া, যাওয়া-আসা
এরই নাম 'প্রেম, ভালবাসা'

চিরদিন ধরে এই খেলা
সাগরে নদীতে মণিমেলা
কখনো কি নদী ভুল করে
বলেছে, সাগরে ছুট্‌ব না॥

সুর ও শিল্পী : অমিতকুমার
১৯৮৩

কবে কখন কোথায় দেখেছি নেই মনে
হয়তো ২৫শে বৈশাখে কি ২২শে শ্রাবণে
নেই মনে ॥

কি-জানি জানিনা আকাশে ছিল কি ছিলনা সাক্ষী চাঁদ
ফাগুনে রাঙানো ছিল কি ছিল না তিথিডোরে বাঁধা রাত
নীল-যমুনার তীরে দেখেছি
না, প্রেমের বৃন্দাবনে
নেই মনে ॥

লায়লা কি রাধা কি সাজে সেজেছো মনে কি ছিল সাধ
প্রেমেরই ভুবনে জনমে মরণে ধরে আছো দুটি হাত
প্রিয়তমা করে রেখেছি তোমাকে প্রেমের সিংহাসনে
এই মনে ॥

সুর ও শিল্পী : অমিতকুমার
১৩৯৩/১৯৮৬

তুমি আমার ভালবাসা
প্রেমের মুকুল
তুমি আমার নেশায় মেশা
মহুয়ারই ফুল
এ কি শুধু মিছে কথা
আলেয়া না ভুল?

আমি জুঁই বেলা কোন্ নামে ডেকেছিলাম
ভুলে গেছি
আমি তোমাকে কুহু-কেকা কোন্ নামে ডেকেছিলাম
ভুলে গেছি
ওগো সজনী,
দিন-রজনী কেন ঝরাও অশ্রু মুকুল॥

আমি সারাবেলা কোন খেলা খেলেছিলাম্
মনে পড়ে
আমি কি তোমাকে ভুল করে প্রিয়তমা ভেবেছিলাম
মনে পড়ে
অনুরাগিনী,
আগে বুঝিনি কেন ভাসাও আঁখির দুকূল॥

সুর ও শিল্পী : অমিতকুমার
১৩৯৩/১৯৮৬

বৃষ্টি ! বৃষ্টি ! বৃষ্টি !
বৃষ্টি নামেনি আকাশের গায়ে
বৃষ্টি নেমেছে চোখের সীমায়
ঝর ঝর মেঘ ঢেকেছে প্রিয়ার দৃষ্টি
মিষ্টি মিষ্টি মিষ্টি ॥

কোথায় কখন শুরু হল
শুরু হল বুঝি ঝড় শুরু
ঝড় সে তো নয় মন কাঁপে
কাঁপে মন দুরু দুরু দুরু
থর থর মনে কাঁপন লেগেছে মিষ্টি ॥

ঝর্না ঝর্না ঝরে যেন চুনী পান্না
পান্না সে নয়, প্রিয়ার চোখের বিন্দু বিন্দু কান্না

কোথায় কখন মেঘে মেঘে
মেঘে মেঘে শুরু গান শুরু
মেঘ সে তো নয় অভিমানে
অভিমানে মেঘ ঝুরু ঝুরু
ঝর ঝর ব্যথা আঁধারে ঢেকেছে সৃষ্টি ।।

সুর ও শিল্পী : অমিতকুমার
১৩৯৩/১৯৮৬

কেন সে যে
সকালে বিকালে
পাগল করে আমায়
যাই কোথায়
রাঁচি কি করাচি
যাব আমি কোথায়
ছল্ করে যে
প্রাণ কেড়েছে
যাব আমি কোথায়?

একি জ্বালা
সারা বেলা
মন নিয়ে করে কি খেলা
এ কি খেলা!
চোখে চোখে
কাছে ডাকে
কাছে গেলে ক'রে ঝামেলা
শুনেও শোনে না, বুঝেও বোঝেনা
বলো, কি করি উপায়?

হে মা তারা
হে মা কালী
কেন ধরাধামে পাঠালি
হে মা কালী
এ যে কলি ঘোর কলি
সে যে মেয়ে নয় —মা কালী
আগে তো বুঝিনি
এ রায় বাঘিনী
ও বাবা, বাঁচারে আমায়॥

সুর ও শিল্পী : অমিতকুমার
১৩৯৩ / ১৯৮৬

ও রাধে
কথা শোন
শোন মানা
যমুনাতে জল আনিতে
একা একা যেও না॥

কদম তলায় একা যায় না
সেখানে আছে এক সেয়ানা
সে শুধু বাঁশি বাজায়.
বাঁশিতে মন যে মজায়
সে বাঁশি, শুনলে আবার
ঘরেতে মন রয় না।।

সকাল দুপুর সাঁঝের বেলায়
যখন তখন বড় জ্বালায়
কেন সে করে এমন
শোনে না কোনও বারণ
ও কালা, ভীষণ জ্বালায়
আমার জ্বালা সয় না॥

সুর ও শিল্পী : অমিতকুমার
১৩৯৩/১৯৮৬

ভাল লাগে না ভাল লাগে না
মেঘে-ঢাকা-দিন
আঁধারে মলিন
সূর্য কেন আর ওঠে না॥

রাম ও রহিম অনাথ শিশু
কাঁদে যে ক্ষুধায় পথের যিশু
কেউ দ্যাখে না, কেউ ভাবে না
ওদের মনে হাসি ফোটে না
আমি বুঝি না কেন জানি না
কান্না ওদের কেউ শোনে না
শিশুর হাসির ফুল ফোটে না॥

দু' চোখে ওদের বর্ষা ঝরে
জীবন কাটে রৌদ্রে ঝড়ে
কেউ বা হোত গান্ধী সুভাষ
কেউ বা হোত রবীন্দ্রনাথ
আমি বুঝি না কেন বুঝি না
কান্না ওদের কেউ শোনে না
শিশুর হাসির ফুল ফোটে না॥

সুর ও শিল্পী : অমিতকুমার
১৩৯৩/১৯৮৬

তুমি তো চেয়েছো শুধু
আমার চোখের জল ঝরাতে
আর, তোমার হৃদয় থেকে
অনেক অনেক দূরে সরাতে॥

সেই আগের মত তুমি
ইসারায় কাছে কাছে ডেকে
আমার দু'চোখে চোখ রেখে
তুমি তো চাওনি প্রিয়া
ফোটা-ফুলে গাঁথা মালা পরাতে।

আজও গোপনে মনে তুমি
রঙে রঙে কত ছবি আঁকো
ভুলে-যাওয়া-নাম ধরে ডাকো
এ' শুধু ছলনা জানি
কথা দিয়ে ব্যথা চাও ছড়াতে॥

সুর ও শিল্পী : অমিতকুমার

আকাশে তাকালাম
আমি মাটিতে তাকালাম
রক্তের রঙে লেখা আছে দেখি
আফ্রিকা সেই নাম॥

তুমি আমার
আমি তোমার
স্বদেশ বিদেশ মানি না আর-তুমিই মা॥

এ কোন বিশ্বে এখন আমরা আছি
জীবন সেখানে মৃত্যুর কাছাকাছি
অন্ধকার অন্ধকার
আঁধারেই খেলি কানামাছি
আফ্রিকা আফ্রিকা আমরা তোমার পাশে আছি
লুঠ করেছে দস্যু এসে
তাই তো ক্ষুধায় তোমার দেশে
অন্ন মেলে না॥

নতুন সূর্য উঠবে আগামী ভোরে
মেঘের আঁড়ালে আঁধার যাবেই সরে
মীরজাফর জগৎ শেঠ
খেলবে না আর কানামাছি
একতার বাণী শুনবে আবার তার পথ চেয়ে বসে আছি
ইথিওপিয়া তোমার দেশে
সূর্য আবার উঠবে হেসে
আঁধার মানি না॥

সুর ও শিল্পী : অমিতকুমার
খরা-পীড়িত, অনাহারক্লিষ্ট মানুষের উদ্দেশে—১৯৮৪

ম্যান্ডেলা আফ্রিকা ম্যান্ডেলা

তুমি বিপ্লবী চেতনার রক্ত গোলাপ
তুমি সংগ্রামী মানুষের দৃঢ় সংলাপ
বঞ্চিত প্রাণে তুমি কঠিন শপথ
আলোর প্রতীক তুমি মুক্তির পথ।।

তুমি দুখিনী মাব বুকে করুণ সোহাগ
তুমি লাখো লাখো উইনির শুধু অনুরাগ
তুমি নতুন আলোর পাখি মেলেছো পাখা
সেই পথ ধরে চলে কালো আফ্রিকা।।

তুমি প্রাণ থেকে প্রিয় আরো যে আপন
তুমি কোটি কোটি মানুষের বেশি প্রয়োজন
তাই সারা দুনিয়ায় আজ এই আলোড়ন
চাই মুক্তি তোমার এই বন্দী-জীবন।।

সুর : হিল্লোল মণ্ডল
শিল্পী · ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার
১৯৮৮

ডাইনে গঙ্গা বাঁয়ে সাগর মধ্যে বালুর চর
বলো না সই তোমায় নিয়া কোথায় বাঁধি ঘর ?

কোথায় থাকি কোথায় রাখি কোথায় বলো যাই
পরাণ-বঁধু তোমার তরে ঘর ছাড়া আজ তাই
সকাল সাঁঝে তরাস যেন সদাই মনের পরে॥

হেথায় গঙ্গা হেথায় সাগর অথৈ জলের ঢেউ
ঘর বাঁধিতে ঘর ছাড়িলাম ঘর নাহি পাই কেউ

আকাশ ডাকে বাতাস হাঁকে মেঘরা কথা কয়
বুকের মাঝে নানান কাজে জম্‌ছে শুধু ভয়
কাল-বৈশাখী ফুঁসছে যেন ঘর-ভাঙানো ঝড়॥

সুর : অনল চট্টোপাধ্যায়
শিল্পী : শ্যামল মিত্র
১৯৬৫

পথে যেতে যেতে পথে হল দেখা
তুমি 'মোনালিসা' চলেছিলে একা
কি ভুল করেছি তোমায় দেখেছি
ও চোখে পড়েছি প্রেমেরই কবিতা।

মনে হয়, ঝিকিমিকি জোনাকি
জ্বলে জ্বলে নিভে যাও কেন
পথ চেয়ে শুধু দিন গোনা কি
আলেয়ার আলো জ্বালো কেন ?

মরণ যে কাকে বলে জানি না
হাসি দেখে পরেছি যে ফাঁসি
ভালবাসা কাকে বলে জানি না
ও-হাসি আমি ভালবাসি॥

সুর ও শিল্পী : অমিতকুমার
১৯৮৪

দেশটা হ য ব র ল
ভূগোলে এ দেশ তো কোথাও পাবি না
দেখ্‌বি যত দেখতে দেখতে থ'
দেশটা হ য ব র ল॥

এই ঘুরন্ত দুনিয়াটা প্যাঁচালো
দেশটা দু-দুনম্বরে ভরানো
এ দেশটা যেন হরে করে কম বা'
আমি বলবো কত ?
জানি না এ দেশের ঠিকানা।।

এখানে কিছুই মেলে না
কিছু যদি চাও পাবে-কচু
আঁধারে আলো জ্বলে না
অসুখে ওষুধ মেলে না
কালো বাজার এখানে আলো॥

এখানে কিছুই মেলে না
কিছু যদি চাও পাবে-ঘেঁচু
আসলে-নকলে সকলে
দেশটা ভরেছে ভেজালে
ওরা বাজার করেছে কালো॥

সুর ও শিল্পী : অমিতকুমার
১৯৮৪

চেনা-অচেনা কত মুখ দেখি
তুমি বিনা সজনী, জীবন শূন্য লাগে
লাজ অভিমানে চলে গেছ দূরে
আজ তাই, রজনী কেমন আঁধার লাগে।

ফাগুন মাসে
ভ্রমর আসে
পরাগ ঢেলে
ফুলেরা হাসে
ভালবাসা কখনো হয় না পুরনো॥

চোখের পাতায়
শ্রাবণ দোলে
হৃদয়ে আমার
তুফান তোলে
ওগো প্রিয়তমা, তোমাকে ভুলিনি॥

সুর ও শিল্পী : অমিতকুমার

আমি আসছি
আমি আসছি
আমি আসছি
শত শহিদের স্বপ্নকে নিয়ে
পথ ঘাট মাঠ পাহাড় পেরিয়ে
পৃথিবীকে আমি মুক্তির গান শোনাতে ছুটে আসছি।

আগরতলার শহিদ শ্রমিক
আমি ব্রজলাল অধিকারী
গণ-চেতনার গান তোমাদের
এখনও শোনাতে পারি
সান-দিয়াগোর 'জো-হিল' আমি
আমেরিকা থেকে আসছি॥

আমি মার্টিন লুথার কিং
আমি জুলিয়াস্ ফুচিক
রক্ত ঝরানো ইতিহাসে আমি
দিন-বদলের দিক॥

বাংলাদেশের জাহির রায়হান
আমি আনোয়ার পাশা
রক্ত নদীতে ভাসতে ভাসতে
তোমাদের কাছে আসা
'ভিক্টর জারা' 'যোশে মার্তি'
আমি কিউবার থেকে আসছি॥

সুর ও শিল্পী : ভূপেন হাজারিকা
১৯৮৯

কেউ বা করে চণ্ডীপাঠ
কেউ দেয় 'আজান'
কেউ বা বলে—'আ-মেন'
সবই তো সমান
পাশাপাশি আছেন যিশু আল্লাহ্ ভগবান॥

কেউ ছুটে যায় 'মক্কাতে'
কেউ বা মদিনায়
কেউ ছুটে যায় 'জেরুজালেম'
কেউ বা অযোধ্যায়
সবাই খোঁজে যে-যার পথে কোথায় ভগবান ?
পাশাপাশি আছেন যিশু আল্লাহ্ ভগবান॥

কেউ ছুটে যায় মন্দিরে
পাথরে খোঁড়ে মাথা
কেউ ছুটে যায় মস্‌জিদে
খোলে কোরানের পাতা
কেউ বোঝে না আসল কথা-মানুষই ভগবান
পাশাপাশি আছেন যিশু আল্লাহ্ ভগবান॥

কেউবা 'আম্মা' বলে কাঁদে
কেউ বা 'মাদার', মা
চোখের জলের রং তো সাদা
কেউ আলাদা না
রক্ত দেখে যায় কি চেনা
রাম না রহমান ?

শিল্পী : ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ার
১৯৯০

হরিপদ কেরানীর গল্প

না, প্রেমের গল্প না
না, চাঁদের গল্প না
কান্নায় ভেজা বিরহী-ব্যথার
গল্প বল্‌ব না।।
হরিপদ নামে কেরানীর কথা
শোন, তার বঞ্চনা॥

এক উঠোন আর বারো ঘরে ঘেরা
পাঁচু খানসামা লেনে
হরিপদ নামে কেরানী থাকে
সবাই তো তাকে চেনে।
খিদিরপুরের ডকে কাজ করে
মাইনে মাত্র নামে
জীবন যেখানে বন্ধক আছে
নিতান্ত কম দামে॥

কাক ডাকা ভোরে ছুটে যায় ডকে
বগলে জীর্ণ ছাতা
ঘরে ফিরে আসে ঘুমায় যখন
রাত্রির কলকাতা
পায়ের শব্দে পথের কুকুর
একসাথে হয় জমা
কুকুরের সাথে ঘরে জেগে রয়
পথ চেয়ে প্রিয়তমা
হরিপদ নামে কেরানীর কথা
শোন তার বঞ্চনা
না, গল্প বল্‌ব না॥

কপালে সিঁদুর আটপোরে শাড়ি
শীর্ণ দু'হাতে শাঁখা
শরীরে ক'খানা হাড় গোনা যায়
চামড়ায় শুধু ঢাকা
হরিপদ জানে বউটা ভুগ্ছে
বুকে তার ক্যান্সার
জবাব দিয়েছে হাসপাতালের
সরকারী ডাক্তার
এখন শুধু বিছানায় শুয়ে
মরণের দিন গোনা
হরিপদ নামে কেরানীর কথা
শোন তার বঞ্চনা
না, গল্প বল্‌ব না॥

এক ছেলে আর এক মেয়ে নিয়ে
ছিল তার সংসার
ছেলেটা বেকার, বি.এ. পাশ তবু
চাকরী মেলেনি তার
হকারী করতো লোকাল ট্রেনের
কামরায় ঘুরে ঘুরে
কখনো সে যেত বনগাঁ লাইনে
কখনো ব্যারাকপুরে
একদিন ট্রেন থেকে পড়ে গেল
ঘরে আর ফিরল না
লাশ-কাটা ঘরে শুয়ে শোধ করে
জীবনের সব দেনা
হরিপদ নামে কেরানীর কথা
শোন তার বঞ্চনা
না, গল্প বল্‌ব না॥

ধার-দেনা করে আদরিনী তার
মেয়েটার দিল বিয়ে
শশুরবাড়ির গঞ্জনা শুরু
সেই বরপণ' নিয়ে
ছোট চিঠিতে লিখে সেই কথা
মেয়ে তার অবশেষে
সারা-জীবনের জন্য হারিয়ে
গিয়েছে নিরুদ্দেশে
এদেশে মেয়ে হয়ে জন্মানো নিদারুণ অভিশাপ
হতাশা দুঃখে কাঁদে হরিপদ
দরিদ্র মা-বাপ ॥

না পাওয়া সুখের স্বাদ নিতে নিতে
বুকে ধরে গেছে জ্বালা
ঝড়ের হাওয়ায় ভেঙে পড়ে গেছে
স্বপ্নের ডাল-পালা
চোখের জলে শোধ করে যায়
দেনা আর পাওনা
হরিপদ নামে কেরানীর কথা
সত্যি !
গল্প না ...... ॥

সুর : কল্যাণ সেন বরাট
আকাশবাণীর বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে রচিত ও প্রচারিত

তুমি আসবে একা যাবে একা
কেউ তো সঙ্গী হবে না
সাঁঝ-সকালে এ' দিন ফুরালে
মন, দিন তো যাবে, রবে না॥

দু'দিনের এই ভবে আসা
দু'দিনের এই কাঁদা, হাসা
তুমি আসবে একা যাবে একা
কেউ তো সঙ্গী হবে না
থাকতে কেউ তো কবে না॥

ফেলে যাবে জীবন-ধন
ছিঁড়ে মোহ্-মায়ার বাঁধন
সেই ছন্দ সেই আনন্দ
গুরু বিনা পার পাবে না
থাকতে কেউ তো কবে না॥

সুর : মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়
শিল্পী : স্বপ্না চক্রবর্তী
১৯৮৮

আমি জয়দেবের মেলাতে যাব
অজয় নদীর তীরে
আকাশ বাতাস পাগল করে
বাউল গানের সুরে ॥

কদমখণ্ডীর ঘাটে কেঁদুলি সেই গ্রাম
নবনী দাস লালন ফকির প্রাণের প্রিয় নাম
দোতারাতে ছন্দ ওঠে
পায়েরই ঘুঙুরে ॥

পদ্মাবতী পরাশরের ভক্তি মহিমায়
ধন্য হব বীরভূমেরই ধুলো মেখে গায়
একতারারই দেশে যাব
হোক্ সে যত দূরে ।।

সুর : মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়
শিল্পী : স্বপ্না চক্রবর্তী
১৯৮৮

এক এক্কে এক
দু এক্কে দুই
তিন পেরিয়ে চারের কোঠা হয়তো বা ছুঁই ছুঁই
পড়শীরা সব দেখে বলে, বুড়ি' না কি মুই
তবু খোকার বাপের কাছে আমি সদ্য ফোঁটা যুঁই
আমি সদ্য ফোঁটা যুঁই॥

দুই দুগুণে চার
তেনার চোখে থম্‌কে আছে বয়েসটা আমার
যোগ গুণ ভাগ বিয়োগ করো বাড়বে না সে আর
যেন, লক্‌লকিয়ে লতিয়ে-ওঠা বর্ষাকালের পুঁই।।

আট দুগুণে ষোলো
ঘরের কথা পরের কাছে বল্‌ব কত বলো
দুদিন বাপের বাড়ি গেলে চক্ষু ছলো ছলো
ডিস্‌কো তালের নাচে ঘরের ভাঙবে সব কিছুই॥

সুর : অরূপ ঘোষদস্তিদার
শিল্পী : স্বপ্না চক্রবর্তী
১৯৯০

প্রাণে গো
মনে গো
তরঙ্গ জেনেছি তুলেছো ঢেউ তুমি, তুমি গো ॥

জীবনে প্রথম প্রেমের পরশেতে
হৃদয়ে খুশির জোয়ার ওঠে মেতে
চাঁদিনী রাতেরই জ্যোছনাতে
মন চায়, তোমাকে ইসারাতে
প্রেম যে দোলনাতে দুলিতে চায়
তুমি কি মন-চোরা-রাজা কি গো
তুমি সেই মন-চোরা রাজা কি গো?

তুমি যে স্বপ্ন দেখার স্বপ্ন ওগো
তুমি যে প্রথম প্রেমের লগ্ন ওগো
তাই আজ, কোন বাধা মানি না আর
ভাবে মন, তুমি শুধু, তুমি আমার
দুটি চোখে কেড়ে নিয়েছো ঘুম
তুমি সেই মন-চোরা রাজা কি গো?

সুর : নিসার বাজ্‌মী
শিল্পী : রুণা লায়লা
১৯৮৯

একটা দুটো দিন গেল
এল না দরদীয়া গো
সেই যে গেল আসবে ব'লে আর এল না কাছে
বছর ঘুরে বছর এল কয়েকটা দিন মাঝে
একটাও চিঠি লেখেনি আমাকে
ভুলে গেছে কবে কাজেরই ফাঁকে
হায়, পথ চেয়ে বসে আছি তারই আশায় গো॥

দুঃখ কি আমার বুঝবে কে আর বল্‌ব যে কার সাথে
নিজের হাতে প্রেমেরই বিষ খেলাম নিজের হাতে
ঠিকানা লেখেনি খামের ওপরে
সেই চিঠি চলে গেছে ভুল ডাকঘরে
ও মন নিয়ে চলে গেছে কি করি উপায় গো॥

গুপ্তঘাতক খুন করেছে মস্ত বড় খুনী
'দায়রা সোপর্দ' করব তাকে আদালতে জানি
হাতে হাত-কড়ি দেব পরায়ে
কোমরেতে দড়ি দেব জড়ায়ে
এই খুনীটাকে ধরিয়ে দেব চারশ' বিশের ধারায় গো।।

সুর : নিসার বাজমী
শিল্পী : রুণা লায়লা
১৯৮৯

ও সখী যাসনা
যমুনায় জল আনতে
পেতেছে ফাঁদ গেলে ধরবে
ও বাবা, ভূতে ধরবে॥

আড়বাঁশি মিনতি সে করবে
পেতেছে ফাঁদ গেলে ধরবে
ও বাবা, ভূতে ধরবে॥

মিতেনী তুই শোন্ না
এই কদমেরই ডালেতে
ওৎ পেতে বসে আছে
পড়ে যাবি জালেতে
এই দুনিয়া ট্যারাপথে চল্‌ছে
পেতেছে ফাঁদ গেলে ধরবে
ও বাবা ভূতে ধরবে॥

ওলো যদি কাছে যাস্
সে আঁচল টেনে ধরবে
ভালো ভালো কথা বলে
ভালো লোক সাজবে
এই দুনিয়া চোরা-পথে চলছে
পেতেছে ফাঁদ গেলে ধরবে
ও বাবা ভূতে ধরবে॥

ও বাঁশুরিয়া শয়তান
ভেব না কিছু পাবে
নিজে ভাল সেজে
তোকে বদনাম দেবে
এই দুনিয়া গোলমেলে চলছে
পেতেছে ফাঁদ গেলে ধরবে
ও বাবা, ভূতে ধরবে॥

সুর : আলাউদ্দিন আলী
শিল্পী : রুণা লায়লা

আমি তোমাকে ভাল যে বাসি
জানো কি বন্ধু?
আই লাভ টু সিঙ্গ ফর ইউ॥

রঙ্গে খুশিতে ভরেছে রং ধরেছে এ'মনে
মনের খাতায় লিখেছি তোমার ও-নাম গোপনে
মন নিতে গেলে মন দিতে হয়
জানো কি বন্ধু'?
আই লাভ্ টু সিঙ্গ ফর ইউ॥

প্রেম করেছি করবোই তো, চলব প্রেমের পথ ধরে
চুপি চুপি মরব আমি রাধার মত জ্বলে পুড়ে
লায়লা-মজনু প্রেম শিখিয়েছে
প্রেমে কি যাদু
আই লাভ্ টু সিঙ্গ ফর ইউ।।

যতদিন যৌবন মৌবন রয় ভালবাসার গান গাব
ফাল্গুন গুন্ গুন্ গান গেয়ে যায় কাছে পাব
শিরি-ফরহাদ্ প্রেম শিখিয়েছে
প্রেমে কি মধু
আই লাভ্ টু সিঙ্গ ফর ইউ॥

সুর : এম. আসরাফ
শিল্পী : রুণা লায়লা
১৯৮৯

শিউলি ঝরার শব্দ শুনে বুঝতে পারি
দোয়েল-শ্যামার গান শুনে যে বুঝতে পারি
এই তো আমার সেই রূপসী বাংলাদেশ
এ চেনার নেই তো শেষ
এ জানার নেই তো শেষ
পৃথিবীতে কোথায় আছে, এই রূপসীর মত দেশ?

রঙ ঝরিয়ে হারিয়ে গেছে বাসন্তিকা
শিশিরধোয়া আঁচল পাতে শেফালিকা
যুবতী ঐ নদীর বুকে কাশ ফুলেরই সমাবেশ
এ চেনার নেই তো শেষ
এ জানার নেই তো শেষ
পৃথিবীতে কোথায় আছে, এই রূপসীর মত দেশ?

সাদা মেঘের আড়াল থেকে সকাল হাসে
রূপোর মত রোদ ঝরেছে সবুজ ঘাসে
রূপশালি-ধান গান শোনালো
প্রান্তরে তার ছড়ায় রেশ
এ চেনার নেই তো শেষ
এ জানার নেই তো শেষ
পৃথিবীতে কোথায় আছে, এই রূপসীর মত দেশ॥

সুর : নীতা সেন
টিভি-১৯৯৮

ঝির্ ঝির্ ঝির্ জল পড়ছে পাতা নড়ছে
আমি কি করে বলি, চাইছে মন হ'তে তোমার সুপ্রিয়া
ঝির্ ঝির্ ঝির্ মেঘ করে —আনন্দে— আকাশটা ছেয়ে
মেঘে মেঘে আসে আঁধার করিয়া
চাইছে মন হতে তোমার সুপ্রিয়া ॥

প্রজাপতি মন তোমাকে কাছে চায়
তোমাকে ছাড়া মন কিছু চায় না
উদাসিনী-মন, ––আকাশে ঝড়-বাদল
এ-রাত একা কাটে ব্যথা সয় না ॥
ঝির্ ঝির্ ঝির্ জল পড়ছে পাতা নড়ছে .... ॥

আমি কি তোমার নই গো প্রিয়তমা
চোখে বরষা দিলে তাই উপহার
একা দিন কাটে-নেই কাছে তুমি গো
সাথী-হারা কেঁদে মরে এ-প্রেম আমার ।।
ঝির্ ঝির্ ঝির্ জল পড়ছে পাতা নড়ছে .... ॥

সুর : এম. আসরাফ
শিল্পী : রুণা লায়লা
১৯৮৯

মায়াবী ছায়ারাত কথা কয়
বনানীর মর্মর কথা কয়
এ-জীবন মিছে নয় মিছে নয়॥

ভ্রমরের পরশন ফুল চায়
চুপি চুপি নিরিবিলি নিরালায়
কানে কানে বলে তারা দু'জনায়
ভালবাসা চিরদিনই আনে জয়॥

দুলে দুলে ঢেউগুলো খোঁজে তীর
পথ চলা হল বুঝি অবশেষ
খুঁজে পেল স্বপ্নের সেই দেশ॥

অনুরাগে রাঙে মন ঝল্‌মল্‌
ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল বনতল
প্রেম এসে মুছে দিল আঁখি জল
এ ভুবন লাগে আজ মধুময়॥

সুর : অজয় দাস
শিল্পী : শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯৮৭

সেই তুমি এই আমি
কাছাকাছি হয়েছি আবার
ফেলে-আসা-দিনগুলি
আমি ফিরে পেয়েছি আবার
ওগো একবার বলো শুধু
তুমি আমার শুধু আমার
আমি তোমার শুধু তোমার॥

তুমি আছো ভালোবাসা আছে তাই
আমার আমিকে যেন খুঁজে পাই
শোন তুমি পেতে কান
এ হৃদয় গায় গান
তুমি যে আমারই ওগো আমার
একবার বলো শুধু তুমি আমার
শুধু আমার॥

চেয়ে দ্যাখো মনের এই আয়নায়
তোমারই মুখ শুধু দেখা যায়
এই মন উন্মন
কবিতার গুঞ্জন
তুমি যে আমারই ওগো আমার
তুমি আমার শুধু আমার॥

সুর : অরুণ-রবীন
শিল্পী : শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায় ও মেহলী ঠাকুর
১৯৯০

এমন যামিনী মধুর চাঁদিনী
সে যদি গো কাছে আসিতো
আকুল তিয়াসা সে কাছে আসিয়া
যদি গো ভালবাসিতো॥

মিলনে কি সুখ
জানিবে কেমনে
যে-জন না জ্বলে
বিরহ দহনে
সকল বেদনা পলকে হারাতো
সে যদি গো ফিরে আসিতো॥

দেখি যে সে মুখ
নয়নে স্বপনে
প্রেমের ভিখারী
কাঁদি যে গোপনে
সহিতে পারি না বিরহ যাতনা
সে যদি গো কাছে ডাকিতো॥

সুর : স্বপন চক্রবর্তী
শিল্পী : রামকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং পরে আশা ভোঁসলে
ছবি : কড়ি দিয়ে কিনলাম

ভবের মানুষ ভাবের ফানুস দেখায় ভোজবাজি
মনের ঘরে চুরি করে কত যে কারসাজি।।

কেউ বা কেনে কড়ি দিয়ে হীরে-জহরৎ
যায় না কেনা কড়ি দিয়ে ভাগ্য-ভবিষ্যৎ
হায়রে, কড়ির জোরে ঘোরায় ছড়ি
হাসেন বটে কাজী।।

কড়ি দিয়ে কিনলাম সবই জমি-জিরেৎ খাসা
যায় না কেনা স্নেহ-প্রীতি মনের ভালবাসা
জীবন নিয়ে হয়নারে ভাই
বেচা-কেনার বাজি।।

সুর : স্বপন চক্রবর্তী
শিল্পী : অমর পাল
ছবি : কড়ি দিয়ে কিনলাম

জীবন অংকটাকে জানি না মেলাতে গিয়ে
কি পেলাম
আমি কি পেলাম
শুধু শূন্য দিয়ে ভরে গেলাম॥

ফুল হয়ে ফুট্‌ল না ফুল
ঝরে গেছে আশার মুকুল
একরাশ স্বপ্ন চোখে
মনে হয় আজ সবই ভুল
ভালবাসার ছোট্ট বাসা
ছোট্ট বুকের একটু আশা
আজকে আমি সব হারালাম॥

হাসি চেয়ে কান্না যে পাই
সুখ চেয়ে দুঃখ জড়াই
বেদনার এই তো ফসল
তাই দিয়ে হৃদয় ভরাই
আলোর পথে চলতে গিয়ে
কখন যে পথ যাই হারিয়ে
অন্ধকারে থম্‌কে গেলাম॥

সুর : মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়
শিল্পী : কিশোরকুমার
ছবি : ছন্নছাড়া

কখনো আকাশে কালো মেঘ যদি থামে
তার দুই চোখে বর্ষার জল নামে
মন-জানালার পর্দাকে তুলে ধোরো
তখন আমাকে একবার মনে কোরো॥

ফাল্গুনী বনে ফুল ফোটা শুরু হলে
মনের ময়ূরী যদি সে পেখম খোলে
চোখের পাতায় স্বপ্নেরা হয় জড়ো
তখন আমাকে একবার মনে কোরো।।

হারানো সুরে বিরহিনী কান্নায়
মন যদি হায়, অতীতের গান গায়
বেদনার ছোঁয়া পেয়ে
তখন আমাকে ভুলে যেও তুমি, মেয়ে॥

রূপসী আলোয় কৃষ্ণচূড়ার শাখে
রং ধরে যদি : কোয়েলিয়া কুহু ডাকে
'কুহু কুহু' সুরে মন কাঁপে থরো থরো
তখন আমাকে একবার মনে কোরো॥

সুর : কল্যাণ সেন বরাট
শিল্পী : শ্রীকান্ত আচার্য

এমন ভাগ্য প্রভু আছে ক'জনার
সুখে আর দুখে ভরা
জীবনের ভাঙা-গড়া দিলে উপহার।

তোমারি জগতে থাকি
কিছু নিতে নাহি বাকি
জলে-ভরা-দুটি চোখে
ব্যথার আঁধার॥

হৃদয়ের ধূপখানি দিয়েছি জ্বেলে
মধুময় বেদনার সুরভি ঢেলে
আমি দিয়েছি জ্বেলে॥

আঘাত সহিব যত
সেই তো আমার ব্রত
মাথা পেতে আরও নেব
যা' আছে পাবার॥

সুর : মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়
শিল্পী : আশা ভোঁশলে
ছবি : ছন্নছাড়া
১৯৮৮

ভালবেসেছি বলে ভালবাসতে হবে সে কি বলেছি আমি
মন দিয়েছি বলে মন দিতেই হবে সে কি বলেছি আমি

চাঁদ উঠলে দূরে
কেন ফুলেরা হাসে
ফুল ফুটলে বনে
কেন ভ্রমর আসে
কেন সূর্য দেখে ফোটে সূর্যমুখী
বুঝি সে অনুগামী?

নদী সাগর খোঁজে
পথ চলার ফাঁকে
তবে সাগর বল
আর দূরে কি থাকে
যদি পাখিরা ডাকে তবে মেঘের ফাঁকে
আলো রবে কি থামি॥

সুর : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
শিল্পী : মুনমুন ঘোষ
১৯৮৮

• জল পড়ছিল
পাতা নড়ছিল
মনে পড়ছিল তোমাকে
মন ভাবছিল
শুধু ভাবছিল
কাছে ডাকছিলে আমাকে॥

ফেলে-আসা-দিন
স্বপ্ন-রঙিন
কত সুখ ছিল সেদিনে
আকাশের নীচে
বৃষ্টিতে ভিজে
হেঁটেছি পথ দু'জনে
কথা দিয়ে মালা
গেঁথে কথা মালা
শোনাতে তুমি আমাকে॥

ঝড় এলো মেলো
ভেঙে দিয়ে গেল
সেই মিলনের সাঁকো
মাঝখানে নদী
এই পারে আমি
ওই পারে তুমি থাকো॥

ভুল বোঝাবুঝি
ভুল খোঁজা খুঁজি
কার ভুল ছিল জানি না
ভালবাসা মনে
বাসা বেঁধেছিল

ভেঙে গেছে মন আঙিনা
সেই সব ছবি
আজ জল-ছবি
দু' চোখের কোণে কে আঁকে॥

সুর : বাপী লাহিড়ী
শিল্পী : শিবাজী চট্টোপাধ্যায় ও অরুন্ধতী হোমচৌধুরী

মেঘ আছে বলে তাই বৃষ্টি ঝরে
নদী আছে বলে তাই ঝর্না ঝরে
সাগরিকা হয়ে মেশে নীল-সাগরে
তুমি আছো, মন তাই কেমন করে।

ফুল ফোটে মধুমাসে ফাগুন আসে
চাঁদ ওঠে তাই বুঝি চামেলী হাসে
মল্লিকা মৌমাছি গান যে ধরে
তুমি আছো, মন তাই কেমন করে।

বাতাস বাজায় বাঁশি পাতার ঝুমুর
পায়ের নূপুর খোঁজে ছন্দ-মধুর

চোখ আছে বলে তাই স্বপ্ন জাগে
প্রেম আছে তাই সব মধুর লাগে
ভালবাসা দিতে চাই হৃদয়টাকে॥

সুর : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
শিল্পী : মুনমুন ঘোষ
১৯৮৮

বাতাসটা কাঁপছে
ঝড় হবে হয় তো
এ' আমার জীবনেরই
গল্প সে কয় তো॥

প্রেমের আঘাত বুকে করে
একদিন জানি যাব ঝরে
দুচোখে আমার দিল উপহার
কান্নার নদী বয়তো॥

কখনো আমার পাশে এসে
কখনো আমায় ভালবেসে
আদরে সোহাগে বেঁধেছো আমারে
বুঝিনি সে অভিনয় গো॥

সুর : বাপী লাহিড়ী
শিল্পী : শিবাজী চট্টোপাধ্যায়

ভালবাসার ছোট বাসা
যদি আমি পাই
রাধার মত সইতে ব্যথা
দুঃখ আমার নাই॥

কলঙ্ক সে কলঙ্ক নয়
নেই তো কোনও লাজ
অপমানের অলংকারে
হবে আমার সাজ
সব অপমান সইতে পারি
মজনু' যদি পাই॥

সারা জীবন ঢেউ তুলেছে
বিরহেরই নদী
সেই নদীতে ডুবে আমি
হব যে পার্বতী
'দেবদাস'এরই মত যদি
প্রেমিক খুঁজে পাই॥

সুর : বাপী লাহিড়ী
শিল্পী : অরুন্ধতী হোমচৌধুরী

আমার এ গান শুধু তোমাকে মনে ভেবে লিখেছি
আজ সে গান শোনাতে ফিরে এসেছি॥

যেখানেই থাকো তুমি শুনো গো এ গান আমার
এ গানে লেখা ছিল প্রথম প্রেমের শপথ তোমার
আজ ফেলে-আসা-জীবনের গল্প শোনায় এই গান
হারানো দিনের হারানো সে সুর শোন গো আবার॥

যে ছবি এঁকেছিলাম মনের রঙে সে-গান আমার
বিরহের ছোঁয়াতে দু'চোখে বাদল নেমেছে আজ
হায়, হৃদয়ের বীণার ছেঁড়া-তারে নেই তো সে সুর
প্রেম এসেছিল আজ চলে গেল বহুদূর॥

নেই আজ সেই দিন মন কাঁদে বারে বারে
তোমার ঐ মুখ যে ভাসে আমার এই মনের ঘরে
তুমি নেই আজ গান আর ভালো লাগে না আমার
শুধু জানি তুমি আছো, তুমি প্রেরণা আমার॥

রচনা ও সুর : নৌশাদ (ভাষান্তর)
শিল্পী : হৈমন্তী শুক্লা
১৯৮৮

আজ নয়
কাল নয়, পরশু
বিভাবরী সূর্য উঠ্‌বেই
একদিন না-হয় একদিন ॥

আজ নয়
কাল নয় পরশু
লীলাবতী ফুলতো ফুটবেই
একদিন না-হয় একদিন ॥

জীবনেরই এক নাম সংগ্রাম
সংগ্রাম, বিপ্লবী সংগ্রাম
সব বাঁধা বিঘ্নতো টুট্‌বেই
একদিন না-হয় একদিন ॥

হতাশায় থামা নয়, আর না
আর নয় বুক-ভাঙা কান্না
পথে যদি কাঁটা থাকে-থাক্ না
তবু, আর থামা নয়, —আর না ॥

একবার এক হয়ে চল্‌লেই
একসাথে পায়ে পা ফেল্‌লেই
নিশ্চয় জানি জয় আসবেই
একদিন না-হয় একদিন ॥

শিল্পী : ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার
পরিচালনা : রুমা গুহ ঠাকুরতা

(পল্ রবসনের উই আর অন্ দ্যা সেম্ বোট্ ব্রাদার' এর অনুসরণে)

এসো আমরা তরী বয়ে যাই
এসো, আমরা তরী বয়ে যাই
যদি ঝড় ওঠে কভু দূর আকাশে
নামে আঁধার
তবু, আমরা নদী হব পার
তবু আমরা নদী হব পার।।

হে ভগবান হে ভগবান
তোমার সৃষ্টি এই বিশ্ব
আর, এই পৃথিবী এক ভাসমান তরী
মোরা, ছেঁড়া-পাল ভাঙা-হাল
এক সাথে ধরি
এক সাথে ধরি।।

দ্যাখো, সাদা কালো নাবিকেরা
নানা পরিধান
দ্যাখো, নানা জাতি মিলে-মিশে
আজ এক প্রাণ
আমরা জানি একটাই দেশ
জানি, আছে এক আকাশ
আর পৃথিবীও তাই।।

শিল্পী : ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার
পরিচালনা : রুমা গুহঠাকুরতা
১৯৮১

ভারতবর্ষ : সূর্যের এক নাম
আমরা রয়েছি সেই সূর্যের দেশে
লীলা-চঞ্চল সমুদ্রে অবিরাম
গঙ্গা-যমুনা-ভাগীরথী যেথা মেশে॥

ভারতবর্ষ : মানবতার এক নাম
মানুষের লাগি মানুষের ভালবাসা
প্রেমের জোয়ারে এ-ভারত ভাসমান
যুগে যুগে তাই বিশ্বের যাওয়া-আসা
সব তীর্থের আঁকা-বাঁকা পথ ঘুরে
প্রেমের তীর্থ ভারত তীর্থ মেশে॥

ভারতবর্ষ : সাম্যের এক নাম
অস্পৃশ্যতা, হিংসা ও দ্বেষ ভুলে
কণ্ঠে সবার একতার জয়গান
ভেদাভেদ ভুলে বক্ষে নিয়েছে তুলে
দেবতা এ-দেশে মানুষ হয়েছে জানি
মানুষকে দেখি গণ-দেবতা'র বেশে।।

সুর : ওয়াই . এস্ মুলকি
শিল্পী : রুমা গুহঠাকুরতার পরিচালনায়
ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার

ফুলের নামে নাম রাখতে চাই
তোমাকে জুঁই বলে ডাকতে চাই
আমার ভয় হয়
ফুলতো ঝরে যায়
সে নামে নাম তাই রাখতে নেই
ভাব্‌ছি, কাছে ডাকি, কি নামে তোমাকেই?

পাখির নামে নাম রাখতে চাই
ময়না', টিয়া বলে ডাকতে চাই
আমার ভয় হয়
পাখি তো উড়ে যায়
সে নামে নাম তাই রাখতে নেই
ভাবছি, কাছে ডাকি, কি নামে তোমাকেই?

সুরের মায়াজাল
থাকে তো চিরকাল
সুরের নামে নাম দিয়েছি তাই রেখে
'মোহিনী' সেই নামে তোমাকে যাব ডেকে॥

নদীর নামে নাম রাখতে চাই
'কোয়েল' বলে কাছে ডাকতে চাই
আমার ভয় হয়
নদীতো মরে যায়
সে নামে নাম তাই রাখতে নেই
ভাবছি, কাছে ডাকি, কি নামে তোমাকেই?

সুর : ভি. বালসারা

জোয়ার এখনো আসে নাই তাই
তরী মোর তীরে বাঁধা
হৃদয়ের গান রয়েছে ঘুমায়ে
কণ্ঠ হয়নি সাধা॥

ফুল চেয়ে ভুল আমি তো পেয়েছি
বিনিময়ে শুধু আঘাত সয়েছি
নিরাশার কাঁটা দিয়েছে আমায়
আশা-পথে শত বাধা॥

ভুলে-ভরা মোর ব্যথার কাহিনী
সুরে সুরে আমি শোনাতে চাহিনি
ধুলো-জমা এই মনের সেতারে
ছেঁড়া-তারে শুধু কাঁদা॥

সুর : রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় (বম্বে)
শিল্পী : অমিতকুমার
ছবি : গায়ক
১৯৮৭

আমি প্রিয়া হব শুধু যে তোমার
তুমি হবে প্রিয়তম শুধু যে আমার ॥

ভালোবাসো তাই কাছে আসি
কাছে এসে আরও ভালোবাসি
তুমি যে আমার ওগো
তুমি যে আমার ॥

চিরকাল তুমি কাছে থেক
মনে মনে শুধু মনে রেখ
আমি যে তোমার ওগো
আমি যে তোমার ॥

সুর : রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় (বম্বে)
শিল্পী : আশা ভোঁশলে
ছবি : গায়ক
১৯৮৭

হে আকাশ তুমি শোনো
হে সাগর তুমি শোনো
বুকের গভীরে জমে-থাকা-ব্যথা, বেদনার নিশ্বাস
আমি তার ইতিহাস॥

তুমি তো জানো না ছোট ছোট আশা
নিরাশার বালুচরে
অসহায় ভাবে হতাশার পায়ে
মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে মরে
তুমি কি শুনেছো ঝরাপাতার এই নীরব দীর্ঘশ্বাস॥

তুমি তো জানো না হাহাকারে ভরা
জীবনের যন্ত্রণা
দু'হাত বাড়িয়ে পেয়েছি শুধুই
অবহেলা বঞ্চনা
তুমি কি দেখেছো সকরুণ এই ভাগ্যের পরিহাস॥

সুর : রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় (বম্বে)
শিল্পী : অমিতকুমার
ছবি : গায়ক
১৯৮৭

জীবনের আঁকা-বাঁকা দুর্গম দুস্তর
পায়ে পায়ে কত পথ পেরিয়ে এলাম
এতদিনে বুঝি তার ঠিকানা পেলাম॥

রাতের আঁধার থেকে সূর্যের দেখা আমি পেয়েছি
বুকের ব্যথার ভার বুক থেকে নামিয়ে তো দিয়েছি
হতাশায় আর ভেঙে পড়ব না
নিরাশায় আর ঘর গড়ব না
পথের আবর্জনা দু'পায়ে মাড়িয়ে আমি
পৌঁছে গেলাম
এতদিনে বুঝি তার ঠিকানা পেলাম॥

জীবন দোলায় আমি আবার নতুন করে দুল্‌ব
প্রাণের ফসলে আমি হৃদয়ের ঘর ভরে তুল্‌ব
দুরাশায় মন ভরে রাখব না
কুয়াশার মেঘে চোখ ঢাক্‌ব না
আঁধার আবর্জনা দু'হাতে সরিয়ে আমি
উঠে দাঁড়ালাম
এতদিনে বুঝি তার ঠিকানা পেলাম॥

সুর : রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় (বম্বে)
শিল্পী : অমিতকুমার
ছবি : গায়ক
১৯৮৭

মেয়েটির নাম অঞ্জনা
পথ হেঁটে চলে আন্‌মনা
চোখ দুটো তার উন্মনা
যেন, সে কবির কল্পনা
মনে এঁকে গেছে আল্‌পনা
সে-মুখ কখনো ভুল্‌ব না
ভুল্‌ব না ভুল্‌ব না ভুল্‌ব না।

কাঁপে দুরু দুরু মনে কাঁপে
তার ভালবাসা উত্তাপে
খুশি ঝরে তার সংলাপে
রঙে রঙে সে তো রঞ্জনা
কিছু কথা কিছু নীরবতা
কিছু হাসি কিছু চপলতা
শরমে জড়ানো আকুলতা
প্রথম প্রেমের জল্পতা॥

সুর : বাপী লাহিড়ী
শিল্পী : সৈকত মিত্র

ভালবাসার স্বর্গ গাড়ি এসো মোরা দু'জনে
নিরিবিলি নিরালায় তুমি আমি গোপনে॥

কাল তুমি কথা দিয়ে তবু কেন এলে না
এই মন-সন্ধ্যায় দীপ জ্বেলে দিলে না
তুমি কার কে তোমার একবার বলো না
ভাল লাগা ভালবাসা নয় ওগো ছলনা॥

লাজরাঙা সাঁঝ রাঙা চাঁদ ভাঙা এ রাতে
কামরাঙা মন রাঙা রাখো হাত এ'হাতে
তুমি কার কে তোমার একবার বলো না
ভাললাগা ভালবাসা নয় ওগো ছলনা॥

আজ কেন দূরে দূরে আরও কাছে এসো না
সবুজের গালিচায় পাশে এসে ব'স না
তুমি কার কে তোমার একবার বলো না
ভাল লাগা ভালবাসা নয় ওগো ছলনা॥

সুর : রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় (বম্বে)
শিল্পী : অমিতকুমার
ছবি : গায়ক
১৯৮৭

একখানা মেঘ ভেসে এলো আকাশে
এক ঝাঁক বুনো-হাঁস পথ হারালো
একা একা বসে আছি জানালা-পাশে
সে কি আসে, আমি যারে বেসেছি ভালো॥

এলো মেলো হাওয়া চোখে স্বপ্ন আনে
শর্মিলা-মনে আজ কেন-কে-জানে
ভালবেসে চুপি চুপি দিয়েছে দোলা
এক মুঠো অনুরাগে মন ভরালো॥

আমি এক যক্ষ এই শহরের
যারে ডাকি কেন তার পাইনা সাড়া
চোখে তাই ঝরো ঝরো বৃষ্টি ধারা॥

ছায়া ছায়া নিভু নিভু আলোর রেখা
এ সময়ে ভালো আর লাগে না, একা
বাতাসের হাতে আজ পেলাম চিঠি
বিরহের কথা মেঘ লিখে পাঠালো॥

সুর : ভূপেন হাজারিকা
শিল্পী : রুমা গুহঠাকুরতা ও পরে অনুপ ঘোষাল ও ভূপেন হাজারিকা
১৯৬৮

ভালবাসা বিদায়
তোমাকে বিদায় জানাই
স্বপ্নের খেলাঘর তোমাকে নিয়ে
গড়ার সময় তো নাই॥

আকাশের মুখভার : মনে নেই সুখ
যেন, হতাশায় ভেঙে পড়া মানুষের মুখ
মনের সেতার বলো, কি করে বাজাই?

চাঁদ ডুবে গেছে আজ অমাবস্যায়
ফুল সব ঝরে গেছে ঝড়ে
প্রেমের কবিতা বলো, লিখি কি করে?

ফুলের গন্ধ নিয়ে আসে না বাতাস
এসে। ফিরে চলে গেছে, কাল-মধুমাস
কান্নার সুরে ভেজা বেজেছে সানাই॥

সুর ও শিল্পী : ভূপেন হাজারিকা
১৯৮৯

এই পৃথিবীর থেকে ওই আকাশ বড়
আকাশের থেকে বড় সূর্য-তারা
সূর্যের থেকে আরো অনেক বড়
শাশ্বত মানুষের স্রোতের ধারা
সেই মানুষের গান মোরা গাই
মোরা মানুষের জয়গান গাই॥

এই পৃথিবীর থেকে ঐ সাগর বড়
নীল সাগরের বুকে জলের ধারা
নীল সাগরের থেকে অনেক বড়
হৃদয়ে প্রেমের এই ফল্গুধারা
এই হৃদয়েতে প্রেম আছে তাই
মোরা মৈত্রীর দু'হাত বাড়াই॥

জানি সুখ ছোট দুঃখ সে অনেক বড়
দুঃখের চেয়ে বড় এ' মহাজীবন
জীবনের থেকে আরও অনেক বড়
ভালবাসা দিয়ে ভরা মানুষের মন
সেই জীবনের গান মোরা গাই
মোরা জীবনের গান গেয়ে যাই॥

সুর : রামানুজ দাশগুপ্ত
শিল্পী : ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার

এই জীবনের নেই মানে
নেই তুমি আজ এই প্রাণে
এই প্রাণেরই মাঝখানে
তাই জীবনের নেই মানে॥

অভিধানের কোন্ পাতায়
লেখা আছে ভালবাসা
অকারণে মন মাতায় ?
মিথ্যে কথার কারসাজি সব
কাব্য করার কী মানে?

ভাললাগা, ভালবাসা
কথার কথা ফাঁকি
কান্নাকে তাই রং লাগালে
পান্না হবে না কি ?

অনুরাগের কোন ছট্টায়
ভুল কথারা ভুল করে যে
অনুভবের ফুল ফোটায়
মৌমাছিরা মন ভোলাতে
মিথ্যে দোলা দেয় প্রাণে॥

সুর : রতু মুখোপাধ্যায়
শিল্পী : বনশ্রী সেনগুপ্ত

রাইতের গাড়ি চইল্যা গেল
বঁধু আইল নাই, বঁধু আইল নাই
লোকাল ট্রেনের টিকিট ছিল বারো আনা দাম
তার ভিতর লিখা ছিল বঁধুর দেশের নাম লো
বঁধুর দেশের নাম॥

একটা শাড়ি পইর‍্যা ছিল, সঙ্গে দুইটা শাড়ি
কথা ছিল আইসবে ফিরে করবে না সে দেরী
ও করবে না সে দেরী॥
বঁধু আইল না।

রাতের বেলা আন্ধার ঘরে একলা থাকা যায় না
পাশে তুমি না-থাকিলে ঘুম আসে না লো
ঘুম আসে না॥

রাত ফুরাই গেল কাউয়া ডাকে কা-কা
লোতুন বঁধু ডরাই রে কাঁপে আমার গা লো
কাঁপে আমার গা
বঁধু আইল না॥

একবার ইদিক পানে চা
আমার কথা শুনে যা
তুই কেমন ডাক-পিওন
আজো সেই চিঠিটা দিলি না
নন্দ দা রে —শুনে যা, শুনে যা॥

বৌদি আমার বড্ড ভালো
বলে না সে যা'তা
তা'র হাতে তুলে দিই
আমার বেকার ভাতা
বড়দা ভাবে, সংসারেতে আমি আবর্জনা
নন্দ দারে-চাকবি পাবার চিঠিটা তুই আজও দিলি না॥

গলগ্রহ হয়ে আছি সবার কাছে আমি
আমার কি জ্বালা সে জানে অন্তর্যামী

দরখাস্ত লিখে লিখে
আঙুল গেছে কেটে
জুতোর শুকতলা ক্ষয়ে
গেছে হেঁটে হেঁটে
শিক্ষিত এক বেকার আমি
চাকরি তো কেউ দিল না
নন্দদারে—
চাকরি পাবার চিঠিটা তুই
আজও দিলি না॥

সুর ও শিল্পী : অংশুমান রায়

বউদিদি গো
আমার আইবুড়ো নাম আর ঘুচ্‌লোনা
কত ফাগুন এল-গেল
আমার বিয়্যার লগন এল না॥

বৌদি আমার লক্ষ্মী তুমি
আমি সে তো জানি
আমার কথা, ভাই তুমি
ভেব একটুখানি
এর পরে বুড়ি হলে
বিয়া তো কেউ করবে না॥

আল্‌তা পরিয়ে দিব
বেন্ধে দিব চুল
সব কাজ করে দিব
হবে না কো ভুল
শুধু, দাদাকে একবারটি
বুঝিয়ে তুমি বল না॥

সুর : অংশুমান রায়
শিল্পী : স্বপ্না চক্রবর্তী
১৯৮২

বড় বাঁধে যাইও না লো
বড় বাঁধে ভূত আছে
কিছু বলা যায় না লো
কার কপালে কি আছে॥

সাঁঝের বেলা জল আনিতে পারঘাটাতে যাইও না
খারাপ লোক লজর দিলে পাইলাতে পথ পাবে না
ওঝা আছে ভূতের জানি
খরচ পড়ে চার আনি
এ' ভূত যদি ঘাড়ে চাপে, ওঝা পাওয়া যাবে না।।

বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা
ভূতের বাসা নদীতে
ওরে বাবা ! মইটকাবে ঘাড়
এক্‌লা গেলে জলেতে॥

কত রকম ভূত আছে ভাই্‌ এই জগতে চারধারে
কেলে ভূতের তুলনা আর পাবে না এ'সংসারে
এ-ভূত যদি জাপটে ধরে
ছাড়ান পাবে কেমনে ?
তামা তাবিজ মাদুলিতে
কোন ফলই্‌ পাবে না॥

সুর ও শিল্পী : অংশুমান রায়
১৯/০৬/১৯৬০

আমার জীবন নদীর দুটি পাশে
দুটি তীরে ছুঁয়ে থাকে
এ-পার যদি হাতছানি দেয়
ও-পার নীরবে ডাকে ॥

এ-পারে সুখের পান্না
ও-পারে দুখের কান্না
একই জীবনে এক সাথে
বিরহ, মিলন ধরে রাখে
ধরে রাখে ॥

জানি না পাব কি পাব না
পথের শেষের ঠিকানা
আলোতে ছায়াতে বারে বারে
কেন যে চলার পথে থাকে
পথে থাকে ॥

সুর : অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
শিল্পী : অনুরাধা পড়োয়াল

শিলংয়ের পাইন বনে বনে
কত গান লেখা আছে দেখো
এখানের এই সুখ-স্মৃতি
চিরদিন তুমি মনে রেখো॥

এখানে আকাশ
এখানে পাহাড়
এই যে সবুজ গাছের তলায়
না-বলা-কথা ছড়ানো আছে
পাহাড়ী ফুলের বিছানায়
আমি যে তোমার তুমি আমার
চিরকাল তুমি কাছে থেকো॥

এই যে হৃদয়
মন বিনিময়
মনের কথা তুমি হঠাৎ
কখনো মুখর মৌন আবার
গভীর প্রাণের ভালবাসা
জীবনের সুখে আর দুখে
আমায় আপন ভেবে ডেকো॥

সুর : অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
শিল্পী : কিশোরকুমার ও অনুরাধা পড়োয়াল

ঘুমিয়ে পড়েছে পৃথিবী এখন
বালিশে মাথা রেখে
আঁধারে ঢেকেছে চাঁদের জ্যোছনা
রাতের কাজল মেখে
শুকতারা মুখ ঢাকে॥

প্রিয়া-হারা-আমি আমার দু'চোখে
সে দিনের ছবি ভাসে
এই সেই দিন এই সেই রাত
আজ ব্যথা নিয়ে আছে
শুভ রজনীর রজনীগন্ধা
সাজায় না আমাকে
বেদনার স্মৃতি আঁকে॥

স্মৃতির পর্দা সরিয়ে এ-মন
চলে যেতে চায় দূরে
মনের ভিতরে হারানো প্রিয়ার
স্মৃতি আসে ঘুরে ঘুরে
ঘুম নেই আজ আমার ক্লান্ত
করুণ বিরহ চোখে
রাত-জাগা পাখি ডাকে॥

সুর : বাপী লাহিড়ী
শিল্পী : শিবাজী চট্টোপাধ্যায়

আমার এই হাসির ঝুলিতে
হরেক রকম হাসি আছে
শুনবে বলো কতো?
নানারকম হাসির জোয়ার
বইছে অবিরত॥

ফোক্‌লা দাঁতের হাসি ঝরে
টোল খাওয়ানো মুখে
দুষ্টু হাসি, মিষ্টি হাসি
ভোলায় রে মন সুখে
-খোকার মুখে বোকার হাসি
দুঃখ ভোলায় যত ।।

আমার এই হাসির ঝুলিতে
হরেক রকম হাসি আছে টাটকা এবং বাসি
হাসিব বয়স নানারকম একের থেকে আশি।।

বোকার হাসি বুড়োর মুখে
লোক ঠকাবার মানে
হা-হা, হি-হি, হো-হো হাসি
বয় যে উদার প্রাণে
সবজান্তার হাসি ঝরে
মুচ্‌কি হাসির মত।।

সুর : অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
শিল্পী : সনৎ সিংহ

চোখের পাতায় কাজল পরে
যদি কারও চোখে চোখ না পড়ে
কি হবে সই, বাহারী এই সাজ
নূপুরের দোদুল দোলে
কারও মনে ঝড় না তোলে
কি হবে সই, নূপুর পরে নাচ?

সাজিয়ে খোঁপায় ফুলের মালা
হোক্ না যতই গন্ধ ঢালা
কেউ না ফিরে দেখে যদি
কি হবে সই, ফুলের কারুকাজ?

ঘুরিয়ে তুমি পড়লে শাড়ি
কাঁচের চুড়ি রঙ-বাহারি
মিথ্যে হবে কেউ না যদি
করে তোমায়, মনের মমতাজ?

যদি কাঁদতে পারতাম
শ্রাবণ ধারা হয়ে
অঝোরে ঝরে ঝরে
চোখের পাতা দুটো ভেজাতে পারতাম
তা' হলে তোমাকে
কাছে না-পাওয়ার
কী ব্যথা আমার
বোঝাতে পারতাম॥

সুখ তো গেছে দূরে
বুকটা ভেঙে-চুরে
ঠিকানা বহুদূরে
কি করে পাব তাকে

প্রেমের ঠিকানাটা
যদি গো জানতাম
তা' হলে তোমাকে
কাছে না-পাওয়ার
দুঃখ সহজে বোঝাতে পারতাম॥

শুধু যে ছায়া ফেলে
ফাগুন গেছে চলে
আগুন মনে জ্বেলে
কি করে ভুলে গেলে?
ফুলের মত যদি
ফুট্‌তে জানতাম
তা হলে তোমাকে ফুলের ভাষা দিয়ে
ডাকতে পারতাম॥

সুর : জ্যোতির্ময় বেলেল
শিল্পী . শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়

ও ভাই নাইয়ারে
দাঁড় বাইয়া চল্
আকাশে মেঘ মেঘ আসে বাদল
ঝড়েরই হাওয়াতে নদীর জল
ছলাৎ ছলাৎ করে, নাও টলোমল্॥

উথাল-পাথাল করে সামাল সামাল
বিশাল বিশাল ঢেউ দুষ্টু-দামাল
ও-পারে নাও লইয়া চল্॥

ঐ দূরে দেখা যায় গাঁয়ের মাটি
মা-বাপ রয়েছে, বেটা-বেটি
তরাসে কাঁপিছে বুকেরই তল
ও-পারে নাও লইয়া চল্।।

সুর : দেবজিৎ
শিল্পী : ইন্দ্রনীল সেন
২০০৫

(থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের কথা মনে রেখে)

একটু রক্ত দাও
একটু রক্ত দাও
শীর্ণ শিশু দু'হাতে ভিক্ষা চাইছে, রক্ত দাও
থ্যালাসেমিয়ায় কাঁদছে ছেলেটা
কান্না তার থামাও
শিশুর জীবন বাঁচাতে তোমরা একটু রক্ত দাও॥

অনেক রক্ত ঝরাও তোমরা এখানে-ওখানে-সেখানে
রক্ত নদীর ধারা বয়ে চলে, বুঝিনা কি তার মানে?
পৃথিবীর মাটি রক্তে ভিজিয়ে তোমরা কি সুখ পাও॥

বিনা কারণে লাল হয়ে ওঠে মাটি কেন বার বার
তবুও রক্ত পায় না শিশুরা বেঁচে থাকবে না আর
ফুল হয়ে আর ফুটে উঠবে না, তোমরা কি তাই চাও?
একটু রক্ত দাও
শিশুর প্রাণ বাঁচাও
ফুলকে ফুট্‌তে দাও
ফুলের প্রাণ বাঁচাও॥

সুর : ভি. বালসারা
শিল্পী : অলক ভৌমিক

মহুয়া মিষ্টি বড়
বঁধুয়া মিষ্টি আরো
আমি কি ভুল বলেছি
নারী সে নদীর মত
প্রেমেরই ঢেউয়ে কত
আমি তো দোল্-দুলেছি
বলো না, —ভুল করেছি?

পলাশের রঙে মেশা
প্রেমে আছে দারুণ নেশা
সে নেশায় আজ মেতেছি
ভালোবাসার হাত পেতেছি॥

গোলাপের গন্ধ আছে
আমি তাই যাই যে কাছে
কাঁটাতার খুব সয়েছি
তবু, তার মালা পরেছি
আমি কি ভুল করেছি?

সুর : ভি. বালসারা
শিল্পী : অলক ভৌমিক

পৃথিবী কত দূর? সীমানা যতদূর
আমরা ততদূর রয়েছি ছড়িয়ে
বিশ্বভুবনের সবার জীবনের
সঙ্গে রয়েছি আমরা জড়িয়ে ॥

বাংলা ভাষার মিষ্টি ভাষায় দিয়েছি কবিতা, সুর আর ছন্দ
গীতাঞ্জলির রবীন্দ্রনাথ, রূপসী বাংলার জীবনানন্দ
ঝড়ের হাওয়া অগ্নিবীণায়
ধূমকেতু তার বার্তা জানায়
বিশ্বকে জয় করেছে বিবেক
ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে ॥

অতীত ইতিহাসের আলোয় ভবিষ্যতের পথ দেখালেন
জ্ঞান--গরিমার প্রদীপ হাতে সত্যজিৎ আর অমর্ত্য সেন
আলী আক্‌বর, রবিশংকর
নাচে নটরাজ, উদয়শংকর
গঙ্গা-পদ্মার গাঁথা এ মণিহার
বিশ্ববাসী কে দিয়েছি পরিয়ে ॥

বিশ্ববঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন উপলক্ষে রচিত-২০০৪

স্বাগত ম্যান্ডেলা স্বাগত ম্যান্ডেলা
তোমাকে স্বাগত জানাতে আজকে
কলকাতা চঞ্চলা॥

সূর্যের নাম বদলে রেখেছি নেলসন ম্যান্ডেলা
ঝড়ের হাওয়াকে আমরা জেনেছি নেলসন ম্যান্ডেলা
'উম্‌খোন্তো উই সিজোয়ে' শাণিত বর্শাফলা
রক্তকরবী কৃষ্ণচূড়ার দেশ আজ চঞ্চলা
স্বাগত ম্যান্ডেলা॥

কি নামে তোমাকে ডাক্‌ব আমরা পিম্‌পারনেল ফুল
দুরন্ত নদী' অথবা সাগর সেও তো অপ্রতুল
নতজানু আজ তোমার কাছে পোল্‌স মূর' কারাগার
কালো আফ্রিকা, সারা বিশ্ব মুখরিত চারিধার
জীবনকে বাজী রেখে খেলেছো তো মৃত্যুর সাথে খেলা
স্বাগত ম্যান্ডেলা॥

কি নামে তোমাকে ডাকব আমরা তোমার অনেক নাম
দেশ জাতি আর সময় পেরিয়ে মুক্তির সংগ্রাম
খোলা-আকাশের নীচে দাঁড়িয়েছো সাতাশ বছর পরে
আবার তুমি তো বন্দী হয়েছো মানুষের অন্তরে
তুমি আমাদের বড় গর্বের আদরের ম্যান্ডেলা
স্বাগত ম্যান্ডেলা॥

সুর : হিল্লোল মণ্ডল
শিল্পী : রুমা গুহঠাকুরতার নেতৃত্বে ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার
১৮/১০/১৯৯০ বেলা ৩-টে-ইডেন গার্ডেন্স্ স্টেডিয়ামে-নেলসন ম্যান্ডেলার সংবর্ধনা সভায় গীত।
সভাপতি-জ্যোতি বসু

- পিম্‌পারনেল্ : দঃ আফ্রিকার একরকম আগুন রংয়ের ফুল। কৃষ্ণচূড়ার মতো।
- পোল্‌স্ মূর : এখানে বন্দী ছিলেন। রবিন দ্বীপের কারাগার।

হাসি-গানে কত না জীবন্ত
এ-শহর প্রান্ত
কলকাতা প্রান্ত
তোলে প্রাণে ঝংকার ॥

সময়ের সীমানায় তোমাকে বাঁধা কি যায়
হাজার বছর তুমি পিছনে ফেলে
পায়ে পায়ে কত পথ পেরিয়ে এলে
যুগ থেকে চলেছে যুগান্ত ॥

কে বলে তোমাকে ওগো মৃত-নগরী
মিছিল শহর বলে, হে সুন্দরী
না না সে তো শুধু নয়
তুমি ইতিহাস সৃষ্টির ইতিকথা
কলকাতা কলকাতা কলকাতা
নামে কত যাদু অফুরন্ত ॥

নিয়নের আলেয়ার তোমাকে চেনা না যায়
মানুষের মৃগয়ায় মানুষ কাঁদে
বাঁচার লড়াই নিয়ে প্রতিযোগিতা
জন্মের ঋণ শোধ দিয়ে
হাসি আর কান্নার গল্পকথা
দিন থেকে চলেছো দিনান্ত ॥

সুর ও শিল্পী : ভূপেন হাজারিকা

এক মুখ দাড়ি
দু হাতে গীটার
জিন্‌সের প্যান্ট
ছেয়েছে বাজার
আল্লারাখা কি
জাকির হোসেন
এখন বাজারে
বেগুন বেচেন
বেহালা উধাও
উধাও সেতার
বাংলা গানের
দিন নেই আর॥

কাঁদব না হাসব
একটু হাসি ?
বাজে না বাংলা গানে
বাশের বাঁশি
নেই ভাটিয়ালী
নেই তো ঝুমুর
বাংলা গানের সেই
মন-কাড়া সুর
এখন শুধু
পপ্ মিউজিক
রক্ এন্ড রোল্
ঝিম্-চাক্-ঝিক্
কিড্‌ন্যাপ হয়ে গেছে রবি ঠাকুর
দেশ থেকে চলে গেছে
সবই পাচার

সা রে গা মা-পা
না না না
নেই তো এখন
সেই ঘরানা
ইংরেজী নোটেশন্
ডো-রে-মা
অতুলপ্রসাদ
নেই নজরুল
রাম্বা-সাম্বায়
সব মশ্‌গুল
বাংলার গান আজ
যেন, ঝরা ফুল
কি আর করা যাবে
আমরা নাচার॥

কানা-ছেলের নাম
পদ্মলোচন
লালন নেই তাই
লাগছে কেমন
জীবনমুখী গান
জীবন যেমন
মাইকেল জ্যাক্‌সন
মিস্ ম্যাডোনা
কারা যেন কেড়ে নিল
বাঙালিয়ানা
নেই ডুগি-তবলা, হারমোনিয়াম
মুছে গেছে গান থেকে-বাংলার নাম
গান গায়, শোনে না কেউ
পথ আর খোলা নেই সহজে বাঁচার॥

সুর : কৌশিক
শিল্পী : অলক ভৌমিক

সংলাপ।। আহ্-আহা—

এ এইসা ওইসা দম্ নেহি
সিগ্‌রেট কা দম হ্যায়
বালা, সিগারেট মাঈয়া কী জয়॥

(সংগীত)

সিগারেট নহো তুমি শ্বেতপরী
গোল্ গোল্ সাদা আহা! মরি মরি
ভাবনার প্রতিপলে তুমি সাথী
দু'টি ঠোঁটের মাঝে আমি জড়িয়ে ধরি॥
সিগারেট্ সিগারেট্ সিগারেট্॥

না না জানে না কেউ কি তা জানে
আহা কি আরাম টানে যে সে টানে
তুমি চাইলে বেড়ে যায় 'টেনশন'
শুধু মনে কভু আসাবার স্টেশন
তুমি হারাও কনসেন্‌ট্রেশন
ফিরে পাবে স্যাটিস্‌ফেকসান
এত তারিফ করি তোর গুণের
তাই তোকে এত আদর করি।।

বল্‌বো কত বল্‌বো আর
সিগারেটের কি বাহার
টান্‌লে জিনিস লম্বা হয়
তোমার বেলায় উল্টো তার
তুমি কোথা থেকে নিলে মাইগ্রেশন
তুমি বুদ্ধিতে দাও তো ইমোশন
তুমি বিপদের মাঝে দাও সলিউশন
তাই, জানালাম কংগ্রাচুলেশন
তারিফ করি তোর গুণের
তাই তোকে এত কদর করি॥

(সংলাপ)

বোলো, সিগারেট মাঈয়া কি জয়
লেকিন, মন মে ইয়াদ রাখনা
সিগারেট শরীর কে লিয়ে খুব খারাপ হ্যায়
বাপরে বাপ কেউটে সাপ।।

(নাট্যাংশ)

জনৈক : এই এই দ্যাখ্, এই ছেলেটা না, ক্লাউনটা যাচ্ছে। চল্ এর সাথে ঠাট্টা করা যাক্। এই যে ক্লাউন মশাই, কোথায় চল্লেন?

কিশোর : ডাউন মেমরি লেন। (সবাই হাসে)

জনৈক : মূর্খানন্দ কেমন আছো?

কিশোর : বেঁচে আছি, 'চালাক-ভণ্ড' সাহেব।

জনৈক : ওহে, মিথ্যা চন্দ, জীবনে আর কত মিথ্যে বল্‌বে?

কিশোর : সত্যি কথা বল্‌তে যত মিথ্যে বল্‌তে হয় সত্যনাশ বাবু?

জনৈক : কোথায় যাচ্ছেন, 'মংকি ব্র্যান্ডো'?

কিশোর : 'হোটেল গ্র্যান্ডো'।
দেখলেন তো, সবাই আমাকে কি বলে ডাকে?
বলতে পারলেন না তো 'মিস্টার ঢংকি ব্রাউন'

(সংগীতাংশ)

ডাকে লোকে আমাকে ক্লাউন
মূর্খানন্দ, মিথ্যানন্দ, মাংকি ব্র্যান্ডো-ডংকি ব্রাউন
নেচে-গেয়ে হেসে-খেলে দুটো কথা বলে যাই
সুখে আর দুখে মেশা এই তো জীবন ভাই॥
বুঝলে কানাই, বুঝলে না?

(সংলাপ)

কিশোর—কি খুকী, ইস্কুলে যাচ্ছ? ভাল করে মন দিয়ে পড়াশুনা কোরো। যখন বড় হয়ে বিয়ে করবে তখন তোমার বিয়েতে শিলিগুড়ি থেকে ডিগবাজি খেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে গুড়িসুড়ি গুড়িসুড়ি তোমার এখানে চলে আসবো।

যায় রাত চলে আসে দিন
জেনো, আঁধার থাকে না চিরদিন
যদি ব্যথার শ্রাবণ ঝরো ঝরে
জেনো, প্রেমের ফাগুন আসে পরে
যখন খুশি তুমি ডেক গো আমায়
ডাকে লোকে আমাকে ক্লাউন।...

(সংলাপ)

এই তো আমার জীবন। মনে দুঃখ, মুখে হাসি। তবুও পরের দুঃখে মন কেঁদে ওঠে আমার। সবার মুখে হাসি ফোটাতে চাই।

(সংগীতাংশে)

যদি ব্যথা পেয়ে কেউ কাঁদে
আমি মুখে তার হাসি ফোটাই
কেউ পরের ব্যথায় যদি হাসে
আমি জেনে শুনে তাহাকে কাঁদাই
যখন খুশি তুমি ডেক গো আমায়।।
ডাকে লোকে আমাকে ক্লাউন...
I am Mr. Dokey Brown.

সুর ও শিল্পী : কিশোরকুমার